বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০৫

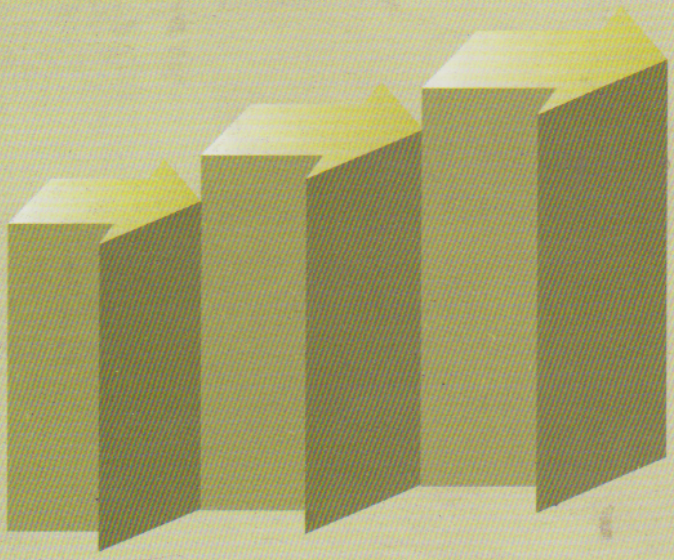

BANGLADESH PRESS COUNCIL

ANNUAL REPORT 2005

বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল

বার্ষিক প্রতিবেদন-২০০৫

Bangladesh Press Council

Annual Report-2005

প্রকাশক
লুৎফুন্নেছা বেগম
সচিব
বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল

প্রকাশের তারিখ : ২৯ জুলাই ২০০৬

মুদ্রণ :
মানামা প্রিন্টার্স
২১ টিপু সুলতান রোড
ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ :
মশিউর রহমান

www.pathagar.com

সূচীপত্র

১। মাননীয় চেয়ারম্যানের কথা ১

২। সচিবের বক্তব্য ৩

৩। ২০০৫ সালের কাউন্সিল ৫

৪। ২০০৫ সালের কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ ৭

৫। ২০০৫ সালের কাউন্সিলের কমিটিসমূহ ৮

৬। কমিটি সমূহের সিদ্ধান্ত ১১

৭। কাউন্সিল অধিবেশনের কার্যাবলী এবং গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ ১২

৮। কাউন্সিলে দায়েরকৃত মামলা সমূহের বিবরণ ও রায়সমূহ ৩৮

৯। জুডিশিয়াল কমিটির কার্যাবলী ৬৮

১০। বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের ট্রেনিং প্রোগ্রাম ৮৮

১১। কাউন্সিলের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব ৯০

১২। ওয়ার্ল্ড এসোসিয়েশন অব প্রেস কাউন্সিলস্ (WAPC) এর কার্যক্রম ৯৩

১৩। পরিশিষ্ট ঃ

(ক) কাউন্সিলের উদ্দেশ্য, কার্যাবলী ও ক্ষমতা ১০০

(খ) প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট, ১৯৭৪ ..... ১০২

(গ) সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থা ও সাংবাদিকদের জন্য অনুসরণীয় আচরণ বিধি ১২১

(ঘ) প্রেস কাউন্সিলে অভিযোগ দায়ের করার নিয়মাবলী ১৩১

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

মাননীয় চেয়ারম্যানের কথা

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সংরক্ষণ এবং সংবাদপত্র ও সংবাদ পরিবেশকদের মান উন্নয়নের জন্যই মূলত প্রেস কাউন্সিল আইন ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ২৫ নং আইন) এর মাধ্যমে প্রেস কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা একটি কোয়াছি জুডিশিয়াল স্বায়ত্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান। প্রেস কাউন্সিল আইন ১৯৭৪ এর ১২নং ধারায় কাউন্সিলকে (১) সাংবাদিকদের নীতি বহির্ভুত, (২) জনগনের রুচি বহির্ভুত এবং সাংবাদিকতার পেশাগত অসদাচরন জনিত কাজের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে তিরস্কার, সতর্ক ও ভৎর্সনা করার সীমিত বিচারিক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। ১৯৯৩ ও ২০০৩ সালে প্রণীত সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থা ও সাংবাদিকদের আচরন- বিধিমালা সংশোধনের মাধ্যমে উহাকে যুগ-উপযোগী করা হয়েছে। গনতন্ত্রকে ফলপ্রসূ করার ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অনস্বীকার্য। সমাজ ও দেশকে দিক নির্দেশনা দেওয়ার জন্য সংবাদপত্র ও অন্যান্য ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াগুলি যেমন- রেডিও, টেলিভিশন এগুলির দায়িত্বও কম নয়। সংবাদপত্রকে বলা যায় দেশ ও জাতির দর্পন এবং সাংবাদিকরা হচ্ছে দেশের মঙ্গল দূত। সংবাদপত্র প্রকাশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে আমাদের দেশ অন্যান্য দেশ থেকে পিছিয়ে নেই। তবে এই অবাধ স্বাধীনতার অপব্যবহার যাতে না হয় সেদিকেও দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

সংবাদপত্রের কাজকে কেবল ব্যবসায়ীক বা লাভবান দৃষ্টিতে পরিচালনা না করে, দেশের মানুষকে সঠিক এবং সংবিধানে প্রদত্ত বাক্ স্বাধীনতাকে উজ্জীবিত করে, দেশের গনতান্ত্রিক সরকারকেও দিক নির্দেশনা দেওয়ার জন্য সচেষ্ট থাকা দরকার। দেশের মানুষ সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রকৃত ঘটনা এবং তার পটভূমি জানতে চায়। আমাদের দেশের সংবাদপত্র ও অন্যান্য মিডিয়াগুলিকে আরও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করে মানবাধিকার ও 'রুল অব ল' প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মানুষ, দেশ ও সমাজের নিকট এবং সংবাদপত্রের পাঠকদের নিকট আরো স্পষ্ট ও সম্মানজনক দায়িত্ব পালন করতে হবে। এটা ঠিক যে, সংবাদপত্র বা অন্যান্য মিডিয়ার স্বাধীনতা ক্ষুন্ন করা উচিৎ নয়। তবে গনতান্ত্রিক দেশে সকলেরই

www.pathagar.com

যেমন সীমাবদ্ধতা বা Transparency আছে বা থাকা উচিৎ তেমনি সংবাদপত্র ও অন্যান্য মিডিয়াগুলির কার্যক্রমকে দেশ ও সমাজের জন্য হিতকর করার উদ্দেশ্যে বর্তমান প্রেস কাউন্সিল আইনের সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে প্রেস কাউন্সিল কর্তৃক ইহার খসড়া প্রস্তাব কাউন্সিলের পূর্ণ সভায় পাশ করে সরকারের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। জন্মলগ্ন থেকে ক্ষুদ্র পরিসরের ভাড়া বাড়িতে প্রেস কাউন্সিল, এজলাসসহ, ইহার দাপ্তরিক কার্যাদি পরিচালনা করে যাচ্ছে। ইহার একটি নিজস্ব আবাসন বা অফিস নেই। ইহা দুঃখজনক। পরিশেষে এই বলতে চাই প্রেস কাউন্সিলের মত একটি জাতীয় অতীব প্রয়োজনীয় সংস্থাটির সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য সকলের একযোগে কাজ করা উচিৎ।

(বিচারপতি আবু সাঈদ আহাম্মদ)
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল

www.pathagar.com

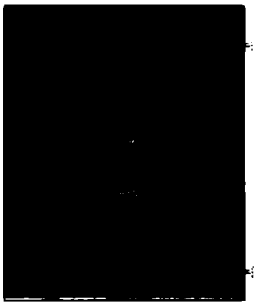

সচিবের বক্তব্য

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সংরক্ষণ ও সংবাদপত্র এবং সংবাদ সংস্থা সমূহের পেশাগত মান উন্নয়ন এর লক্ষ্যে প্রেস কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পৃথিবীর উন্নত ও উন্নয়নশীল অনেক দেশেই অধুনা প্রেস কাউন্সিল বা ভিন্ন নামে অনুরূপ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রেস কাউন্সিল সমূহের সমন্বয়ে 'ওয়ার্ল্ড এসোসিয়েশন অব প্রেস কাউন্সিলস্' নামে একটি সংস্থা আছে। বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল এই সংস্থার সদস্য।

প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ১১ নং ধারার বিধান অনুযায়ী কাউন্সিলের উপর যে দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ

১। বাংলাদেশের সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সংরক্ষণ এবং
২। বাংলাদেশের সংবাদপত্র ও সংবাদ সংস্থা সমূহের মান উন্নয়ন।

একই ধারার ২ নং উপ-ধারায় বর্ণিত হয়েছে যে, উপরোক্ত দুটি উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কাউন্সিলকে নিম্নবর্ণিত দায়িত্ব সমূহও পালন করতে হবে ঃ

(ক) উচ্চ পেশাগত মানের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বাংলাদেশের সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থা এবং সাংবাদিকদের জন্য একটি আচরণ বিধি প্রণয়ন করা,

(খ) সংবাদপত্র ও সংবাদ সংস্থা সমূহের স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখা,

(গ) সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থা সমূহ এবং সাংবাদিকদের কাছ থেকে সর্বোচ্চ মাত্রায় রুচিবোধ এবং দায়িত্ব সচেতনতা নিশ্চিত করা,

www.pathagar.com

(ঘ) সাংবাদিকতা পেশার সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে দায়িত্ব সচেতন এবং সেবার মানসিকতায় অনুপ্রাণিত করা,

(ঙ) সংবাদ সরবরাহ ও পরিবেশনের ক্ষেত্রে কোন সীমাবদ্ধতার উদ্ভব হচ্ছে কিনা তা পর্যালোচনাধীন রাখা,

(চ) বিদেশী উৎস থেকে বাংলাদেশের কোন সংবাদপত্র বা সংবাদ সংস্থা কোন সাহায্য গ্রহণ করছে কিনা পর্যালোচনাধীন রাখা,

(ছ) জাতীয় এবং বিদেশী সংবাদপত্র সমূহের সার্কুলেশন এবং এগুলোর প্রতিক্রিয়ার উপরে গবেষণা কার্য পরিচালনা করা,

(জ) সাংবাদিকতা পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গকে যথাযথ প্রশিক্ষণ দান করা,

(ঝ) কৌশলগত এবং অন্যান্য গবেষণার উন্নতি সাধন করা এবং

(ঞ) সংবাদপত্র প্রকাশনা এবং সংবাদ সংস্থা সমূহের পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে কার্যকর সম্পর্ক উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি করা।

উপরোক্ত উদ্দেশ্যাবলী সুষ্ঠুভবে পালনের জন্য প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই প্রেস কাউন্সিল একজন চেয়ারম্যান, একজন সচিব এবং ১৩ জন তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীসহ মোট ১৫ জনের অপ্রতুল জনবল নিয়ে কাউন্সিলের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ১২ নং ধারায় কাউন্সিলকে তিরস্কার, সতর্ক ও সেন্সর করার যে সব ক্ষমতা দেয়া হয়েছে সে সব অনুযায়ী বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার বিরুদ্ধে প্রেস কাউন্সিলে যে সকল অভিযোগ দায়ের করা হয় সেগুলো সুপ্রীম কোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি চেয়ারম্যান এর নেতৃত্বে সুষ্ঠু ও ন্যায়ানুগভাবে পালন করা হচ্ছে।

দেশে সংবাদিকতার মানোন্নয়ন ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং কাউন্সিলও তার ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে যাচ্ছে। তা ছাড়া প্রেস কাউন্সিল সম্পর্কেও বাংলাদেশের সাংবাদিকবৃন্দের শ্রদ্ধাবোধও বেড়ে চলেছে। প্রেস কাউন্সিলের বর্তমান বিচার-ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন জনগণের প্রত্যাশাও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। অপ্রতুল জনবল এবং সীমিত জুডিশিয়াল ক্ষমতা সত্ত্বেও এ প্রতিষ্ঠানটি স্বীয় কার্যক্রম যথাসম্ভব সুষ্ঠুভাবে পালনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

প্রেস কাউন্সিল একটি কোয়াছি জুডিশিয়াল প্রতিষ্ঠান। প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ১২ নং ধারা অনুযায়ী কাউন্সিলে বাংলাদেশের দৈনিক, সাপ্তাহিক, অর্ধ-সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পত্রিকার বিরুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি মামলা দায়ের করে থাকেন। এই মামলা পরিচালনার জন্য মাননীয় চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে একটি বিচার কমিটি আছে। প্রতিবেদনাধীন সময়ে কাউন্সিলের নিকট ৬টি মামলা দায়ের করা হয়। পূর্বের মামলাসহ মোট ৯টি মামলা নিস্পত্তি করা হয়।

লুৎফুন্নেছা বেগম
সচিব
বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল

www.pathagar.com

২০০৫ সালের কাউন্সিল

চেয়ারম্যান ঃ বিচারপতি আবু সাঈদ আহাম্মদ

সদস্যবৃন্দ ঃ

১।	জনাব গিয়াস কামাল চৌধুরী সভাপতি বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন	প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ৪ঃ(৩) এবং ৪ঃ(৪) ধারা অনুযায়ী
২।	জনাব আজিজুল হক বান্না সিনিয়র সহ-সভাপতি ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন।	
৩।	জনাব মুনশী আব্দুল মান্নান সহকারী সম্পাদক দৈনিক ইনকিলাব।	
৪।	জনাব এ, এম, এম, বাহাউদ্দিন সম্পাদক দৈনিক ইনকিলাব।	প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ৪ঃ(৩)ঃ (বি)ঃ এবং ৪ঃ(৪)ঃ ধারা অনুযায়ী
৫।	কাজী সিরাজউদ্দিন আহমেদ ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক দৈনিক দিনকাল।	
৬।	জনাব মইনুদ্দীন কাদেরী শওকত সাধারণ সম্পাদক চট্টগ্রাম এডিটরস কাউন্সিল।	

www.pathagar.com

৭।	আলহাজ্ব সালাহ্ উদ্দিন আহমেদ এম,পি মহাসচিব বাংলাদেশ সংবাদপত্র পরিষদ।	প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ৪ঃ(৩)ঃ (সি)ঃ এবং ৪ঃ(৪) ধারা অনুযায়ী
৮।	জনাব আবুল আসাদ সম্পাদক দৈনিক সংগ্রাম।	
৯।	ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন সম্পাদক মন্ডলীর সভাপতি দৈনিক ইত্তেফাক।	
১০।	ড. কে. এম. মোহসীন সদস্য বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন।	প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ৪ঃ(৩)ঃ (ডি) ধারা অনুযায়ী
১১।	ড. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ মহাপরিচালক বাংলা একাডেমী।	
১২।	জনাব মাহবুবে আলম, এডভোকেট সদস্য বাংলাদেশ বার কাউন্সিল।	
১৩।	মেজর (অবঃ) মনজুর কাদের মাননীয় সদস্য বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ।	প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ৪ঃ(৩)ঃ (ই) ধারা অনুযায়ী
১৪।	জনাব এ, কে, এম, সেলিম রেজা হাবিব মাননীয় সদস্য বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ।	

www.pathagar.com

২০০৫ সালের প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ

বিচারপতি আবু সাঈদ আহাম্মদ
চেয়ারম্যান

মেজর (অব) মঞ্জুর কাদের এম, পি
সদস্য

[illegible] রেজা [illegible] এম, পি
সদস্য

[illegible] এম, পি
সদস্য

ব্যারিস্টার [illegible] হোসেন
সদস্য

[illegible]
সচিব

[illegible] কামাল চৌধুরী
সদস্য

আবুল আসাদ
সদস্য

এ. এম. এম. বাহাউদ্দীন
সদস্য

[illegible]
সদস্য

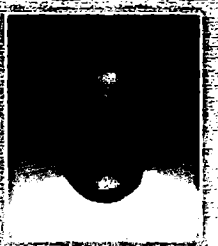

[illegible] সরকার
সদস্য

[illegible]
সদস্য

[illegible]
সদস্য

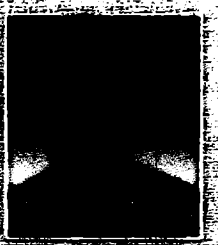

www.pathagar.com

২০০৫ সালের কাউন্সিলের কমিটিসমূহ

প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ৭ নং ধারা মোতাবেক কাউন্সিলের কার্য সম্পাদনের জন্য নিম্নরূপভাবে ১১টি কমিটি প্রতিবেদনাধীন বছরে গঠন করা হয় ঃ

(ক) বিচার কমিটি ঃ

১।	বিচারপতি আবু সাঈদ আহাম্মদ	চেয়ারম্যান
২।	মেজর (অবঃ) মনজুর কাদের এম,পি	সদস্য
৩।	জনাব এ, কে, এম, সেলিম রেজা হাবিব এম,পি	"
৪।	আলহাজ্ব সালাহ্ উদ্দিন আহমেদ এম,পি	"
৫।	ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন	"
৬।	জনাব গিয়াস কামাল চৌধুরী	"
৭।	জনাব আবুল আসাদ	"
৮।	কাজী সিরাজ উদ্দিন আহমেদ	"
৯।	জনাব আজিজুল হক বান্না	"
১০।	এডভোকেট মাহবুবে আলম	"
১১।	জনাব মইনুদ্দীন কাদেরী শওকত	"

(খ) অর্থ কমিটি ঃ

১।	বিচারপতি আবু সাঈদ আহাম্মদ	চেয়ারম্যান
২।	ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন	সদস্য
৩।	ড. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ	"
৪।	জনাব আবুল আসাদ	"
৫।	জনাব মুনশী আবদুল মান্নান	"

(গ) নিউজপেপার ষ্ট্যান্ডিং কমিটি ঃ

১।	বিচারপতি আবু সাঈদ আহাম্মদ	চেয়ারম্যান
২।	মেজর (অবঃ) মনজুর কাদের এম,পি	সদস্য
৩।	জনাব এ, কে, এম, সেলিম রেজা হাবিব এম,পি	"
৪।	আলহাজ্ব সালাহ্ উদ্দিন আহমেদ এম,পি	"
৫।	ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন	"
৬।	জনাব গিয়াস কামাল চৌধুরী	"
৭।	জনাব আবুল আসাদ	"
৮।	জনাব এ, এম, এম, বাহাউদ্দিন	"
৯।	জনাব আজিজুল হক বান্না	"
১০।	এডভোকেট মাহবুবে আলম	"

www.pathagar.com

(ঘ) সেমিনার কমিটি ঃ

১।	বিচারপতি আবু সাঈদ আহাম্মদ	চেয়ারম্যান
২।	ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন	সদস্য
৩।	জনাব গিয়াস কামাল চৌধুরী	"
৪।	জনাব আবুল আসাদ	"
৫।	জনাব এ, এম, এম, বাহাউদ্দিন	"
৬।	অধ্যাপক কে এম মোহসীন	"
৭।	ড. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ	"

(ঙ) আচরণ বিধি কমিটি ঃ

১।	বিচারপতি আবু সাঈদ আহাম্মদ	চেয়ারম্যান
২।	মেজর (অবঃ) মনজুর কাদের এম,পি	সদস্য
৩।	জনাব এ কে এম সেলিম রেজা হাবিব এম,পি	"
৪।	আলহাজ্জ্ব সালাহ উদ্দিন আহমেদ এম,পি	"
৫।	জনাব গিয়াস কামাল চৌধুরী	"
৬।	জনাব মুনশী আবদুল মান্নান	"
৭।	অধ্যাপক কে এম মোহসীন	"
৮।	এডভোকেট মাহবুবে আলম	"
৯।	জনাব আজিজুল হক বান্না	"

(চ) প্রকাশনা কমিটি ঃ

১।	বিচারপতি আবু সাঈদ আহাম্মদ	চেয়ারম্যান
২।	ড. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ	সদস্য
৩।	জনাব আবুল আসাদ	"
৪।	কাজী সিরাজ উদ্দিন আহমেদ	"
৫।	জনাব আজিজুল হক বান্না	"
৬।	জনাব মইনুদ্দীন কাদেরী শওকত	"
৭।	অধ্যাপক কে এম মোহসীন	"

(ছ) রুলস কমিটি ঃ

১।	বিচারপতি আবু সাঈদ আহাম্মদ	চেয়ারম্যান
২।	আলহাজ্জ্ব সালাহ উদ্দিন আহমেদ এম,পি	সদস্য
৩।	জনাব গিয়াস কামাল চৌধুরী	"
৪।	সৈয়দ আহমদ, এডভোকেট	"
৫।	জনাব মুনশী আবদুল মান্নান	"
৬।	জনাব আবুল আসাদ	"
৭।	জনাব মইনুদ্দীন কাদেরী শওকত	"

(জ) শৃংখলা কমিটি ঃ

১।	বিচারপতি আবু সাঈদ আহাম্মদ	চেয়ারম্যান
২।	ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন	সদস্য
৩।	এডভোকেট মাহবুবে আলম	"

www.pathagar.com

৪।	ড. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ	সদস্য
৫।	জনাব আজিজুল হক বান্না	"

(ঝ) নিয়োগ কমিটি ঃ

১।	বিচারপতি আবু সাঈদ আহাম্মদ	চেয়ারম্যান
২।	জনাব এ,কে,এম, সেলিম রেজা হাবিব এম,পি	সদস্য
৩।	জনাব গিয়াস কামাল চৌধুরী	"
৪।	জনাব মুনশী আব্দুল মান্নান	"
৫।	অধ্যাপক কে এম মোহসীন	"
৬।	এডভোকেট মাহবুবে আলম	"
৭।	জনাব আজিজুল হক বান্না	"

(ঞ) আইন মূল্যায়ন কমিটি ঃ

১।	বিচারপতি আবু সাঈদ আহাম্মদ	চেয়ারম্যান
২।	মেজর (অবঃ) মনজুর কাদের এম,পি	সদস্য
৩।	জনাব এ, কে, এম, সেলিম রেজা হাবিব এম,পি	"
৪।	জনাব গিয়াস কামাল চৌধুরী	"
৫।	জনাব আবুল আসাদ	"
৬।	কাজী সিরাজ উদ্দিন আহমেদ	"
৭।	জনাব এ, এম, এম, বাহাউদ্দিন	"
৮।	জনাব আজিজুল হক বান্না	"
৯।	অধ্যাপক কে এম মোহসীন	"

(ট) আন্তর্জাতিক সম্মেলন বাস্তবায়ন কমিটি ঃ

১।	বিচারপতি আবু সাঈদ আহাম্মদ	চেয়ারম্যান
২।	মেজর (অবঃ) মনজুর কাদের এম,পি	সদস্য
৩।	জনাব এ, কে,এম, সেলিম রেজা হাবিব এম,পি	"
৪।	ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন	"
৫।	আলহাজ্ব সালাহউদ্দিন আহমেদ এম,পি	"
৬।	জনাব গিয়াস কামাল চৌধুরী	"
৭।	জনাব আবুল আসাদ	"
৮।	জনাব এ, এম, এম, বাহাউদ্দিন	"
৯।	কাজী সিরাজউদ্দিন আহমেদ	"
১০।	জনাব মুনশী আব্দুল মান্নান	"
১১।	জনাব আজিজুল হক বান্না	"
১২।	জনাব মইনুদ্দীন কাদেরী শওকত	"
১৩।	অধ্যাপক কে এম মোহসীন	"
১৪।	ড. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ	"
১৫।	এডভোকেট মাহবুবে আলম	"

www.pathagar.com

কমিটি সমূহের সিদ্ধান্তাসমূহ

১। জুডিশিয়াল কমিটি

প্রতিবেদনাধীন বছরে কাউন্সিলের জুডিশিয়াল কমিটির মোট ২২টি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এসব অধিবেশনে ১৩টি মামলার শুনানী অনুষ্ঠিত হয়েছে। পূর্বের মামলা সহ ৯টি মামলার রায় প্রদান করা হয়েছে এবং বাদীর আবেদনক্রমে ১টি মামলা প্রত্যাহার করা হয়েছে। ৫টি মামলা অনিস্পন্ন রয়েছে।

২। প্রকাশনা কমিটি

প্রতিবেদনাধীন বছরে প্রকাশনা কমিটির ২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ'দুটি সভায় বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০৪ এর খসড়া অনুমোদন এবং বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের বুলেটিন প্রকাশের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৩। নিয়োগ কমিটি

প্রতিবেদনাধীন বছরে কাউন্সিলের নিয়োগ কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় কাউন্সিলের গাড়ীচালক জনাব আবুল কাশেমকে শারিরীক অসুস্থতার জন্য অক্ষমতাজনিত পেনশন দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। খন্ডকালীন গাড়ীচালক দিয়ে মাননীয় চেয়ারম্যানের গাড়ী চালানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৪। অর্থ কমিটি

প্রতিবেদনাধীন বছরে কাউন্সিলের অর্থ কমিটির ৩টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এইসব সভায় বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের জন্য ক্যালেন্ডার ছাপানো, প্রেস কাউন্সিলের বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০০৪ ছাপানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের কোর্ট রুমের জন্য সেগুন কাঠের একটি জাজেস্ চেয়ার তৈরী এবং কাউন্সিলের জন্য ২টি ষ্টীলের ফাইল কেবিনেট তৈরীর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়া প্রেস কাউন্সিলের উন্নয়নের জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণের সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়।

www.pathagar.com

কাউন্সিল অধিবেশনের কার্যাবলী এবং গৃহীত সিদ্ধান্তাবলী

প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ২৪ নং ধারার অধীনে প্রণীত প্রেস কাউন্সিল রেগুলেশন, ১৯৮০ এর ৩ নং ধারা এবং প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ৮ নং ধারার বিধান অনুযায়ী আলোচ্য বছরে ৫টি পূর্ণাঙ্গ কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ঃ

১।	জুন	ঃ	২টি
২।	জুলাই	ঃ	১টি
৩।	সেপ্টেম্বর	ঃ	১টি
৪।	অক্টোবর	ঃ	১টি

৪ঠা জুন ২০০৫ইং তারিখে অনুষ্ঠিত অধিবেশনের কার্যবিবরণী

৪ঠা জুন ২০০৫ইং (শনিবার) মোতাবেক ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪১২ বাংলা, বেলা ১১ টায় বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের মাননীয় চেয়ারম্যান বিচারপতি জনাব আবু সাঈদ আহাম্মদ এর সভাপতিত্বে ত্রয়োদশ কাউন্সিলের ৬ষ্ঠ অধিবেশন কাউন্সিল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।

অধিবেশনে কাউন্সিলের নিম্নবর্ণিত সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেনঃ

১। ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন
২। জনাব গিয়াস কামাল চৌধুরী
৩। জনাব আবুল আসাদ
৪। জনাব এ.এম.এম. বাহাউদ্দিন
৫। জনাব মইনুদ্দীন কাদেরী শওকত
৬। প্রফেসর কে, এম, মোহসীন
৭। জনাব মুনশী আব্দুল মান্নান
৮। জনাব আজিজুল হক বান্না

আলোচ্যসূচী ঃ

১। পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত
২। নব নিযুক্ত চেয়ারম্যানের পরিচিতি
৩। ত্রয়োদশ কাউন্সিলের ৫ম অধিবেশনের কার্যবিবরনী পঠন ও নিশ্চিতকরণ;
৪। জুডিশিয়াল কমিটির রায় অনুমোদন
৫। বিবিধ।

www.pathagar.com

আলোচনা ঃ

অধিবেশনের শুরুতে মাননীয় চেয়ারম্যান উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। আলোচ্যসূচী অনুযায়ী পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের হিসাব ওক্ষক জনাব মোঃ আবুল কাসেম। কাউন্সিলের সচিব নব-নিযুক্ত চেয়ারম্যান বিচারপতি জনাব আবু সাঈদ আহাম্মদ এর পরিচয় উপস্থাপন করেন। পরিচয় শেষে মাননীয় চেয়ারম্যান প্রেস কাউন্সিলকে গতিশীল ও কার্যকর করার জন্য কাউন্সিলের বিজ্ঞ সদস্যগণের নিকট সহযোগিতা কামনা করে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পেশ করেন। জনাব গিয়াস কামাল চৌধুরী সদস্যগণের পক্ষ থেকে ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেনকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বক্তব্য প্রদানের জন্য অনুরোধ জানান। উপস্থিত সকল সদস্য এতে একমত পোষন করেন।

ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন বলেন যে, সরকার আপনাকে প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করায় কাউন্সিলের পক্ষ থেকে আপনাকে আমরা স্বাগত জানাই। তিনি আরও বলেন, মাননীয় চেয়ারম্যান আপনি অনেক বছর যাবৎ আইন পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। আপনি প্রেস কাউন্সিলের এ্যাক্ট সম্পর্কে ভালই বুঝবেন। কাউন্সিলকে কার্যকর করার জন্য আপনি যে পদক্ষেপ নিবেন আমরা সকল সদস্য তাতে স্বাগত জানাব এবং তা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সাহায্য সহযোগিতা করব। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সংরক্ষণ এবং সাংবাদিকদের মান উন্নয়নে প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ১১ নং ধারা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সংবাদপত্রে জনগণের অধিকারের কথা, দায়িত্বশীলতার কথা তুলে ধরতে হবে। Freedom শুধু কাগজে থাকলে চলবে না। বাস্তবে থাকতে হবে। তিনি আরো বলেন, প্রেস কাউন্সিলে সরকার পক্ষ আছে, মালিকপক্ষ আছে, সংবাদপত্র ইউনিয়ন পক্ষ আছে। সকলে মিলে কাউন্সিলকে কার্যকর করার পদক্ষেপ নিতে হবে। তিনি বলেন যে, বাংলাদেশে সুস্থ সাংবাদিকতা চর্চার পরিবেশ আছে। প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট পরিবর্তন সম্পর্কে তিনি বলেন যে, শাস্তির বিধান কোন কোন দেশে আছে, তা জানতে হবে। পরিশেষে তিনি বলেন যে, প্রেস কাউন্সিল হতে যদি বাংলাদেশের প্রত্যেক বিভাগে একটি করে সভা করা যায় তা হলে প্রেস কাউন্সিল সম্পর্কে দেশের লোক জানতে পারবে।

বিজ্ঞ সদস্য জনাব আবুল আসাদ বলেন যে, প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর সংশোধনী খসড়া প্রস্তাব আকারে আনতে হবে এবং তা সদস্যদের নিকট কাউন্সিল অধিবেশনের পূর্বে প্রেরণ করতে হবে যাতে করে সদস্যগণ ভালভাবে সংশোধনগুলো পড়ে সুপারিশ করতে পারেন। তিনি আরও বলেন যে, কাউন্সিল আগামী এক বছরে কি কি কাজ করবে তার একটি পরিকল্পনা তৈরী করে এজেন্ডা হিসাবে কাউন্সিল অধিবেশনে উপস্থাপন করতে হবে।

বিজ্ঞ সদস্য জনাব গিয়াস কামাল চৌধুরী বলেন যে, মাননীয় আইন মন্ত্রী যদি প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট সংশোধনের বিষয়টি বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে উপস্থাপন না করেন তা হলে আইনটি কোন দিন পাশ হবে না।

বিজ্ঞ সদস্য প্রফেসর এ.কে.এম. মোহসীন বলেন যে, প্রেস কাউন্সিলে সাংবাদিকদের ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করলে ভাল হয়। প্রেস ইন্সটিটিউটের সাথে যৌথভাবেও ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

www.pathagar.com

বিজ্ঞ সদস্য জনাব মইনুদ্দীন কাদেরী শওকত বলেন যে, দেশে সংবাদ মাধ্যম ও সাংবাদিকতা পেশায় জবাবদিহিতা, দায়িত্বশীলতা, সততার পরিবেশ সৃষ্টিতে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট সময়োপযোগী সংশোধন, সংযোজন, বিশ্ব প্রেস কাউন্সিলের ঘোষণা বাস্তবায়ন ও এর গঠনতন্ত্রের বিভিন্ন ধারার সাথে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্টের বিভিন্ন ধারার সমন্বয়পদান এবং "ল" কমিশন কর্তৃক প্রেস কাউন্সিলের কাছে প্রেরিত "Right to Information Act" বিষয়ে অনুকূল ধারণা দিতে কাউন্সিলের নতুন চেয়ারম্যান মাননীয় বিচারপতি জনাব আবু সাঈদ আহাম্মদ-এর নেতৃত্বে কাউন্সিলের সম্মানিত সকল সদস্য কাজ করতে পারবে।

মাননীয় চেয়ারম্যান বলেন যে, কাউন্সিলের সদস্যদেরকে নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাত করে প্রেস কাউন্সিলের আইন সংশোধনে ব্যাপারে আলোচনা করা যেতে পারে। তাতে সকল সদস্য একমত পোষন করেন। চলতি মাসের ২৩/৬/২০০৫ইং তারিখ একটি কাউন্সিল সভা আহ্বান করা যেতে পারে বলে মাননীয় চেয়ারম্যান বলেন।

বিজ্ঞ সদস্য জনাব আজিজুল হক বান্না বলেন যে, সংবাদপত্রের অফিসগুলো কিভাবে চলে, তাদের আয়ের উৎস কি, এই বিষয়ে গবেষণা করা যেতে পারে। বিষয়টি কাউন্সিল কর্তৃক যে কোন এন.জি.ও.-কে দিয়ে গবেষণা করা যেতে পারে।

আলোচ্যসূচী অনুযায়ী ত্রয়োদশ কাউন্সিলের পঞ্চম অধিবেশনের কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ-এর লক্ষ্যে তা পাঠ করে শুনানোর জন্য চেয়ারম্যান মহোদয় কাউন্সিলের সচিবকে অনুরোধ জানান। সচিব কার্য বিবরণীটি পাঠ করে শুনান। কিছু সংশোধনীসহ কার্যবিবরণীটি নিশ্চিত করণের জন্য উপস্থিত সকল সদস্য একমত পোষন করেন।

আলোচ্যসূচী অনুযায়ী মামলা নং ৫/২০০৪, মিসেস্ লাভলী আখতার ডলি, বাসা নং-৮/এ/১৬, ফ্ল্যাট নং-বি, রোড নং-১৩(নতুন), ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯। বনাম জনাব আতিকুর রহমান, সম্পাদক, দৈনিক আজকের টেলিগ্রাম, মেইন রোড, টাঙ্গাইল-১৯০০। পাঠ করে শুনানো হলে কোন সংশোধনী ছাড়াই উপস্থিত সকল সদস্য অনুমোদনের পক্ষে একমত পোষন করেন।

মামলা নং- ৩/২০০৪, জনাব মোঃ মুনিরুজ্জামান ভুঁইয়া, কেন্দ্রীয় ছাত্র কল্যান সম্পাদক, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবির, ৪৮/১/এ, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০, বনাম জনাব মতিউর রহমান, সম্পাদক, ২। জনাব ফারুক হোসেন বনাম পাবনা সংবাদদাতা, দৈনিক প্রথম আলো, ১০০, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা। পাঠ করে শুনানো হলে কোন সংশোধনী ছাড়াই অনুমোদনের পক্ষে উপস্থিত সকল সদস্য একমত পোষন করেন।

এছাড়া বিবিধ বিষয় আলোচনার জন্য কাউন্সিল অধিবেশনে ৯টি প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়। প্রস্তাবগুলো পাঠ করে শুনানোর জন্য চেয়ারম্যান মহোদয় সচিবকে অনুরোধ করেন। সচিব প্রস্তাবগুলো পাঠ করে শুনান। প্রস্তাবগুলোর উপর বিস্তারিত আলোচনা না করে পরবর্তী সভায় এজেন্ডা আকারে এবং এক বৎসরে কাউন্সিল যে কাজ করবে তার পরিকল্পনা উপস্থাপন করার জন্য কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দ অনুরোধ করেন।

www.pathagar.com

গৃহীত সিদ্ধান্তাবলী ঃ

১। বিচারপতি জনাব আবু সাঈদ আহাম্মদ প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হওয়ায় তাঁকে কাউন্সিলের পক্ষ থেকে স্বাগত জানিয়ে ধন্যবাদ প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

২। ত্রয়োদশ কাউন্সিলের পঞ্চম অধিবেশনের কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ করা হয়।

৩। জুডিশিয়াল কমিটির রায় অনুমোদন করা হয়।

৪। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণসহ কাউন্সিলের আইন সংশোধন বিষয়ে আলোচনার জন্য সাক্ষাৎ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৫। কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ সমন্বয়ে বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকা অফিস পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৬। প্রেস কাউন্সিলের উদ্যোগে বাংলাদেশের প্রতিটি বিভাগীয় শহরে একটি করে সেমিনার করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৭। প্রেস কাউন্সিলের চলতি বৎসরের কার্যক্রমের উপর বাৎসরিক পরিকল্পনা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৮। বিভিন্ন পত্রিকার রিপোর্টারদের সংক্ষিপ্ত ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

অধিবেশন শেষে মাননীয় চেয়ারম্যান উপস্থিত সকল বিজ্ঞ সদস্যবৃন্দকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(বিচারপতি আবু সাঈদ আহাম্মদ)
চেয়ারম্যান।

www.pathagar.com

২৩শে জুন ২০০৫ইং তারিখে অনুষ্ঠিত অধিবেশনের কার্যবিবরণী

২৩শে জুন ২০০৫ইং (বৃহস্পতিবার) মোতাবেক ৯ আষাঢ় ১৪১২ বাংলা, বেলা ১১ টায় বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের মাননীয় চেয়ারম্যান বিচারপতি জনাব আবু সাঈদ আহাম্মদ এর সভাপতিত্বে ত্রয়োদশ কাউন্সিলের ৭ম অধিবেশন কাউন্সিল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।

অধিবেশনে কাউন্সিলের নিম্নবর্ণিত সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেনঃ

১। আলহাজ্ব সালাহ্ উদ্দিন আহমেদ এম,পি
২। মেজর (অবঃ) মনজুর কাদের এম,পি
৩। জনাব গিয়াস কামাল চৌধুরী
৪। জনাব আবুল আসাদ
৫। জনাব মইনুদ্দীন কাদেরী শওকত
৬। প্রফেসর কে, এম, মোহসীন
৭। জনাব মুনশী আব্দুল মান্নান
৮। জনাব আজিজুল হক বান্না

আলোচ্যসূচী ঃ

১। ত্রয়োদশ কাউন্সিলের ৬ষ্ঠ অধিবেশনের কার্যবিবরনী পঠন ও নিশ্চিতকরন;

২। প্রেস কাউন্সিল রেগুলেশন, ১৯৮০ এর ধারা ৪ঃ১৩ঃ১ অনুযায়ী কাউন্সিলের নিয়মিত গাড়ীচালকের অনুপস্থিতিতে বিকল্প গাড়ীচালকের দৈনিক পারিশ্রমিক ৭৫/- টাকার স্থলে ২০০/- টাকায় বৃদ্ধি করার জন্য আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

৩। মাননীয় চেয়ারম্যান ও বিজ্ঞ সদস্যবৃন্দের বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকা সমূহ পরিদর্শনের জন্য কমিটি গঠন;

৪। কাউন্সিলের জন্য একটি সরকারী বাড়ী বরাদ্দ সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহন;

৫। আগামী আগষ্ট ২০০৫ ইং মাসে প্রেস কাউন্সিলের কার্যক্রম সম্পর্কে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকা সমূহের সাংবাদিকদের অবহিত করার জন্য ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে একটি সাংবাদিক সম্মেলন আয়োজন।

৬। বাংলাদেশের ফৌজদারী আদালতসমূহ কর্তৃক বিশেষ বিশেষ মামলার প্রদত্ত শাস্তিমূলক যে রায় প্রদান করে সেগুলি উল্লেখ পূর্বক একটি দৈনিক/সাপ্তাহিক/পাক্ষিক/মাসিক/ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

৭। বিবিধ।

www.pathagar.com

আলোচনা ঃ

অধিবেশনের শুরুতে মাননীয় চেয়ারম্যান উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। আলোচ্যসূচী অনুযায়ী ত্রয়োদশ কাউন্সিলের ৬ষ্ঠ অধিবেশনের কার্যবিবরনী পঠন ও নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে তা পাঠ করে শুনানোর জন্য চেয়ারম্যান মহোদয় সচিবকে অনুরোধ জানান। সচিব কার্যবিবরণীটি পাঠ করে শুনান। ৬ষ্ঠ অধিবেশনের কার্যবিবরনীটি নিশ্চিতকরণের জন্য উপস্থিত সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।

আলোচ্যসূচী অনুযায়ী প্রেস কাউন্সিলের রেগুলেশন ১৯৮০ এর ধারা ৪ঃ১৩ঃ১ অনুযায়ী কাউন্সিলের নিয়মিত গাড়ীচালকের অনুপস্থিতিতে বিকল্প গাড়ীচালকের দৈনিক পারিশ্রমিক ৭৫/- টাকার স্থলে ২০০/- টাকা করার প্রস্তাব করা হয়। ১৯৮০ সালে স্থিরকৃত এই টাকা অপ্রতুল চিন্তা করে বর্তমান বাজারদর এবং একজন শ্রমিকের মজুরীর কথা বিবেচনা করে বিকল্প গাড়ীচালককে ৭৫/- টাকার স্থলে ২০০/- টাকায় উন্নীত করার জন্য উপস্থিত সকল সদস্য একমত পোষন করেন।

আলোচ্যসূচী অনুযায়ী মাননীয় চেয়ারম্যান ও বিজ্ঞ সদস্যবৃন্দের সমন্বয়ে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকার অফিসসমূহ পরিদর্শনের জন্য কমিটি গঠণের অনুরোধ জানানো হলে কাউন্সিলের বিজ্ঞ সদস্য আলহাজ্ব সালাহ্ উদ্দিন আহমেদ এম.পি. বলেন যে, মাননীয় চেয়ারম্যান সংবাদপত্র অফিস সমূহ পরিদর্শনের জন্য কাউন্সিলের সকল সদস্যকে অনুরোধ জানাবেন। কোন কমিটির প্রয়োজন নাই। কাউন্সিলের মাননীয় চেয়ারম্যান ও সদস্য মিলে নির্দিষ্ট তারিখে পত্রিকা অফিস পরিদর্শনে যাবেন। মাননীয় সদস্যের এই প্রস্তাবে সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।

আলোচ্যসূচী অনুযায়ী প্রেস কাউন্সিলের জন্য একটি সরকারী বাড়ি বরাদ্দের বিষয়ে আলোচনাকালে মাননীয় চেয়ারম্যান বলেন যে, কাউন্সিলের বিজ্ঞ সদস্য জনাব গিয়াস কামাল চৌধুরীর প্রস্তাব অনুযায়ী, আমি ৬নং পুরানা পল্টনের বাড়িটি দেখে এসেছি। বাড়িটি খুবই পুরাতন। বাড়িটি বরাদ্দ পাওয়া গেলে তা সংস্কার করে সুন্দর করা যাবে। এই বিষয়ে মাননীয় সদস্য জনাব গিয়াস কামাল চৌধুরীকে একটি সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট দিতে অনুরোধ করা হয়।

আলোচ্যসূচী অনুযায়ী আগামী আগষ্ট ২০০৫ মাসে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের কার্যক্রম সম্পর্কে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকা সমূহের সাংবাদিকদের নিয়ে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে একটি সাংবাদিক সম্মেলনের প্রস্তাব করা হয়। প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে আলোচনা কালে জনাব আজিজুল হক বান্না বলেন যে, সাংবাদিক সম্মেলনটি রিপোর্টার্স ইউনিটিতে না করে প্রেস ক্লাবে করলে ভাল হয়। এই প্রস্তাবে উপস্থিত সকল সদস্য একমত পোষন করেন।

আলোচ্যসূচী অনুযায়ী মাননীয় চেয়ারম্যান বলেন যে, বাংলাদেশের ফৌজদারী আদালতসমূহ কর্তৃক বিশেষ বিশেষ মামলায় প্রদত্ত শাস্তিমূলক যে রায় প্রদান করা হয়। সে রায়গুলো বুলেটিন আকারে প্রকাশ করা যায় কিনা এই বিষয়ে একটি প্রস্তাব করা হয়। এই প্রস্তাবের উপর আলোচনাকালে বিজ্ঞ সদস্য জনাব মইনুদ্দিন কাদেরী শওকত বলেন যে, প্রেস কাউন্সিলের প্রদত্ত মামলার রায় এবং মামলাসমূহের একটি কজ লিস্ট তৈরী করে মাসিক বুলেটিন আকারে ছাপানো যেতে

www.pathagar.com

পারে। বিজ্ঞ সদস্য জনাব সালাহ্ উদ্দিন আহমেদ এম.পি. বলেন যে, প্রেস কাউন্সিলের কার্যক্রম রেডিও টেলিভিশনে প্রচার করতে পারলে দেশের জনগন জানতে পারবে। বিজ্ঞ সদস্য জনাব আবুল আসাদ বলেন যে, এই বিষয়গুলো কাউন্সিলের Publication কমিটির পরবর্তী বৈঠকে উপস্থাপন করার অনুরোধ জানান।

বিবিধ বিষযে আলোচনাকালে বিজ্ঞ সদস্য জনাব মইনুদ্দিন কাদেরী শওকত বলেন যে, হাইকোর্ট-সুপ্রীমকোর্টের ন্যায় প্রেস কাউন্সিলে দায়েরকৃত মামলাসমূহ মাননীয় চেয়ারম্যানকে সম্বোধন করে দায়ের করতে হবে। যা বর্তমানে কাউন্সিলের সচিব বরাবরে করা হয়। প্রেস কাউন্সিলের অভিযোগ দায়ের করার নিয়মাবলী এবং প্রেস কাউন্সিল রেগুলেশনের সংশ্লিষ্ট ধারা সংশোধন করা প্রয়োজন।

মাননীয় চেয়ারম্যান বলেন যে, প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ১২ নং ধারা সংশোধন করা প্রয়োজন। আগামী সভায় বিষয়টি আলোচ্যসূচীতে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। তিনি আরো বলেন যে, প্রেস কাউন্সিল সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনার জন্য মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাতের একান্ত প্রয়োজন। মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাতের জন্য একটি চিঠি প্রেরণ করতে হবে বলে তিনি সচিবকে নির্দেশ দেন।

গৃহীত সিদ্ধান্তাবলী ঃ

১। ত্রয়োদশ কাউন্সিলের ৬ষ্ঠ অধিবেশনের কার্যবিবরনী নিশ্চিতকরণ করা হয়।

২। প্রেস কাউন্সিল রেগুলেশন, ১৯৮০ এর ধারা ৪ঃ১৩ঃ১ সংশোধন করে কাউন্সিলের নিয়মিত গাড়ীচালকের অনুপস্থিতিতে বিকল্প গাড়ীচালকের দৈনিক পারিশ্রমিক ৭৫/- টাকার স্থলে ২০০/- টাকা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৩। মাননীয় চেয়ারম্যান ও বিজ্ঞ সদস্যবৃন্দের সমন্বয়ে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকা সমূহ পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৪। ৬নং পুরানা পল্টন এর সরকারী বাড়িটি বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের অনুকূলে বরাদ্দ দেওয়ার প্রস্তাব করে সরকারের নিকট চিঠি লেখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৫। প্রেস কাউন্সিলের কার্যক্রম সম্পর্কে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকা সমূহের সাংবাদিকদের নিয়ে ঢাকা প্রেস ক্লাবে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

www.pathagar.com

৬। বাংলাদেশের ফৌজদারী আদালতসমূহ কর্তৃক মামলার রায় এবং প্রেস কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত মামলার রায় বুলেটিন আকারে প্রকাশের বিষয়টি কাউন্সিলের পরবর্তী প্রকাশনা কমিটিতে উপস্থাপনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৭। প্রেস কাউন্সিলে দায়েরকৃত মামলাসমূহ সচিব বরাবরে না করে হাইকোর্ট সুপ্রীম কোর্টের ন্যায় মাননীয় চেয়ারম্যান বরাবরে দায়ের করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৮। মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর সাথে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সৌজন্য সাক্ষাত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৯। প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ১২ নং ধারা পরিবর্তন সংক্রান্ত বিষয় আগামী কাউন্সিল অধিবেশনে আলোচ্যসূচীতে অন্তর্ভূক্তির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

অধিবেশন শেষে মাননীয় চেয়ারম্যান উপস্থিত সকল বিজ্ঞ সদস্যবৃন্দকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(বিচারপতি আবু সাঈদ আহাম্মদ)
চেয়ারম্যান।

www.pathagar.com

২১শে জুলাই ২০০৫ইং তারিখে অনুষ্ঠিত অধিবেশনের কার্যবিবরণী

২১শে জুলাই ২০০৫ইং (বৃহস্পতিবার) মোতাবেক ৬ শ্রাবণ ১৪১২ বাংলা, বেলা ১১ টায় বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের মাননীয় চেয়ারম্যান বিচারপতি জনাব আবু সাঈদ আহাম্মদ এর সভাপতিত্বে ত্রয়োদশ কাউন্সিলের ৮ম অধিবেশন কাউন্সিল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।

অধিবেশনে কাউন্সিলের নিম্নবর্ণিত সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেনঃ

১। আলহাজ্ব সালাহ্ উদ্দিন আহমেদ এম,পি
২। মেজর (অবঃ) মনজুর কাদের এম,পি
৩। জনাব গিয়াস কামাল চৌধুরী
৪। এডভোকেট মাহবুবে আলম
৫। জনাব আবুল আসাদ
৬। জনাব মইনুদ্দীন কাদেরী শওকত
৭। প্রফেসর কে, এম, মোহসীন
৮। জনাব মুনশী আব্দুল মান্নান
৯। জনাব আজিজুল হক বান্না

আলোচ্যসূচী ঃ

১। ত্রয়োদশ কাউন্সিলের ৭ম অধিবেশনের কার্যবিবরনী পঠন ও নিশ্চিতকরন।
২। প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ১২(১) ধারা সংশোধনী খসড়া অনুমোদন।
৩। প্রেস কাউন্সিল রেগুলেশন ১৯৮০ এর ধারা ৪ঃ১৪ ও ১৯ঃ৩ সংশোধন ও সংযোজনের খসড়া প্রস্তাব অনুমোদন।
৪। প্রেস কাউন্সিলে অভিযোগ দায়ের করার নিয়মাবলীর সংশোধনী অনুমোদন।
৫। কাউন্সিলের বিজ্ঞ সদস্য জনাব এ, এম,এম, বাহাউদ্দিনের পদত্যাগ পত্রের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
৬। জুডিশিয়াল কমিটির রায় অনুমোদন।
৭। বিবিধ ঃ-
   ১) বিভাগীয় শহরগুলিতে প্রেস কাউন্সিল কর্তক আয়োজিত সেমিনার সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
   ২) বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকদের সাথে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের মতবিনিময় সভা সম্পর্কে আলোচনা।
   ৩) বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল কর্তৃক ত্রৈমাসিক বুলেটিন/ ট্যাব্লয়ড্ প্রকাশ অনুমোদন।

www.pathagar.com

আলোচনা ঃ

অধিবেশনের শুরুতে মাননীয় চেয়ারম্যান উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। আলোচ্যসূচী অনুযায়ী মাননীয় চেয়ারম্যান ত্রয়োদশ কাউন্সিলের ৭ম অধিবেশনের কার্যবিবরনী পাঠ করে শুনানোর জন্য সচিবকে বলেন। সচিব ৭ম অধিবেশনের কার্যবিবরণীটি পাঠ করে শুনান। কার্যবিবরনীটি কোন সংশোধনী ছাড়া নিশ্চিতকরণের পক্ষে উপস্থিত সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।

আলোচ্যসূচী অনুযায়ী মাননীয় চেয়ারম্যান প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট, ১৯৭৪এর ১২(১) ধারা সংশোধনীর খসড়া প্রস্তাব উপস্থাপন করে বলেন যে, প্রেস কাউন্সিলকে কার্যকর এবং শক্তিশালী করতে হলে প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্টের এই ধারাটি সংশোধন করা একান্ত প্রয়োজন। বিদ্যমান আইনে কেবল সতর্ক, ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করার ক্ষমতার বিধান আছে তাতে আহত অথবা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি সন্তুষ্ট নন। যার কারণে জনগন ইদানিং পত্রিকার মামলাগুলো ফৌজদারী কোর্টেও দায়ের করছেন। কাউন্সিলে বর্তমানে মামলার সংখ্যা খুবই কম। এই অবস্থা থেকে উত্তরণ এবং প্রেস কাউন্সিলকে কার্যকরী করার জন্য আইনটির সংশোধন ও সংযোজন প্রয়োজন আছে। মাননীয় চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রস্তাবিত খসড়া আইনটি নিম্নরূপ ঃ-

প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ১২(১) ধারা সংশোধনী প্রস্তাবের খসড়া

মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট নিবেদন ১৯৭৪ সালে প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট (ACT No.XXV OF 1974) এর ১২(১) নং ধারা সংশোধন সম্বলিত প্রার্থনা।

বর্তমানে উক্ত আইনে ১২(১) ধারাটি নিম্নলিখিতভাবে সংশোধন করিলে সময় উপযোগী এবং বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল প্রকৃতপক্ষে কার্যকর ও শক্তিশালী হবে বলে আমার মনে হয়ঃ-

বিদ্যমান ১২(১) নং ধারাঃ "১২- সতর্ক, ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করার ক্ষমতা।-(১) কোন অভিযোগ প্রাপ্ত বা অন্য কোনভাবে পাইয়া, যেইক্ষেত্রে কাউন্সিলের বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, কোন সংবাদপত্র বা সংবাদ সংস্থা সাংবাদিকতার নীতিমালার মান বা জনসাধারণের রুচির বিরুদ্ধে অপরাধ করিয়াছে অথবা কোন সম্পাদক বা কর্মরত সাংবাদিক পেশাগত অসদাচরণ করিয়াছে বা সাংবাদিকতা নীতিমালার বিধি লঙ্ঘন করিয়াছে সেইক্ষেত্রে কাউন্সিল সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্র বা সংবাদ সংস্থা, সম্পাদক বা সাংবাদিকদের বক্তব্য পেশের সুযোগ দিয়া এই আইনের অধীনে প্রণীত প্রবিধি মোতাবেক তদন্ত করিতে পারিবে এবং ইহা যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, ইহার প্রয়োজন আছে, তাহা হইলে কাউন্সিল কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থা, সম্পাদক বা সাংবাদিককে ক্ষেত্রমতে সতর্ক, ভর্ৎসনা বা তিরস্কার করিতে পারিবে।"

www.pathagar.com

"Power to warn, admonish and censure : (1) Where, on receipt of a complaint made to it or otherwise, the Council has reason to believe that a newspaper of news agency has offended against the standard of journalistic ethics or public taste or that an editor or a working journalist has committed any professional misconduct or a breach of the code of journalistic ethics, the Council may, after giving the newspaper or news agency, the editor or journalist concerned an opportunity being heard, hold an inquiry in such manner as may be provided by regulations made under this Act, and if it is satisfied that it is necessary so to do, it may, for reasons to be recorded in writing, warn, admonish or censure the newspaper, the news agency, the editor of the journalist, as the case may be."

প্রস্তাবিত সংশোধনঃ- প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা ১২(১) এর পরে এবং উপযুক্ত মামলায়, কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া কাউন্সিল দোষী সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থা, সম্পাদক ও সাংবাদিককে ক্ষেত্র মতে অনুর্ধ ২০,০০০/-(বিশ হাজার) টাকা জরিমানা করিতে পারিবেন। অথবা দোষী ব্যক্তিকে ৭ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করিতে পারিবেন। কাউন্সিল কর্তৃক আদেশ বা ঘোষণার তারিখ হইতে ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে জরিমানার টাকা আদায় করিতে হইবে। অনাদায়ে "Public Demands Recovery Act, 1913" এর বিধান মতে আদায় করা যাইবে। আদায়কৃত টাকার অর্ধাংশ প্রেস কাউন্সিলের তহবিলে জমা করা হইবে, বাকী অর্ধাংশ ক্ষতিপূরণ হিসাবে ফরিয়াদীকে প্রদান করা হইবে। আরো উল্লেখ থাকে যে, কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত মামলার রায় বা আদেশ ব্যতীত অন্য কোন প্রকার প্রদত্ত আদেশ অমান্য করার বেলায় "Contempt of Courts Act" এর বিধান প্রযোজ্য হইবে।

English Version- After the present provision of Section 12(1) of the press council Act, 1974. "The following provision shall be added. If the Council deems fit, it can award fine to the extent of Taka 20,000/- (Twenty thousand) only against the News paper, news agencies, the Editor and the Reporter, if found guilty in trial, after recording reason for it, or the Council can award simple imprisonment for 7(seven) days against the person or persons, found guilty. Within 30(thirty) days of the judgement and order, the amount of fine shall have to be paid. In case of non-payment of fine within the stipulated period the same can be realised through a proceeding under Public Demands Recovery Act, 1913. On realisation of the amount of fine, half of it shall be credited to the fund of the Bangladesh Press Council and another half shall be paid to the complainant of the

www.pathagar.com

case, as compensation. Excepting the judgements and orders passed in the cases on trial, in case of violence or disobedience of any other order or orders of the press council, Contempt of Courts Act shall be applicable."

উপরোক্ত খসড়া প্রস্তাবের উপর উপস্থিত নিম্নবর্ণিত সদস্যগণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন এবং তাঁদের মতামত নিম্নরূপভাবে প্রদান করেন।

বিজ্ঞ সদস্য জনাব আবুল আসাদ এই খসড়া সংশোধনীর উপর আলোচনাকালে বলেন যে, প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ১২(১) ধারা সংশোধনের বিষয়ে বিগত দুই দশক ধরে আলোচনা চলছে। কাউন্সিলকে অর্থবহ ও কার্যকরী করে তুলতে হলে কাউন্সিলের শাস্তিমূলক কিছু বিধান থাকা প্রয়োজন। তিনি আরো বলেন যে, আমরা সাংবাদিকরা কেউ আইনের উর্ধে নই। সাংবাদিকরাও কাঠ গড়ায় দাঁড়াইতে হয়। আমি নিজেও বহু বার কাঠ গড়ায় দাঁড়িয়েছি। প্রস্তাবিত আইনের সাথে দুই-একদিন ডিক্লারেশন স্থগিত করার বিধান রাখা যায় কিনা, সে বিষয়ে ভাবা যেতে পারে। তিনি বলেন যে, প্রেস কাউন্সিল আইন কোন ক্রিমিনাল 'ল' এর মধ্যে পরে কিনা। যদি না পরে তাহলে এটি পরির্তনের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। তিনি আরো বলেন যে, বিদ্যমান আইনে শুধু তিরস্কার, ভৎর্সনা ও নিন্দা জ্ঞাপনই যথেষ্ঠ ছিল। কিন্তু সময়ের প্রেক্ষিতে আজ এই বিধান যথেষ্ঠ নয়।

বিজ্ঞ সদস্য আলহাজ্ব সালাহ্ উদ্দিন আহমেদ এম.পি. বলেন যে, প্রস্তাবিত সংশোধনীতে জরিমানার টাকা কমপক্ষে ৫,০০০/- টাকা হতে অনুর্ধ ২০,০০০/- টাকা পর্যন্ত রাখা যেতে পারে। তিনি আরো বলেন যে, সেই সাথে আমি বিজ্ঞ সদস্য জনাব আবুল আসাদের সাথে একমত পোষণ করে বলতে চাই, পত্রিকাসমূহ একই অপরাধ বার বার করলে অপরাধী পত্রিকাগুলোর ডিক্লারেশন ২/১ দিনের জন্য স্থগিত করার বিধান থাকলে ভাল হয়। কারণ সংশ্লিষ্ট পত্রিকা যদি ২/১ দিন বন্ধ থাকে তাহলে দেশের জনগন বিষয়টি জানতে পারবে। নতুন কোন পত্রিকার ডিক্লারেশন নিতে হলে সেক্ষেত্রে প্রেস কাউন্সিলের অনুমোদন নেয়ার বিধান করে আইন সংশোধনীর প্রস্তাব করা যেতে পারে।

বিজ্ঞ সদস্য জনাব এডভোকেট মাহবুবে আলম বলেন যে, প্রেস আউন্সিলের আইন পরিবর্তন ও সংশোধন করা হলে এটা হবে একটি গন বিরোধী আইন। এরূপ গন বিরোধী আইন আমরা করতে পারিনা। যারা সংবাদ পত্রের সম্পাদক তাদের জন্য সতর্ক, ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করার ক্ষমতাই যথেষ্ঠ বিধায় তিনি প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট সংশোধন করার পক্ষে একমত নন। বিদ্যমান আইনটি যথেষ্ঠ বলে তিনি মনে করেন।

বিজ্ঞ সদস্য জনাব গিয়াস কামাল চৌধুরী বলেন যে, এই উদার গণতান্ত্রিক দেশে আমরা কি গনতন্ত্রকে সুসংগত করতে পেরেছি। তথাকথিত কিছু সাংবাদিক সংবাদপত্রে হলুদ সাংবাদিকতা করে সংবাদপত্র পেশার বদনাম করছে এবং সংবাদপত্রকে অপব্যবহার করছে। প্রেস কাউন্সিলকে কার্যকর ও

www.pathagar.com

অর্থবহ করতে হলে, কাউন্সিলের বিদ্যমান আইন সংশোধন করে তা অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট প্রেরণ করা যেতে পারে। আইনটি সংশোধন হলেই কেবল কাউন্সিল কার্যকর এবং অর্থবহ হবে।

বিজ্ঞ সদস্য প্রফেসর কে এম. মোহসীন বলেন যে, প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর সংশোধন প্রয়োজন আছে। কাউন্সিলকে অর্থবহ ও কার্যকর করতে হলে প্রস্তাবিত খসড়া হতে কারাদন্ডের বিধান বাদ দিয়ে জরিমানার বিধান রাখা যেতে পারে। সরকার সব কিছু করে দিবে না। কাউন্সিলকে কিছু কিছু কাজ করতে হবে। সরকার যে উদ্দেশ্যে কাউন্সিল গঠন করেছে সে উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন না হলে কাউন্সিল অকার্যকর হয়ে পরবে।

বিজ্ঞ সদস্য মেজর(অবঃ) মনজুর কাদের এম.পি. বলেন যে, পত্র পত্রিকায় কারো বিরুদ্ধে যদি মিথ্যা রিপোর্ট লিখে, যার বিরুদ্ধে লিখল তার যে ক্ষতি হয় সে ক্ষতি আর পোষানো যায় না। বড়জোর ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি একটি 'ড্যামেজ স্যুট' করতে পারেন। 'ড্যামেজ স্যুটের' মিমাংসা হতে ১০/১২ বছর সময় লেগে যায়। এই জন্য 'টট্ আইন' প্রচলনের সুপারিশ করা যেতে পারে। 'টট্ আইনের' ক্ষেত্রে প্রেস কাউন্সিলে মামলার রায় সাক্ষী হিসাবে থাকতে পারে। উন্নত বিশ্বে এই আইনটি চালু আছে। সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে পত্রিকায় লিখলে তাদের কিছু যায় আসে না। কিন্তু একজন ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ ও গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে লিখলে তার যে ক্ষতি হয় সে ক্ষতি আর কোন অবস্থায় পোষানো যায় না। প্রেস কাউন্সিল আইনের এই সংশোধনীতে এই বিষয়টিও উল্লেখ থাকতে পারে।

বিজ্ঞ সদস্য জনাব মুনসী আব্দুল মান্নান বলেন যে, প্রেস কাউন্সিলের ক্ষমতা বাড়ানো না হলে কাউন্সিল তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারছে না। তাই এ্যাক্টের এই বিদ্যমান আইনটি পরিবর্তন করে কাউন্সিলকে কার্যকর ও অর্থবহ করতে হবে। ডিক্লারেশন বন্ধ করার ব্যাপারে প্রেস কাউন্সিলকে ক্ষমতা দিয়ে লাভ হবে না। বর্তমানে ডিক্লারেশন দিচ্ছে ডি.সি. অফিস।

মাননীয় চেয়ারম্যান বিচারপতি আবু সাঈদ আহাম্মদ বলেন যে, প্রেস কাউন্সিল এর বর্তমান আইনে যেহেতু বিচার করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, সেহেতু এই বিচার প্রক্রিয়াকে আরও কার্যকর ও বাস্তব সম্মত এবং সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য করার লক্ষ্যে প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ১২(১) ধারা সংশোধনীর প্রস্তাব সরকারের নিকট প্রেরণ করা অতীব প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। এ বিষয়ে বিজ্ঞ সদস্য এডভোকেট মাহবুবে আলম ছাড়া বাঁকী সকল সদস্য একমত পোষন করেন। বিজ্ঞ সদস্যদের মতামত ও সুপারিশ অনুযায়ী প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ১২(১) ধারা নিম্নরূপভাবে সংশোধন করে সরকারের নিকট প্রেরণের জন্য সুপারিশ করা হয়।

প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ১২(১) ধারা সংশোধনী প্রস্তাবের খসড়া

মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট নিবেদন ১৯৭৪ সালে প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট (ACT No.XXV OF 1974) এর ১২(১) নং ধারা সংশোধন সম্বলিত প্রার্থনা।

www.pathagar.com

বর্তমানে উক্ত আইনে ১২(১) ধারাটি নিম্নলিখিতভাবে সংশোধন করিলে সময় উপযোগী এবং বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল প্রকৃতপক্ষে কার্যকর ও শক্তিশালী হবে বলে আমার মনে হয় ঃ

বিদ্যমান ১২(১) নং ধারাঃ "১২- সতর্ক, ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করার ক্ষমতা।-(১) কোন অভিযোগ প্রাপ্ত বা অন্য কোনভাবে পাইয়া, যেইক্ষেত্রে কাউন্সিলের বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, কোন সংবাদপত্র বা সংবাদ সংস্থা সাংবাদিকতার নীতিমালার মান বা জনসাধারণের রুচির বিরূদ্ধে অপরাধ করিয়াছে অথবা কোন সম্পাদক বা কর্মরত সাংবাদিক পেশাগত অসদাচরণ করিয়াছে বা সাংবাদিকতা নীতিমালার বিধি লঙ্ঘন করিয়াছে সেইক্ষেত্রে কাউন্সিল সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্র বা সংবাদ সংস্থা, সম্পাদক বা সাংবাদিকদের বক্তব্য পেশের সুযোগ দিয়া এই আইনের অধীনে প্রণীত প্রবিধি মোতাবেক তদন্ত করিতে পারিবে এবং ইহা যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, ইহার প্রয়োজন আছে, তাহা হইলে কাউন্সিল কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থা, সম্পাদক বা সাংবাদিককে ক্ষেত্রমতে সতর্ক, ভর্ৎসনা বা তিরস্কার করিতে পারিবে।"

"Power to warn, admonish and censure : (1) Where, on receipt of a complaint made to it or otherwise, the Council has reason to believe that a newspaper of news agency has offended against the standard of journalistic ethics or public taste or that an editor or a working journalist has committed any professional misconduct or a breach of the code of journalistic ethics, the Council may, after giving the newspaper or news agency, the editor or journalist concerned an opportunity being heard, hold an inquiry in such manner as may be provided by regulations made under this Act, and if it is satisfied that it is necessary so to do, it may, for reasons to be recorded in writing, warn, admonish or censure the newspaper, the news agency, the editor of the journalist, as the case may be."

প্রস্তাবিত সংশোধনঃ-প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা ১২(১) এর পরে "এবং উপযুক্ত মামলায়, কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া কাউন্সিল দোষী সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থা, সম্পাদক ও সাংবাদিককে ক্ষেত্র মতে কমপক্ষে ৫,০০০/-(পাঁচ হাজার) টাকা হইতে অনুর্ধ ২০,০০০/-(বিশ হাজার) টাকা জরিমানা করিতে পারিবেন। পত্রিকাসমূহ একই অপরাধ ৩ বার করিলে অপরাধী পত্রিকার ডিক্লারেশন একদিনের জন্য স্থগিত করিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রেস কাউন্সিল সুপারিশ করিতে পারিবেন। কাউন্সিল কর্তৃক আদেশ বা ঘোষণার তারিখ হইতে ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে জরিমানার টাকা আদায় করিতে হইবে। অনাদায়ে "Public Demands Recovery Act, 1913" এর বিধান মতে আদায় করা যাইবে। আদায়কৃত টাকার অর্ধাংশ প্রেস কাউন্সিলের তহবিলে জমা করা হইবে, বাকী অর্ধাংশ ক্ষতিপূরণ হিসাবে ফরিয়াদীকে প্রদান করা হইবে। আরো উল্লেখ থাকে যে, কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত মামলার রায় বা আদেশ ব্যতীত অন্য কোন প্রকার প্রদত্ত আদেশ অমান্য করার বেলায় "Contempt of Courts Act" এর বিধান প্রযোজ্য হইবে।"

www.pathagar.com

English Version- After the present provision of Section 12(1) of the press council Act, 1974. The following provision shall be added. "If the Council deems fit, it can award fine to the extent of Taka 20,000/- (Twenty thousand) with a minimum of Taka 5,000/-(five thousand) only against the News paper, news agencies, the Editor and the Reporter and if the same offence is repeated at least three times, the Press Council can recommend to the proper authority, cancellation of the declaration of the concern news paper at least for one day. Within 30(thirty) days of the judgement and order, the amount of fine if any shall have to be paid. In case of non-payment of fine within the stipulated period the same can be realised through a proceeding under Public Demands Recovery Act, 1913. On realisation of the amount of fine, half of it shall be credited to the fund of the Bangladesh Press Council and another half shall be paid to the complainant of the case, as compensation. Excepting the judgements and orders passed in the cases on trial, in case of violence or disobedience of any other order or orders of the press council, Contempt of Courts Act shall be applicable."

আলোচ্যসূচী অনুযায়ী প্রেস কাউন্সিল রেগুলেশন ১৯৮০ এর ধারা ৪ঃ১৪ ও ১৯ঃ৩ সংশোধন ও সংযোজনের খসড়া প্রস্তাব অনুমোদনের পক্ষে উপস্থিত সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।

প্রেস কাউন্সিলে অভিযোগ দায়ের করার নিয়মাবলী অনুমোদনের পক্ষে উপস্থিত সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।

আলোচ্যসূচী অনুযায়ী মামলা নং- ৭/২০০৪ কর্নেল মোঃ মজিবুর রহমান পি এস সি(অবঃ),বি-১১০, লেইন-৮, নিউ ডি ও এইচ এস, মহাখালী, ঢাকা-১২০৬ বনাম জনাব মোঃ আবদুস সামাদ, সম্পাদক, সাপ্তাহিক সকলের কণ্ঠ, আফাজ ভবন (৩য় তলা), শিববাড়ী, গাজীপুর পাঠ করে শুনানো হলে কোন সংশোধনী ছাড়াই অনুমোদনের পক্ষে উপস্থিত সকল সদস্য একমত পোষন করেন।

আলোচ্যসূচী অনুযায়ী বিজ্ঞ সদস্য জনাব এ. এম.এম. বাহাউদ্দিনের পদত্যাগ পত্রের বিষয় ২ জন মাননীয় সদস্য আলহাজ্জ্ব সালাহ উদ্দিন আহমেদ এম.পি. এবং জনাব গিয়াস কামাল চৌধূরীকে জনাব এ.এম.এম. বাহাউদ্দিনের সাথে ব্যক্তিগতভাবে আলাপ আলোচনা করবেন বলে মত প্রকাশ করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে অদ্য এজেন্ডাটি পরবর্তী কাউন্সিল অধিবেশনে আলোচনার জন্য স্থগিত রাখা হয়।

www.pathagar.com

গৃহীত সিদ্ধান্তাবলী ঃ

১। ত্রয়োদশ কাউন্সিলের ৭ম অধিবেশনের কার্যবিবরনী নিশ্চিতকরন করা হয়।

২। প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ১২(১) ধারা সংশোধনীর উপর আলোচনা এবং পর্যালোচনার পর বিজ্ঞ সদস্য এডভোকেট মাহবুবে আলম ছাড়া উপস্থিত বাঁকী সকল সদস্য প্রস্তাবিত খসড়া সংশোধনীটি অনুমোদন এবং তা সরকারের নিকট প্রেরণের জন্য সুপারিশ করেন।

৩। প্রেস কাউন্সিল রেগুলেশন ১৯৮০ এর ধারা ৪ঃ১৪ ও ১৯ঃ৩ সংশোধন ও সংযোজনের খসড়া প্রস্তাব অনুমোদন করেন।

৪। প্রেস কাউন্সিলে অভিযোগ দায়ের করার নিয়মাবলীর সংশোধনী খসড়া অনুমোদন করেন।

৫। জুডিশিয়াল কমিটির রায় অনুমোদন করেন।

৬। কাউন্সিলের বিজ্ঞ সদস্য জনাব এম.এম. বাহাউদ্দিনের পদত্যাগ পত্রের বিষয়টি পরবর্তী কাউন্সিল অধিবেশনে উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৭। বিভাগীয় শহরগুলিতে প্রেস কাউন্সিল কর্তক আয়োজিত সেমিনার অনুষ্ঠান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৮। বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকদের সাথে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৯। বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল কর্তৃক ত্রৈমাসিক বুলেটিন/ ট্যাব্‌লয়ড্ প্রকাশ বিষয়ে পরবর্তী প্রকাশনা কমিটিতে উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

অধিবেশন শেষে মাননীয় চেয়ারম্যান উপস্থিত সকল বিজ্ঞ সদস্যবৃন্দকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(বিচারপতি আবু সাঈদ আহাম্মদ)
চেয়ারম্যান।

www.pathagar.com

১২ই সেপ্টেম্বর ২০০৫ইং তারিখে অনুষ্ঠিত অধিবেশনের কার্যবিবরণী

১২ই সেপ্টেম্বর ২০০৫ইং (মঙ্গলবার) মোতাবেক ২৮শে ভাদ্র ১৪১২ বাংলা, বেলা ১১ টায় বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের মাননীয় চেয়ারম্যান বিচারপতি জনাব আবু সাঈদ আহাম্মদ এর সভাপতিত্বে ত্রয়োদশ কাউন্সিলের ৯ম অধিবেশন কাউন্সিল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।

অধিবেশনে কাউন্সিলের নিম্নবর্ণিত সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেনঃ

১। মেজর (অবঃ) মনজুর কাদের এম,পি.
২। জনাব গিয়াস কামাল চৌধুরী
৩। জনাব আবুল আসাদ
৪। প্রফেসর কে, এম, মোহসীন
৫। ডঃ আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ
৬। জনাব মইনুদ্দীন কাদেরী শওকত
৭। জনাব মুনশী আব্দুল মান্নান
৮। জনাব আজিজুল হক বান্না

আলোচ্যসূচী ঃ

১। ত্রয়োদশ কাউন্সিলের ৮ম অধিবেশনের কার্যবিবরনী পঠন ও নিশ্চিতকরন।
২। প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ১২(১) ও ১২(২) ধারা সংশোধনীর উপর আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
৩। জুডিশিয়াল কমিটির রায় অনুমোদন।
৪। বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল কর্তৃক প্রকাশিতব্য বুলেটিন সম্পর্কে আলোচনা।
৫। কাউন্সিলের সদস্য জনাব এ, এম, এম, বাহাউদ্দিনের পদত্যাগ পত্রের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
৬। বিবিধ ঃ- কাউন্সিলের জন্য ১টি এয়ারকুলার মেশিন ক্রয় প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

আলোচনা ঃ

অধিবেশনের শুরুতে মাননীয় চেয়ারম্যান উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। আলোচ্যসূচী অনুযায়ী মাননীয় চেয়ারম্যান ত্রয়োদশ কাউন্সিলের ৮ম অধিবেশনের কার্যবিবরনী পাঠ করে শুনানোর জন্য সচিবকে বলেন। সচিব ৮ম অধিবেশনের কার্যবিবরনীটি পাঠ করে শুনান। কার্যবিবরনীটিতে কিছু সংশোধনীসহ নিশ্চিতকরণের পক্ষে উপস্থিত সকল সদস্য একমত পোষন করেন।

আলোচ্য সূচী অনুযায়ী মাননীয় চেয়ারম্যান প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ১২(১) ও ১২(২) ধারার সংশোধনীর উপর আলোচনা করেন। আলোচনাকালে মাননীয় চেয়ারম্যান বলেন যে, প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ১২(১) ধারা সংশোধনের খসড়া বিগত ২৫/০৭/২০০৫ইং তারিখে তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরন করা হয়।

www.pathagar.com

তথ্য মন্ত্রণালয় হতে বিগত ৩১/৮/০৫ ইং তারিখে এক পত্রের মারফত জানানো হয়েছে যে, প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ১২(১) এবং ১২(২) ধারার উপর পূর্বে মন্ত্রণালয় হতে মতামত চাওয়া হয়েছিল কিন্তু বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল হতে শুধুমাত্র ১২(১) এর উপর মতামত প্রেরণ করা হয়েছে, পুণরায় প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ১২(২) ধারা সংশোধনী প্রস্তাবের খসড়া মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্য প্রস্তাবটি ফেরত দিয়ে অনুরোধ করেন। মাননীয় চেয়ারম্যান উপস্থিত সদস্যগণকে উদ্দেশ্য করে বলেন যে "এই বিষয়টিতে আপনাদের মতামত এবং ১২(২) এর উপর সুনির্দিষ্ট সংশোধনী পেলে তা তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।" মাননীয় চেয়ারম্যান প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ১২(২) নং বিদ্যমান ধারাটি পড়ে শুনালে এই বিষয়ে সংশোধনের জন্য নিম্ন বর্ণিত সদস্যগণ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।

প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর সংশোধনের উপর আলোচনাকালে বিজ্ঞ সদস্য জনাব মইনুদ্দিন কাদেরী শওকত বলেন যে, প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ১২(২) ধারার সাথে Contempt of Court Act সংযোজন করা যেতে পারে। Contempt of Court Act এর আওতায় আসলে তখন সংশ্লিষ্ট পত্রিকায় রায় ছাপাতে বাধ্য হবে।

বিজ্ঞ সদস্য জনাব মেজর (অবঃ) মনজুর কাদের এম.পি. বলেন যে, প্রেস কাউন্সিলের মামলার রায় যদি সংশ্লিষ্ট পত্রিকায় ছাপানো না হয় তাহলে উক্ত পত্রিকার "ডিক্লারেশন" স্থগিত করার জন্য যথাপোযুক্ত কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে। কেবল রায় ছাপানোর পরই পত্রিকার "ডিক্লারেশন" পুনরায় চালু করা যেতে পারে। এছাড়া প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট সংশোধনের জন্য একটি সাব্-কমিটি গঠন করা যেতে পারে। সাব কমিটির রিপোর্ট পরবর্তী কাউন্সিল অধিবেশনে উপস্থাপন করে পাশ করানো যেতে পারে।

বিজ্ঞ সদস্য জনাব আবুল আসাদ বলেন যে, সংশ্লিষ্ট পত্রিকাকে ডাবল ক্রাইম করার কারণে ৭ দিনের জন্য ডিক্লারেশন স্থগিত করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে। ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াকে প্রেস কাউন্সিলের আওতায় আনার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট পরিবর্তন করে বিষয়টি সংযোজন করা যেতে পারে। রেডিও, টিভি এবং ক্যাবল নেটওয়ার্কগুলো প্রেস কাউন্সিলের আওতায় আনতে হবে। প্রয়োজনবোধে প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ১২(৩) নং ধারা নতুন সংযোজন এর উদ্যোগ নিতে হবে।

বিজ্ঞ সদস্য জনাব মুনশী আব্দুল মান্নান বলেন যে, প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর শুরুতে সংবাদপত্র এবং সংবাদ সংস্থার কথা বলা আছে, সেখানে ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়া এবং ক্যাবল নেটওয়ার্ক সংযুক্ত করতে হলে প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট এর শুরুতে যেতে হবে সেখানে লাইন বাই লাইন পরিবর্তন করে সংশোধন করতে হবে। এতে সকল সদস্য একমত পোষন করেন।

বিজ্ঞ সদস্য প্রফেসর কে.এম. মোহসীন বলেন যে, প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট ১৯৭৪ এর ১২(২) নং ধারা যদি কেউ অমান্য করে তা হলে প্রেস কাউন্সিল সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়ে পত্রিকার ডিক্লারেশন স্থগিত করার ব্যবস্থা করতে পারে।

অধিবেশনে উপস্থিত সকল সদস্য মাননীয় চেয়ারম্যানকে প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ১২(২) নং ধারা সংশোধনের খসড়া তৈরী করে তা পরবর্তী সভায় উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন।

www.pathagar.com

আলোচ্যসূচী অনুযায়ী- মামলা নং-১০/২০০৪, জনাব মোঃ কফিল উদ্দিন চৌধুরী, গ্রাম- ফাজিলপুর, ডাকঘর-রানাপিং, থানা- গোলাপগঞ্জ, জেলা- সিলেট। বনাম ১। রাবেয়া খাতুন চৌধুরী, সম্পাদক, ২। জনাব আবদুল আহাদ, গোলাপগঞ্জ সংবাদদাতা, ৩। জনাব ইকবাল ছিদ্দিকী, নির্বাহী সম্পাদক, ৪। জনাব এনামুল হক জুবায়ের, বার্তা সম্পাদক, দৈনিক সিলেটের ডাক, মধুবন সুপার মার্কেট(৪র্থতলা), বন্দর বাজার, সিলেট পাঠ করে শুনানো হলে কোন সংশোধন ছাড়াই অনুমোদনের পক্ষে উপস্থিত সকল সদস্য একমত পোষন করেন।

আলোচ্যসূচী অনুযায়ী মামলা নং- ৮/২০০৪, জনাব আবু আশ্রাফ মাহমুদুন্নবী (জাহিদ), সেক্রেটারী/মোতয়াল্লী, দেওয়ান রিয়াজউদ্দীন আহমেদ, ওয়াকফ্ এস্টেট, দারোগাবাড়ী, কুমিল্লা। বনাম ১। জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, প্রধান সম্পাদক, ২। ফারহানা শারমিন, সম্পাদক ও প্রকাশক, সাপ্তাহিক বাংলার আলোড়ন, আরামবাগকুটি, গর্জনখোলা, কুমিল্লা পাঠ করে শুনানো হলে কোন সংশোধনী ছাড়াই অনুমোদনের পক্ষে উপস্থিত সকল সদস্য একমত পোষন করেন।

আলোচ্যসূচী অনুযায়ী বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল কর্তৃক প্রকাশিতব্য বুলেটিন সম্পর্কে আলোচনায় অংশ নিয়ে বিজ্ঞ সদস্য জনাব আবুল আসাদ বলেন যে, এত চিন্তাভাবনা না করে প্রথমে কাজটা শুরু করা যেতে পারে। আগামী মাসে বুলেটিন বের করলে ভাল হয়। তিনি বলেন বুলেটিনটির নাম হবে "প্রেস কাউন্সিল বুলেটিন" এটি 'ডাবল ডিমাই' কাগজে ৮ পাতার ১৬ পৃষ্ঠা হতে পারে।

বুলেটিনের নিম্নরূপ Material থাকতে পারে ঃ

প্রথম পাতায়	ঃ	মাননীয় চেয়ারম্যান এর বানী।
দ্বিতীয় পাতায়	ঃ	প্রেস কাউন্সিলের লক্ষ ও উদ্দেশ্য।
তৃতীয় পাতায়	ঃ	বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল সংবাদ এবং কাউন্সিলের কার্যাদি ।
চতুর্থ পাতায়	ঃ	বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল এর ইতিহাস।
পঞ্চম পাতায়	ঃ	বাংলাদেশের সংবাদপত্রের জন গ্রাহ্যতা, একজন সম্পাদক এবং একজন পাঠকের সাক্ষাৎকার।
ষষ্ঠ পাতায়	ঃ	প্রেস কাউন্সিলের রায়ের সার সংক্ষেপ।
সপ্তম পাতায়	ঃ	প্রেস কাউন্সিল কর্তক প্রথম ট্রেনিং প্রোগ্রাম এর বিবরণ।
অষ্টম পাতায়	ঃ	বিজ্ঞাপন যদি পাওয়া যায় অথবা প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্টের ফটো।

বুলেটিনটি কমপক্ষে ১০০০ (এক হাজার) কপি ছাপানো বিষয়ে সদস্যগন একমত পোষন করেন। উপস্থিত সদস্যগন প্রকাশনা কমিটিতে মেজর (অবঃ) মনজুর কাদের এম,পি এবং জনাব গিয়াস কামাল চৌধুরীকে কো-অপ্ট করার প্রস্তাব করেন। বিষয়টি আগামী প্রকাশনা কমিটিতে উপস্থাপন করে ছাপানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

আলোচ্যসূচী অনুযায়ী বিজ্ঞ সদস্য জনাব এ, এম, এম, বাহাউদ্দিনের পদত্যাগ পত্রের বিষয় আলাপকালে জনাব গিয়াস কামাল চৌধুরী বলেন যে, আমি ব্যক্তিগতভাবে জনাব বাহাউদ্দিনের সাথে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি তিনি প্রেস কাউন্সিলের সভায় যোগদানের ব্যাপারে হ্যাঁও বলেন নাই নাও বলেন নাই। এতে বুঝা যায় তার সম্মতি রয়েছে।

www.pathagar.com

বিজ্ঞ সদস্য জনাব আজিজুল হক বান্না বলেন যে, মাননীয় চেয়ারম্যানের চিঠি দেওয়ার পর তার রাগ থাকার কথা না। তবুও বিষয়টিতে পুনরায় জনাব গিয়াস কামাল চৌধুরীকে দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে। এতে উপস্থিত সকল সদস্য একমত পোষন করেন।

আলোচ্যসূচী অনুযায়ী মাননীয় চেয়ারম্যান বলেন যে, প্রেস কাউন্সিলের জন্য দুইটি এয়ারকুলার মেশিন ক্রয় করা প্রয়োজন। বিষয়টির উপর আলোচনাকালে উপস্থিত সদস্যগন বলেন যে, মাননীয় চেয়ারম্যান নিজেই ক্রয় করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে পারেন। এতে আমাদের সম্মতি রয়েছে।

গৃহীত সিদ্ধান্তাবলী ঃ

১। ত্রয়োদশ কাউন্সিলের ৮ম অধিবেশনের কার্যবিবরনী নিশ্চিতকরন করা হয়।

২। প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ১২(২) নং ধারার সংশোধনীর বিষয়ে খসড়া প্রনয়নের জন্য মাননীয় চেয়ারম্যানের উপর দায়িত্ব দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৩। প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ১২(২) নং ধারা খসড়া সংশোধনী আগামী কাউন্সিল অধিবেশনে উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৪। জুডিশিয়াল কমিটির রায় অনুমোদন করা হয়।

৫। বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল কর্তৃক বুলেটিন প্রকাশের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৬। কাউন্সিলের বিজ্ঞ সদস্য **জনাব এ, এম,এম, বাহাউদ্দিনের** পদত্যাগ পত্রের বিষয়ে জনাব গিয়াস কামাল চৌধুরীকে দায়িত্ব দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

অধিবেশন শেষে মাননীয় চেয়ারম্যান উপস্থিত সকল বিজ্ঞ সদস্যবৃন্দকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-

(বিচারপতি আবু সাঈদ আহাম্মদ)

চেয়ারম্যান।

www.pathagar.com

আজিজুল হক বান্নার আলোচনা ও সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টির উপর প্রেস কাউন্সিলের সকল মাননীয় সদস্যদের মতামত ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

আলোচনাকালে কাউন্সিলের বিজ্ঞ সদস্য জনাব মইনুদ্দীন কাদেরী শওকত একটি লিখিত বক্তব্য পাঠ করে শুনান বক্তব্যটি নিম্নরূপ ঃ

"বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল জাতীয় সংসদে গৃহীত ও অনুমোদিত আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত স্বাধীন বিচারিক প্রতিষ্ঠান। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সংরক্ষণ ও এই স্বাধীনতার অপব্যববহার রোধে প্রেস কাউন্সিল ন্যায়পালের ভূমিকাও পালন করে আসছে। আইন অনুযায়ী প্রেস কাউন্সিল কোন মন্ত্রণালয়ের কাছে দায়বদ্ধ না হলেও আর্থিকভাবে তথ্য মন্ত্রণালয়ের কাছে শৃঙ্খলিত। সাংবাদিকতা পেশায় সংশ্লিষ্টদের সেবার মনোভাবকে একটি নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করাই প্রেস কাউন্সিলের অন্যতম লক্ষ্য। তা না হলে সাংবাদিকতা অন্য কোন নিকৃষ্ট লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হবে। ৩১ বছর আগে প্রণীত প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট সময়োপযোগী সংশোধন, সংযোজন ও পরিবর্তনের জন্য সাংবাদিক-সম্পাদক-সাংসদ সহ দেশের সকল শান্তি প্রিয় নাগরিক দাবী করছেন। সারা পৃথিবীতে ৭৭টি দেশে প্রেস কাউন্সিল কাজ করছে এবং ঐ সব প্রেস কাউন্সিলের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল ওয়ার্ল্ড এসোসিয়েশন অব প্রেস কাউন্সিলস্ (WAPC)। গত বছর অর্থাৎ ২০০৪ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে/রমজান মাসে তানজানিয়ার রাজধানী দারুস্ সালামে অনুষ্ঠিত WAPC এর নবম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের সম্মানিত সদস্য জনাব গিয়াস কামাল চৌধুরী ও আমি যোগ দিয়েছিলাম। ঐ সম্মেলনের একটি অধিবেশনে সভাপতি হিসেবে জনাব গিয়াস কামাল চৌধুরীর ভূমিকা এবং ১১ সদস্য বিশিষ্ট WAPC নির্বাহী পরিষদে আমি নির্বাচিত হবার কারণে আল্লাহ্‌র রহমতে দেশের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে আমি বিশ্বাস করি। আমাদের দেশ সম্পর্কে বিদেশের বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে যে মিথ্যা প্রচারণা হয় তা প্রতিকারে WAPC নির্বাহী পরিষদের মাধ্যমে আমরা ভূমিকা রাখতে পারি। যদি রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব প্রাপ্তদের পক্ষ থেকে যথাযথ সমর্থন পাই। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের প্রেস কাউন্সিলের মত বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলকে শক্তিশালী এবং WAPC এর সংবিধানের সাথে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল আইনের বিভিন্ন বিষয়ে সমরূপকরণ অপরিহার্য। দেশের জনগনের আকাঙ্খার সাথে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট সময়োপযোগী করতে বহুবার উদ্যোগ নেয়া হলেও তা বাধাগ্রস্থ হচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পীকার, মন্ত্রী পরিষদের অনেক সদস্যসহ দলমত নির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষ প্রেস কাউন্সিলকে আরো শক্তিশালী করার জন্য তাগিদ দিয়ে আসছেন। এমতাবস্থায় আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমদ " প্রেস কাউন্সিলকে ক্ষমতা দিলে অপব্যবহারের সম্ভাবনা রয়েছে" ও " প্রেস কাউন্সিল আইন বাস্তবায়ন এক জটিল অধ্যায়" প্রভৃতি বিভ্রান্তিকর মন্তব্য করে প্রেস কাউন্সিলের মর্যাদা, দায়িত্ব পালন ও আইন অনুযায়ী অর্পিত ক্ষমতাকে প্রশ্নবিদ্য করেছেন যা খুবই দুঃখজনক, অবমাননাকর। প্রেস কাউন্সিল সম্পর্কে কোন মন্তব্য করার আগে আইন মন্ত্রীকে সংশ্লিষ্ট আইনে অবশ্যই সচেতন হওয়া উচিৎ।

তথ্য অধিকার আইন বা Right to Information Act একটি আন্তর্জাতিক আইন। পৃথিবীর বহু দেশে এই আইন চালু রয়েছে। জাতি সংঘের সার্বজনীন মানবাধিকার সনদের অনুচ্ছেদঃ ১৯ এ তথ্য অন্বেষণ, গ্রহণ এবং প্রদান করার অধিকার স্বীকৃত। বাংলাদেশ 'ল' কমিশন ২০০৩ সালে এই আইন প্রণয়ন করলেও

www.pathagar.com

সংসদে অনুমোদন না হওয়ায় এর কার্যকারিতা শুরু হয়নি। এই আইন না থাকার কারনে বাংলাদেশে সাংবাদিকরা সঠিক তথ্য সংগ্রহে প্রতিস্তরে বাধাগ্রস্থ হচ্ছেন। ফলে বিভ্রান্তিকর সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী সংবাদ পরিবেশনের কারণে দেশ ও জনগন ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।"

পরিশেষে তিনি আরো বলেন যে, আদালত অবমাননা করলে পেনাল কোডের ১৯৩ ও ২২৮নং ধারায় সংশ্লিষ্ট পত্রিকার বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা হতে পারে।

বিজ্ঞ সদস্য জনাব আজিজুল হক বান্না বলেন যে, প্রেস কাউন্সিল আইনের অপব্যবহার করা হবে মাননীয় আইন মন্ত্রীর এ ধরনের বক্তব্য দেওয়া ঠিক হয়নি। এ ধরনের বক্তব্য দিয়ে তিনি কাউন্সিলের সদস্যদের অবমাননা করেছেন। তিনি আরো বলেন প্রেস কাউন্সিল কোন ক্ষমতা চায় নাই। প্রেস কাউন্সিল চেয়েছে কাউন্সিলকে কার্যকর করা এবং এ বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে।

বিজ্ঞ সদস্য জনাব গিয়াস কামাল চৌধুরী বলেন যে, মাননীয় আইন মন্ত্রীর এ ধরনের বক্তব্যে আমি ব্যক্তিগতভাবে ক্ষোভ প্রকাশ করি। এ ধরনের বক্তব্য প্রত্যাহার করার জন্য আমি মাননীয় আইন মন্ত্রীকে অনুরোধ জানাই।

প্রফেসর আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ বলেন যে, প্রেস কাউন্সিল সব সময় নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা করছে। মাননীয় আইন মন্ত্রীর বক্তব্য সঠিক নয়।

বিজ্ঞ সদস্য জনাব মুনশী আব্দুল মান্নান বলেন যে, মাননীয় আইন মন্ত্রীর বক্তব্য সমর্থন করা যায় না। প্রেস কাউন্সিল সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ এবং সাংবাদিকতা পেশার মান উন্নয়নের জন্য সব সময় সচেষ্ট রয়েছে। প্রেস কাউন্সিলের ক্ষমতা বাড়ালে তা অপব্যবহারের কোন আশংকা নাই। তিনি আরো বলেন ক্ষমতা প্রাপ্ত হলে প্রেস কাউন্সিল কার্যকর ও বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে।

বিজ্ঞ সদস্য ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন বলেন, কোন পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের উপর ব্যবস্থা নেয়া যায় না। মাননীয় আইন মন্ত্রীর এই বক্তব্যের জন্য তার সাথে দেখা করে বিষয়টির উপর আলোচনা করা উচিত। মাননীয় আইন মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। মাননীয় মন্ত্রীর সাথে আলোচনার পর কাউন্সিলের বিচারিক ক্ষমতা সম্পর্কে তার মতামত জানা যেতে পারে। এই প্রস্তাবে উপস্থিত সকল সদস্য একমত পোষণ করেন এবং মাননীয় মন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাতের ইচ্ছা পোষণ করেন।

আলোচ্যসূচী অনুযায়ী মামলা নং-১/২০০৫ঃ জনাব আয়ান শর্মা, প্রযত্নে ঃ রেবতী মহাজনের বাড়ী, আমান বাজার, ১নং দক্ষিণ পাহাড়তলী ওয়ার্ড ডাকঘরঃ ফতেয়াবাদ, থানা ঃ হাট হাজারী, জিলা- চট্টগ্রাম বনাম ১। জনাব মতিউর রহমান, সম্পাদক, ২। জনাব মাহফুজ আনাম, প্রকাশক, ৩। জনাব আবুল মোমেন, আবাসিক সম্পাদক, ৪। জনাব মুহম্মদ শামসুল হক, সিনিয়র সাব এডিটর, ৫। জনাব বিশ্বজিৎ চৌধুরী, সহ- সম্পাদক, দৈনিক প্রথম আলো, সি.এ.ভবন, ১০৫, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫। জনাব শহীদুল আলম, সাধারণ সম্পাদক, চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়ন, চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব ভবন, জামাল খান, চট্টগ্রাম পাঠ করে শুনানো হলে কোন সংশোধন ছাড়াই মামলাটি অনুমোদনের পক্ষে উপস্থিত সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।

www.pathagar.com

১৬ই অক্টোবর ২০০৫ইং তারিখে অনুষ্ঠিত অধিবেশনের কার্যবিবরণী

১৬ই অক্টোবর ২০০৫ইং (রবিবার) মোতাবেক ১লা কার্তিক ১৪১২ বাংলা, বেলা ১১ টায় বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের মাননীয় চেয়ারম্যান বিচারপতি জনাব আবু সাঈদ আহাম্মদ এর সভাপতিত্বে ত্রয়োদশ কাউন্সিলের ১০ম অধিবেশন কাউন্সিল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।

অধিবেশনে কাউন্সিলের নিম্নবর্ণিত সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন ঃ

১। ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন
২। জনাব গিয়াস কামাল চৌধুরী
৩। ডঃ আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ
৪। জনাব মইনুদ্দীন কাদেরী শওকত
৫। জনাব মুনশী আব্দুল মান্নান
৬। জনাব আজিজুল হক বান্না

আলোচ্য সূচী ঃ

১। ত্রয়োদশ কাউন্সিলের নবম অধিবেশনের কার্যবিবরণী পঠন ও নিশ্চিতকরণ ;

২। মাননীয় চেয়ারম্যানের বরাবরে কাউন্সিলের বিজ্ঞ সদস্য জনাব মইনুদ্দীন কাদেরী শওকত এর বিগত ০৫/১০/২০০৫ইং তারিখের আবেদন ও তৎসংযুক্ত ২৮/০৯/২০০৫ইং তারিখের দৈনিক ইনকিলাবে প্রেস কাউন্সিল সম্পর্কিত রিপোর্টের প্রেক্ষিতে তার উপর তৎক্ষনাত কাউন্সিলে উপস্থিত সম্মানিত সদস্য জনাব গিয়াস কামাল চৌধুরী, জনাব কাজী সিরাজউদ্দিন আহমেদ, জনাব আবুল আসাদ ও জনাব আজিজুল হক বান্নার আলোচনা ও সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টির উপর প্রেস কাউন্সিলের সকল মাননীয় সদস্যদের মতামত ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

৩। জুডিশিয়াল কমিটির রায় অনুমোদন;

৪। বিবিধ।

আলোচনা ঃ

অধিবেশনের শুরুতে মাননীয় চেয়ারম্যান উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। আলোচ্যসূচী অনুযায়ী মাননীয় চেয়ারম্যান ত্রয়োদশ কাউন্সিলের ৯ম অধিবেশনের কার্যবিবরনী পাঠ করে শুনানোর জন্য সচিবকে বলেন। সচিব ৯ম অধিবেশনের কার্যবিবরনীটি পাঠ করে শুনান। কার্যবিবরনীটি নিশ্চিতকরণের পক্ষে উপস্থিত সকল সদস্য একমত পোষন করেন।

আলোচ্যসূচী অনুযায়ী মাননীয় চেয়ারম্যানের বরাবরে কাউন্সিলের বিজ্ঞ সদস্য জনাব মইনুদ্দীন কাদেরী শওকত এর বিগত ০৫/১০/২০০৫ ইং তারিখের আবেদন ও তৎসংযুক্ত ২৮/০৯/২০০৫ইং তারিখের দৈনিক ইনকিলাবে প্রেস কাউন্সিল সম্পর্কিত রিপোর্টের প্রেক্ষিতে তার উপর তৎক্ষনাত কাউন্সিলে উপস্থিত সম্মানিত সদস্য জনাব গিয়াস কামাল চৌধুরী, জনাব কাজী সিরাজউদ্দিন আহমেদ, জনাব আবুল আসাদ ও জনাব

www.pathagar.com

মামলা নং-১২/২০০৪ঃ জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান বনাম জনাব জাফর আহমেদ, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, গোপালপুর গনপূর্ত উপ-বিভাগ,টাঙ্গাইল বনাম সম্পাদক , দৈনিক মজলুমের কণ্ঠ, লোন অফিস সুপার মার্কেট(২য় তলা), নিরালার মোড়, টাঙ্গাইল পাঠ করে শুনানো হলে কোন সংশোধন ছাড়াই মামলাটি অনুমোদনের পক্ষে উপস্থিত সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।

মামলা নং-২/২০০৫ঃ জনাব এম. জামাল উদ্দিন, আমির বিল্ডিং (২য় তলা), বেপারীপাড়া, আমির বিল্ডিং (২য় তলা), বেপারীপাড়া, ডাকঘর- পাঠানতলী, থানা-ডবলমুড়িং, জিলা- চট্টগ্রাম বনাম ১। জনাব মতিউর রহমান, সম্পাদক, ২। জনাব মাহফুজ আনাম, প্রকাশক, ৩। জনাব আবুল মোমেন, আবাসিক সম্পাদক, ৪। জনাব মুহম্মদ শামসুল হক, সিনিয়র সাব এডিটর, ৫। জনাব বিশ্বজিৎ চৌধুরী, সহ- সম্পাদক, দৈনিক প্রথম আলো, সি.এ.ভবন, ১০৫, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ পাঠ করে শুনানো হলে কোন সংশোধন ছাড়াই মামলাটি অনুমোদনের পক্ষে উপস্থিত সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।

মামলা নং-৬/২০০৫ঃ জনাব রেজাউল করিম, গ্রাম- দত্তরাইল,ডাকঘর- ঢাকা দক্ষিণ, থানা- গোলাপগঞ্জ, জেলা- সিলেট বনাম ১। জনাব মোঃ আব্দুল আহাদ, সংবাদদাতা, দৈনিক জালালাবাদ, সাং- চৌঘরী, একাডুমা,ডাকঘর- রানাপি, থানা- গোলাপগঞ্জ, জেলা- সিলেট, ২। জনাব মুকতাবিস উন-নুর, সম্পাদক, দৈনিক জালালাবাদ, কুদরত উল্লাহ মার্কেট(৩য় তলা), সিলেট পাঠ করে শুনানো হলে কোন সংশোধন ছাড়াই মামলাটি অনুমোদনের পক্ষে উপস্থিত সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।

মামলা নং-৯/২০০৪ঃ কর্নেল মোঃ মজিবুর রহমান পি এস সি(অবঃ), বি-১১০, লেইন-৮, নিউ ডি ও এইচ এস, মহাখালী, ঢাকা-১২০৬ বনাম ১। জনাব এ, এম, এম, বাহাউদ্দিন সম্পাদক, ২। জনাব আবদুস সামাদ, রিপোর্টার, ৩। চীফ রিপোর্টার, ৪। জনাব এ, এস, এম, বাকী বিল্লাহ, প্রকাশক, দৈনিক ইনকিলাব, ২/১, আর, কে, মিশন রোড, ঢাকা-১২০৩ পাঠ করে শুনানো হলে কোন সংশোধন ছাড়াই মামলাটি অনুমোদনের পক্ষে উপস্থিত সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।

গৃহীত সিদ্ধান্তাবলী ঃ

১। ত্রয়োদশ কাউন্সিলের নবম অধিবেশনের কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ করা হয়।

২। বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের মর্যাদা, দায়িত্ব পালন ও আইন অনুযায়ী অর্পিত ক্ষমতা সম্পর্কে আলোচনার জন্য আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমেদের সাথে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব বিচারপতি আবু সাঈদ আহাম্মদ ও কাউন্সিলের সদস্যগন সৌজন্য সাক্ষাৎ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৩। জুডিশিয়াল কমিটির রায় অনুমোদন করা হয়।

সভা শেষে মাননীয় চেয়ারম্যান উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-

(বিচারপতি আবু সাঈদ আহাম্মদ)

চেয়ারম্যান।

www.pathagar.com

কাউন্সিল অধিবেশনে সদস্যবৃন্দের উপস্থিতির পরিসংখ্যান

ক্রমিক নং	অধিবেশনের তারিখ	সদস্য সংখ্যা	উপস্থিতির সংখ্যা	উপস্থিত সদস্যবৃন্দের নাম
১।	৪-৬-২০০৫ইং	১৪ জন	৮ জন	১। ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন ২। জনাব গিয়াস কামাল চৌধুরী ৩। জনাব আবুল আসাদ ৪। জনাব এ, এম, এম, বাহউদ্দিন ৫। জনাব মঈনুদ্দীন কাদেরী শওকত ৬। প্রফেসর কে.এম. মোহসীন ৭। জনাব মুনশী আব্দুল মান্নান ৮। জনাব আজিজুল হক বান্না
২।	২৩-৬-২০০৫ইং	১৪ জন	৮ জন	১। আলহাজ্ব সালাহ্ উদ্দিন আহমেদ এম,পি. ২। মেজর (অবঃ) মনজুর কাদের এম,পি ৩। জনাব গিয়াস কামাল চৌধুরী ৪। জনাব আবুল আসাদ ৫। জনাব মঈনুদ্দীন কাদেরী শওকত ৬। প্রফেসর কে.এম. মোহসীন ৭। জনাব মুনশী আব্দুল মান্নান ৮। জনাব আজিজুল হক বান্না
৩।	২১-৭-২০০৫ইং	১৪ জন	৯ জন	১। আলহাজ্ব সালাহ্ উদ্দিন আহমেদ এম.পি. ২। মেজর (অবঃ) মনজুর কাদের এম,পি ৩। জনাব গিয়াস কামাল চৌধুরী ৪। এডভোকেট মাহবুবে আলম ৫। জনাব আবুল আসাদ ৬। জনাব মঈনুদ্দীন কাদেরী শওকত ৭। প্রফেসর কে.এম. মোহসীন ৮। জনাব মুনশী আব্দুল মান্নান ৯। জনাব আজিজুল হক বান্না

www.pathagar.com

ক্রমিক নং	অধিবেশনের তারিখ	সদস্য সংখ্যা	উপস্থিতির সংখ্যা	উপস্থিত সদস্যবৃন্দের নাম
৪।	১২-৯-২০০৫ইং	১৪ জন	৮ জন	১। মেজর (অবঃ) মনজুর কাদের এম,পি ২। জনাব গিয়াস কামাল চৌধুরী ৩। জনাব আবুল আসাদ ৪। প্রফেসর কে.এম. মোহসীন ৫। ড. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ ৬। জনাব মঈনুদ্দীন কাদেরী শওকত ৭। জনাব মুনশী আব্দুল মান্নান ৮। জনাব আজিজুল হক বান্না
৫।	১৬-১০-২০০৫ইং	১৪ জন	৬ জন	১। ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন ২। জনাব গিয়াস কামাল চৌধুরী ৩। ড. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ ৪। জনাব মঈনুদ্দীন কাদেরী শওকত ৫। জনাব মুনশী আব্দুল মান্নান ৬। জনাব আজিজুল হক বান্না

www.pathagar.com

কাউন্সিলে দায়েরকৃত মামলা সমূহের বিবরণ ও রায়সমূহ

২০০৫ সালে প্রেস কাউন্সিলে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা ৬ । তালিকা নিম্নরূপ ঃ

জানুয়ারী ঃ ২টি

মামলা নং-১/২০০৫

জনাব আয়ান শর্মা
প্রযত্নে ঃ রেবতী মহাজনের বাড়ী
আমান বাজার,
১নং দক্ষিণ পাহাড়তলী ওয়ার্ড
ডাকঘরঃ ফতেয়াবাদ
থানা ঃ হাট হাজারী, জিলা- চট্টগ্রাম।

বনাম
১। জনাব মতিউর রহমান, সম্পাদক
২। জনাব মাহফুজ আনাম, প্রকাশক
৩। জনাব আবুল মোমেন, আবাসিক সম্পাদক
৪। জনাব মুহম্মদ শামসুল হক, সিনিয়র সাব এডিটর,
৫। জনাব বিশ্বজিৎ চৌধুরী, সহ- সম্পাদক,
দৈনিক প্রথম আলো, সি.এ.ভবন
১০৫, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫।
৬। জনাব শহীদুল আলম, সাধারণ সম্পাদক,
চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়ন,
চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব ভবন, জামাল খান, চট্টগ্রাম।

মামলা নং-২/২০০৫

জনাব এম. জামাল উদ্দিন
আমির বিল্ডিং (২য় তলা), বেপারীপাড়া
ডাকঘর- পাঠানতলী, থানা-ডবলমুড়িং,
জিলা- চট্টগ্রাম।

বনাম
১। জনাব মতিউর রহমান, সম্পাদক
২। জনাব মাহফুজ আনাম, প্রকাশক
৩। জনাব আবুল মোমেন, আবাসিক সম্পাদক
৪। জনাব মুহম্মদ শামসুল হক, সিনিয়র সাব এডিটর,
৫। জনাব বিশ্বজিৎ চৌধুরী, সহ- সম্পাদক,
দৈনিক প্রথম আলো, সি.এ.ভবন
১০৫, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫।

www.pathagar.com

ফেব্রুয়ারী ঃ ১টি

মামলা নং-৩/২০০৫

জনাব মোঃ ফিরোজ সালেহ উদ্দিন আহমেদ
বেলভিউ ডায়াগনস্টিক সেন্টার
১৮৭, উত্তর শাহজাহানপুর, ঢাকা।

বনাম

১। জনাব এম, এ, মতিন, সম্পাদক,
দৈনিক দক্ষিণাঞ্চল,
১১৪, সদর রোড, বরিশাল-৮২০০।

২। জনাব মনির উদ্দিন চাষী,
চর ফ্যাশন প্রতিনিধি
দৈনিক দক্ষিণাঞ্চল,
গ্রাম- জিন্নাগড়, উপজেলা-চরফ্যাশন,
জেলা-ভোলা।

৩। জনাব আবু তালহা তাজিব
প্রযত্নে- মোঃ মাহমুদুল হাসান খোকন
কে. জাহান মার্কেট সদর রোড, ভোলা।

৪। মোসাম্মাৎ তাহমিনা সুলতানা লাভলী
প্রযত্নে- মোঃ মাহমুদুল হাসান খোকন
কে. জাহান মার্কেট সদর রোড, ভোলা।

মে ঃ ৩টি

মামলা নং-৪/২০০৫

জনাব মোঃ ফিরোজ সালেহ উদ্দিন আহমেদ
বেলভিউ ডায়াগনস্টিক সেন্টার
১৮৭, উত্তর শাহজাহানপুর, ঢাকা।

বনাম

১। জনাব কাজী নাছিরুদ্দিন বাবুল, সম্পাদক,
দৈনিক আজকের বার্তা,
১১৫/ডি, সদর রোড, বরিশাল-৮২০০।

২। জনাব শিপু ফরাজী, চর ফ্যাশন প্রতিনিধি
দৈনিক আজকের বার্তা
গ্রাম- জিন্নাগড়, উপজেলা-চর ফ্যাশন,
জেলা- ভোলা।

৩। জনাব আবু তালহা তাজিব
প্রযত্নে- মোঃ মাহমুদুল হাসান খোকন
কে. জাহান মার্কেট সদর রোড, ভোলা।

৪। মোসাম্মাৎ তাহমিনা সুলতানা লাভলী
প্রযত্নে- মোঃ মাহমুদুল হাসান খোকন
কে. জাহান মার্কেট সদর রোড, ভোলা।

www.pathagar.com

মামলা নং-৫/২০০৫

সৈয়দ মোঃ জালাল
পরিচালক (প্রশাসন)
হীরাঝিল প্রপার্টি ডেভেলপমেন্ট (প্রাঃ) কোং. লিঃ.
প্লট নং- সি.ই.এন(সি)-১,
প্লাডিয়াম মার্কেট (৫ম তলা),
রোড নং-৯৫, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২।

বনাম

জনাব সামসুদ্দিন আহমেদ
সম্পাদক ও প্রকাশক
দৈনিক সোনালী কণ্ঠ,
৪৩/১, নয়া পল্টন, ঢাকা- ১০০০।

মামলা নং-৬/২০০৫

জনাব রেজাউল করিম ফখরুল
গ্রাম- দত্তরাইল,ডাকঘর- ঢাকা দক্ষিণ
থানা- গোলাপগঞ্জ, জেলা- সিলেট।

বনাম

১। জনাব মোঃ আব্দুল আহাদ,
সংবাদদাতা, দৈনিক জালালাবাদ
সাং- চৌঘরী, একাডুমা,ডাকঘর- রানাপি
থানা- গোলাপগঞ্জ, জেলা- সিলেট।

২। জনাব মুকতাবিস উন-নুর, সম্পাদক
দৈনিক জালালাবাদ,
কুদরত উল্লাহ মার্কেট(৩য় তলা), সিলেট।

www.pathagar.com

রায়সমূহ

মামলা নং-৫/২০০৪

মিসেস্ লাভলী আখতার ডলি	ফরিয়াদী
বাসা নং-৮/এ/১৬, ফ্ল্যাট নং-৫বি,	
রোড নং-১৩(নতুন),	
ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা,	
ঢাকা-১২০৯।	
বনাম	
জনাব আতিকুর রহমান	প্রতিপক্ষ
সম্পাদক,	
দৈনিক আজকের টেলিগ্রাম,	
মেইন রোড,	
টাঙ্গাইল-১৯০০।	

বিচার কমিটি উপস্থিত সদস্যবৃন্দ ঃ

১। বিচারপতি মোঃ মোজাম্মেল হক,এম পি	চেয়ারম্যান
২। জনাব গিয়াস কামাল চৌধুরী	সদস্য
৩। জনাব আবুল আসাদ	"
৪। জনাব মইনুদ্দীন কাদেরী শওকত	

ফরিয়াদীপক্ষে ঃ অনুপস্থিত।
প্রতিপক্ষে ঃ অনুপস্থিত ।

শুনানীর তারিখ ঃ ৩০/১২/২০০৪ ইং।
রায়ের তারিখ ঃ ৩০/১২/২০০৪ ইং

রায়

অদ্য মামলাটি শুনানীর জন্য লওয়া হলো। কোন পক্ষই হাজির হন নি। নোটিশ রীতিমত জারী করা হয়েছে। ফরিয়াদী হাজির না হওয়ায় মামলাটি ডিস্‌মিস্ ফর ডিফল্ট করা হলো।

www.pathagar.com

প্রেস কাউন্সিলের ০৪/০৬/২০০৫ ইং তারিখের সাধারণ অধিবেশনে রায়টি অনুমোদন লাভ করে।

স্বাক্ষরিত/-
(বিচারপতি মোঃ মোজাম্মেল হক এম. পি.)
চেয়ারম্যান।

স্বাক্ষরিত/-
(গিয়াস কামাল চৌধুরী)
সদস্য।

স্বাক্ষরিত/-
(আবুল আসাদ)
সদস্য।

স্বাক্ষরিত/-
(মইনুদ্দীন কাদেরী শওকত)
সদস্য।

www.pathagar.com

মামলা নং- ৩/২০০৪

জনাব মোঃ মুনিরুজ্জামান ভুঁইয়া — ফরিয়াদী
কেন্দ্রীয় ছাত্র কল্যান সম্পাদক,
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবির,
৪৮/১/এ, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

বনাম

১। জনাব মতিউর রহমান, সম্পাদক — প্রতিপক্ষ
২। জনাব ফারুক হোসেন, পাবনা সংবাদদাতা,
দৈনিক প্রথম আলো,
১০০, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ,
কারওয়ান বাজার, ঢাকা।

বিচার কমিটি উপস্থিত সদস্যবৃন্দ ঃ

১। বিচারপতি মোঃ মোজাম্মেল হক,এম পি — চেয়ারম্যান
২। জনাব আবুল আসাদ — সদস্য
৩। জনাব মইনুদ্দীন কাদেরী শওকত — "
৪। জনাব আজিজুল হক বান্না — "

ফরিয়াদীপক্ষে ঃ জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, এডভোকেট।
প্রতিপক্ষে ঃ জনাব এস, এম, রেজাউল করিম, এডভোকেট।

শুনানীর তারিখ ঃ ১৪/১০/২০০৪ ও ২৫/১১/২০০৪ ইং।
রায়ের তারিখ ঃ ১৫/১২/২০০৪ ইং

রায়

অত্র মামলায় জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান ভুঁইয়া, কেন্দ্রীয় ছাত্র কল্যান সম্পাদক, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবির, কেন্দ্রীয় সংগঠনের পক্ষে মামলাটি দায়ের করেছেন। প্রতিবাদী জনাব মতিউর রহমান, সম্পাদক ও জনাব ফারুক হোসেন পাবনার সংবাদদাতা, দৈনিক প্রথম আলো। আবেদনকারী তার আবেদন পত্রে বলেছেন যে, ৬ই জুন ২০০৪ ইং তারিখ "প্রথম আলো" সংখ্যায় " পাবনার কলেজ ছাত্র সংসদের টাকা নিয়ে এ এক কারবার"- নামে একটি প্রতিবেদন এবং ৭ই জুন "দৈনিক প্রথম আলোর" সংখ্যায় "ছাত্র নেতা বটে"- শিরোনামে সম্পাদকীয়তে যে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যমূলক। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এই প্রতিবেদন সম্পর্কিত প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

www.pathagar.com

প্রতিপক্ষগন অত্র মামলায় হাজির হয়ে জবাব দাখিল করেছেন। জবাবে বলা হয় যে, দু'টি প্রতিবেদন তথ্য ভিত্তিক। ইহা মোটেই অসত্য ও বিভ্রান্তিকর নয়। সুতরাং ফরিয়াদীর আবেদন গ্রহণযোগ্য নয়। প্রথম শুনানীর তারিখে অধ্যক্ষ, পাবনা সরকারী শহীদ বুলবুল কলেজ, পাবনাকে হাজির হয়ে তার বক্তব্য পেশ করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ হাজির হয়ে তার বক্তব্য পেশ করেন নি। বর্তমান মামলাটিতে অধ্যক্ষ সরকারী শহীদ বুলবুল কলেজ কোন পক্ষ নয়- কাজেই উভয় পক্ষের বক্তব্য ও দাখিলকৃত কাগজ পত্রাদির উপর ভিত্তি করে আমরা এই মামলার নিস্পত্তি করছি।

ফরিয়াদীর আইনজীবি সরকারী শহীদ বুলবুল কলেজ, পাবনা, প্রদত্ত ৬/৬/২০০৪ ইং তারিখের একটি চিঠির উপরে বিশেষ জোর দিয়ে বলেন যে, উক্ত চিঠিতে অধ্যক্ষ বলেছেন, পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলি সঠিক নয়। অস্ত্রের মুখে ভয় দেখিয়ে তাকে চেক সই করাতে বাধ্য করেনি। খবরগুলি ভিত্তিহীন ও বানোয়াট। যার প্রেক্ষিতে ছাত্র সংসদ ও সংসদের সভাপতির ভাবমুর্তি ক্ষুন্ন হয়েছে। ফরিয়াদীর প্রতিবাদলিপি বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

প্রতিপক্ষগণের আইনজীবি উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ কর্তৃক ২৩/৫/২০০৪ ইং তারিখে প্রদত্ত থানার একটি সাধারণ ডায়েরী প্রদর্শন করে বলেন যে, উক্ত সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর দেলোয়ারা বেগম তাঁর সাধারণ ডায়েরীতে উল্লেখ করেছেন যে, গত ২৯/৪/২০০৪ ইং তারিখ দুপুর ১২৪৩০ ঘটিকায় কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক মোঃ মুঞ্জিল হক ও ছাত্র শিবিরের অন্যান্য সম্পাদকগণ কিছু বহিরাগত লোক সহ তার কক্ষে প্রবেশ করেন এবং ছাত্র সংসদের তহবিল হতে টাকা উত্তোলনের জন্য তাঁকে চাপ দেন। তিনি চেক প্রদানে আপত্তি করায় তারা টেলিফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে প্রায় ২ ঘন্টা যাবৎ অফিস কক্ষে অবরোধ করে রাখেন এবং অশালীন ভাষায় তাঁকে লাঞ্ছিত করেন। এক পর্যায়ে জোরপূর্বক ৪ লক্ষ ৭ হাজার টাকা, ২৬ হাজার টাকা এবং ৯ হাজার ৬ শত ৩২ টাকার ৩টি চেক স্বাক্ষরে বাধ্য করে। পূবালী ব্যাংক, শালগারিয়া শাখা হতে চেকের টাকা উত্তোলন করেন। ঐ সাধারণ ডায়েরী পাবনা থানার ডায়েরী নং- ১৩৭১ তারিখ ৩১/৫/২০০৪ ইং ।

আইনজীবি উক্ত কলেজের শিক্ষকদের ৮/৬/২০০৪ ইং তারিখে একটি সভার সিদ্ধান্ত পেশ করেন। অধ্যক্ষের নিকট হতে জোর পূর্বক উক্ত ৩টি চেক গ্রহণ করার, অধ্যক্ষকে লাঞ্ছিত করার ব্যাপারে তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করা হয় এবং আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। আইনজীবি অধ্যক্ষ কর্তৃক ২৪/৫/২০০৪ ইং তারিখে একটি লিগ্যাল নোটিশের জবাব প্রদর্শন করেন। উক্ত জবাবে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও বহিরাগতরা অধ্যক্ষের সঙ্গে যে ব্যবহার করেছেন তা সম্পূর্ণ বিবরণে উল্লেখ করেছেন। অধ্যক্ষের সঙ্গে যে অসদাচারণ দেখানো হয়েছে এবং জোর পূর্বক অধ্যক্ষের নিকট হইতে যে চেকে টাকা গ্রহণ করা হয়েছে, তার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। অধ্যক্ষের নিকট হতে ৬/৬/২০০৪ ইং তারিখে যে একটি প্রতিবাদলিপি গ্রহণ করা হয়েছে তা বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। তিনি বলেন যে, এই চিঠিখানা ছাত্র সংসদের প্যাডে লেখা হয়েছে। কলেজের প্যাডে লেখা হয় নি। তা ছাড়া ইহা কাকে প্রদান করা হয়েছে বা কেন প্রদান করা হয়েছে, তার কোন উল্লেখ নাই। তিনি আরো বলেন যে, যদি অধ্যক্ষ কর্তৃক ইহা লেখানো হয়েও থাকে তবে ইহা ভয় দেখিয়ে জোর পূর্বক লেখানো হয়েছে। এই চিঠিখানা একেবারে বানোয়াট এবং অবাস্তব। কারণ, প্রথম প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে ৬ই জুন ২০০৪। অথচ তথাকথিত চিঠি খানায় তারিখ দেয়া

www.pathagar.com

হয়েছে ৬/৬/২০০৪ একই তারিখে যদি ঐ প্রতিবাদলিপি অধ্যক্ষ লিখে থাকতেন, তাহলে ২৩/৫/২০০৪ ইং তারিখে তিনি থানায় জি ডি করতেন না। ৬/৬/২০০৪ ইং তারিখে প্রতিবাদ জানিয়ে থাকলে ৮/৬/২০০৪ ইং তারিখে শিক্ষকদের সভায় তিনি সভাপতিত্ব করেন এবং জোরপূর্বক চেক গ্রহণের জন্য নিন্দা জ্ঞাপন করা হয় - ইহাও করা হত না। তাছাড়া ২৪/৫/২০০৪ ইংতারিখে যে লিগ্যাল নোটিশের জবাব দেয়া হয়েছে তাতেও তিনি(অধ্যক্ষ) অতীত ঘটনার কথা উল্লেখ করতেন না।

উভয় পক্ষের আইনজীবির বক্তব্য শুনানী করা হলো। তাদের বক্তব্য এবং দাখিলকৃত কাগজপত্রাদি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ২৯/৪/২০০৪ ইং তারিখে দুপুর ১২:৩০ ঘটিকায় ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক, মোঃ মুঞ্জিল হক ও ছাত্র শিবিরের অন্যান্য সম্পাদকগন কিছু বহিরাগত লোকজন নিয়ে অধ্যক্ষের কক্ষে প্রবেশ করেন এবং ছাত্র সংসদের তহবিল হতে টাকা প্রদানের জন্য অধ্যক্ষকে চাপ দেন। তিনি আপত্তি করলে তার টেলিফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয় এবং তার সাথে দূর্ব্যবহার করে জোরপূর্বক ৩টি চেকে স্বাক্ষর দানে বাধ্য করা হয়। এর সমর্থনে শিক্ষকদের সভার সিদ্ধান্ত এবং লিগ্যাল নোটিশের উত্তর আমাদের সামনে দাখিল করা হয়। এই ঘটনা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। শুধু তাই নয় বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় এর প্রতিবাদ ও নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়েছে।

অত্র মামলার বিবেচ্য বিষয় এই যে, প্রথম আলোতে যে ২টি প্রতিবেদন ছাপানো হয়েছে তা তথ্য ভিত্তিক কিনা। উভয় পক্ষের দাখিলকৃত কাগজপত্রাদি পর্যালোচনা করে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম আলোতে সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন ২টি তথ্য ভিত্তিক, তাই ইহাকে অসত্য, মিথ্যা, উদ্দেশ্যমূলক বলার কোন অবকাশ নেই।

কাজেই প্রেস কাউন্সিল মনে করে যে, প্রতিবাদীগণ বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল আইন অনুসারে কোন অপরাধ করেন নি। উপরোক্ত মর্মে মন্তব্য করে ফরিয়াদীর মামলাটি খারিজ করা হলো।

এ রায় প্রাপ্তির দু'সপ্তাহের মধ্যে রায়টি "দৈনিক প্রথম আলো" পত্রিকায় প্রকাশ করে রায়ের কপি কাউন্সিলে প্রেরণ করার জন্য নির্দেশ দেয়া যাচ্ছে।

প্রেস কাউন্সিলের ০৪/০৬/২০০৫ ইং তারিখের সাধারণ অধিবেশনে রায়টি অনুমোদন লাভ করে।

স্বাক্ষরিত/-
(বিচারপতি মোঃ মোজাম্মেল হক,এম পি)
চেয়ারম্যান।

স্বাক্ষরিত/-	**স্বাক্ষরিত/-**	**স্বাক্ষরিত/-**
(আবুল আসাদ)	**(মইনুদ্দীন কাদেরী শওকত)**	**(আজিজুল হক বান্না)**
সদস্য।	সদস্য।	সদস্য।

www.pathagar.com

মামলা নং-৭/২০০৪

কর্নেল মোঃ মজিবুর রহমান পি এস সি(অবঃ) বি-১১০, লেইন-৮, নিউ ডি ও এইচ এস, মহাখালী, ঢাকা-১২০৬।	ফরিয়াদী
বনাম	
জনাব মোঃ আবদুস সামাদ, সম্পাদক, সাপ্তাহিক সকলের কণ্ঠ, আফাজ ভবন (৩য় তলা) শিববাড়ী, গাজীপুর।	প্রতিপক্ষ

জুডিশিয়াল কমিটির উপস্থিত সদস্যবৃন্দ ঃ

১। বিচারপতি আবু সাঈদ আহাম্মদ	চেয়ারম্যান
২। জনাব গিয়াস কামাল চৌধুরী	সদস্য
৩। জনাব আবুল আসাদ	,,
৪। জনাব কাজী সিরাজউদ্দিন আহমদ	,,
৫। জনাব আজিজুল হক বান্না	,,

ফরিয়াদী ঃ স্বয়ং উপস্থিত।
প্রতিপক্ষ ঃ স্বয়ং উপস্থিত।

শুনানীর তারিখ ঃ ১৫/০৬/০৫ইং।
রায়ের তারিখ ঃ ২৮/০৬/২০০৫ ইং।

রায়

অত্র মামলায় গাজীপুর জেলা সদর থেকে প্রকাশিত "সাপ্তাহিক সকলের কণ্ঠ" পত্রিকায় বিগত ২৪/০৫/২০০২ ইং তারিখে প্রকাশিত "শ্রীপুর থানা পুলিশের জমি দখলের ঘটনায় গ্রামবাসীর ক্ষোভ" শিরোনামে প্রকাশিত একটি সংবাদের বিষয়বস্তুতে সংক্ষুব্ধ হয়ে ফরিয়াদী উক্ত সংবাদপত্রের সম্পাদক ও প্রকাশক জনাব আব্দুস সামাদের বিরুদ্ধে অত্র মোকদ্দমা আনায়ন করেন।

ফরিয়াদীর কথা প্রতিবাদী কর্তক প্রকাশিত সংবাদটি সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট, মনগড়া এবং প্রতিবাদীকে অন্যায়ভাবে সহায়তা করার জন্য প্রতিবাদী তাঁহার নিজস্ব কাগজে ছাপিয়ে ফরিয়াদীর মান-সম্মানের হানি ও মানসিক ক্ষতি করিয়াছেন।

যে প্রতিবেদনটির বিরুদ্ধে মামলাটি আনয়ন করেছেন তাহা নিম্নরূপঃ

"শ্রীপুর থানা পুলিশ ভাংনাহাটি গ্রামে জনৈক মুজিবুর রহমান নামে এক ব্যক্তির পক্ষ অবলম্বন করে জমি দখল করতে গিয়ে গ্রামবাসীর প্রতিরোধের মুখে ব্যর্থ হয়েছে। উল্লেখ্য ভাংনাহাটি গ্রামের এস.এ. ১৭৫৪ নং দাগের ৫০ শতাংশ জমির মালিকানা নিয়ে মোঃ শাহীন আলম ও মুজিবুর রহমানের মধ্যে একটি মামলা বিচারাধীন রয়েছে। জনাব শাহীন আলম উক্ত মুজিবুর রহমানসহ ৬ জনের বিরুদ্ধে গাজীপুরের ২য় সাব জজ

www.pathagar.com

আদালতে এই মামলা দায়ের করেছেন। আদালতকে অবমাননা করে মুজিবুর রহমান তার প্রভাব খাটিয়ে থানা পুলিশ নিয়ে গত বৃহস্পতিবার বিকেলে ২৫/৩০ জন দিনমজুর নিয়ে ঐ জমি দখলের চেষ্টা করে। এ ঘটনায় জমির প্রকৃত মালিক দাবীদার জনাব শাহীন আলম বাধা দিলে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করার হুমকি দেয়। এ সময় শাহীন পুলিশের ভয়ে ঐ স্থান ত্যাগ করে ঘটনাটি গ্রামবাসীকে জানায়। গ্রামবাসী দলবদ্ধভাবে লাঠি সোটা নিয়ে ঘটনাস্থলে যায় এবং জমি দখলের বিষয়ে পুলিশসহ ঐ দিনমজুরদেরকে বাধা দেয়। গ্রামবাসীর এ প্রতিরোধের মুখে পুলিশ এক পর্যায়ে ব্যর্থ হয়ে চলে যায়। গ্রামবাসী জানিয়েছে পুলিশ মোটা অংকের টাকা খেয়ে আদালতে বিচারাধীন থাকা জমির মামলা মুজিবুর রহমানের পক্ষ অবলম্বন করে দখল করে দিতে এসেছিল। গ্রামবাসীর প্রশ্ন আদালতের কোন প্রকার নির্দেশ ছাড়া পুলিশ কি করে সেখানে গেল? তাদের ভাষা পুলিশ আদালত অবমাননা করেছে। গ্রামবাসী পুলিশের এ কর্মকান্ডের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী করেছেন। পাশাপাশি থানার ও.সি-র অবিলম্বে অপসারনের দাবী জানিয়েছেন।"

প্রতিপক্ষ উপরোক্ত অভিযোগকে অস্বীকার করে একটি জবাব দাখিল করেন। সংক্ষেপে প্রতিপক্ষের বক্তব্য এই যে, বিগত ১৬-০৫-২০০২ ইং তারিখে ফরিয়াদী গাজীপুর জেলার শ্রীপুর থানার ভাংনাহাটি গ্রামের জনৈক মোঃ শাহীন আলমের মালিকানাধীন ৫০ শতাংশ জমি, অন্যায় প্রভাব খাটিয়ে থানা পুলিশের সহায়তায় দখলের চেষ্টা করে। উক্ত ঘটনায় শাহীন আলম বাধা দিলে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করবে বলে হুমকী দেয়। পরে গ্রামবাসী দলবদ্ধভাবে বাধা দিলে প্রতিপক্ষের মুখে পুলিশ ঘটনাস্থল ত্যাগ করে। উক্ত ঘটনাটি সংশ্লিষ্ট গ্রামবাসী এবং শাহীন আলমের দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনা এবং ঘটনাস্থল পরিদর্শন এবং সত্যতা যাচাই সাপেক্ষে ষ্টাফ রিপোর্টার কর্তৃক লিখিত রিপোর্টটির বিগত ২৪/০৫/২০০৪ ইং তারিখে "সাপ্তাহিক সকলের কণ্ঠ" পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়। উল্লেখিত ঘটনাটি গত ১৮/০৫/২০০২ইং তারিখে "দৈনিক ইনকিলাব" পত্রিকায়ও প্রকাশিত হয়। কিন্তু ফরিয়াদী দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকার বিরূদ্ধে কোন প্রকার অভিযোগ বা মামলা দায়ের করেন নি। ফরিয়াদী উল্লেখিত প্রতিবেদনটির বিরূদ্ধে ইতিপূর্বে কোন আদালতে কোন অভিযোগ দায়ের করেনি এবং প্রকাশিত সংবাদটি আদালত কর্তৃক মিথ্যা বলে প্রমানিত হয় নি। ফরিয়াদীর আর্জিতে তাহাকে কটাক্ষ ও ব্যক্তিগতভাবে আক্রমনাত্মক ও অপমানজনক শব্দ ব্যবহার করে প্রচলিত আইনের কাছে দণ্ডনীয় অপরাধ করেছে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ করার বা জানানোর একটি নিয়ম রয়েছে কিন্তু প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে পত্রিকার সম্পাদক বরাবরে কখনই বা অদ্যাবধি প্রতিবাদ জানানো হয়নি। ফরিয়াদী নিজেকে অপকর্মের হাত হইতে আড়াল করার জন্য এই অভিযোগ দায়ের করিয়াছেন।

ফরিয়াদী প্রতিপক্ষের জবাবের বিরূদ্ধে একটি প্রতিউত্তরও দাখিল করেন। ফরিয়াদী একজন সামরিক বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।

শুনানীর সময় ফরিয়াদী নিজে স্বাক্ষী হিসাবে তাহার মামলা প্রমান করতে চেষ্টা করেন। অন্য কোন স্বাক্ষী কোর্টে হাজির করেনি।

প্রতিপক্ষ আবদুস সামাদ নিজে এবং আরোও ৩ জন স্বাক্ষী যথা-(১) মোঃ শাহীন আলম, (২) মোঃ বশির উদ্দিন এবং (৩) মোঃ নুরুল ইসলামকে পরীক্ষা করেন।

উভয়পক্ষ নিজেদের কাগজপত্র/ দলিলাদী দাখিল করেন।

প্রেস কাউন্সিল এর পক্ষে উপস্থিত বিচারকগন উভয় পক্ষকে দীর্ঘ সময় ধরে সওয়াল জবাবের সুযোগ দেন।

www.pathagar.com

ফরিয়াদীর আরও দাবী এই যে, তিনি একজন সৈনিক কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি কতক জমি উপযুক্ত মূল্যে রেজিষ্ট্রিকৃত দলিল মূলে খরিদ করিয়া আদালতের মাধ্যমে মালিক সাব্যস্ত হইয়া দখলে আছেন এবং কতক জমি এখনও তাহার দখলে নাই। আইনগতভাবে তিনি আদালতের হুকুমে তার খরিদা জমি ভোগ দখলের জন্য এক দুইবার পুলিশের সাহায্য নিয়েছেন। ইহা একান্তই তার এবং তার প্রতিপক্ষ ২ নং স্বাক্ষী শাহীন আলম যিনি তার নিকট আত্মীয় ও কতক বিতর্কিত জমির দাবীদার তাদের নিজস্ব ব্যাপার বটে। ইহা স্থানীয় জন সাধারণের কোন ঘটনা বা বিষয় নয়। তাহাদের মধ্যে জমি সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে আদালত কর্তৃক কতক মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হয়েছে এবং কতক এখনও বিচারাধীন আছে। ফরিয়াদী বলেন যে, শাহীন আলম তাহাকে তার নিজস্ব দখলিয় জমি হতে বে-দখল করার উদ্দেশ্যে স্থানীয় সাংবাদিক যিনি উক্ত সংবাদপত্রের সম্পাদক হিসাবে পরিচালনা করছেন বলে দাবী করেন, তাকে অন্যায়ভাবে হাত করে এবং প্রভাবান্বিত করে প্রকাশিত প্রতিবেদনটি তাহার "সাপ্তাহিক সকলের কণ্ঠ" কাগজে প্রকাশ করিয়া ফরিয়াদীকে মানসিকভাবে আঘাত ও হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন।

প্রতিপক্ষ যদিও মোট ৪ জন স্বাক্ষী কোর্টে উপস্থিত করেছেন। কিন্তু তাহার আনীত অভিযোগগুলি প্রমান করিতে মোটেও সমর্থ হন নাই। প্রতিপক্ষের আনীত প্রতিবেদনটি সাংবাদিকদের ব্যক্তিগত প্রভাবের উর্দ্ধে এবং Unbiased বলে মনে হয় না। তদুপরী প্রতিবেদনটি পাঠ করলে দেখা যায় যে, উহা সম্পূর্ণ Vague এবং অস্পষ্ট। উহাতে কোন দিন, তারিখও লিপিবদ্ধ করা হয় নাই। অপরদিকে ফরিয়াদী একজন দায়িত্বশীল অবসরপ্রাপ্ত পদস্থ মিলিটারী কর্মকর্তা। তাঁহার স্বাক্ষ্য ও কাগজপত্রের দ্বারা কাউন্সিলের সামনে প্রমান করতে সমর্থ হয়েছেন যে প্রতিবেদনটি সম্পূর্ণ আনীত মিথ্যা, বানোয়াট এবং কেবলমাত্র তাহাকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য আনয়ন করা হয়েছে।

সম্পূর্ণ বিষয় স্বাক্ষীগনের সাক্ষ্য পর্যালোচনা ও পক্ষগনের নিরপেক্ষ শুনানী অন্তে কাউন্সিলের নিকট প্রতিপন্ন হয় যে, ফরিয়াদী তার মামলা প্রমান করতে সমর্থ হয়েছে।

অতএব প্রেস কাউন্সিল মনে করে যে, প্রতিপক্ষ প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট, ১৯৭৪ অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছে। কাজেই বিবাদী সম্পাদককে তিরস্কার করা হলো এবং ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করে দিয়ে মামলাটি নিষ্পত্তি করা হলো।

এ রায় প্রাপ্তীর দুই সপ্তাহের মধ্যে রায়টি "সাপ্তাহিক সকলের কণ্ঠ" পত্রিকায় প্রকাশ করে পত্রিকার কপি অত্র কাউন্সিলে প্রেরণ করার জন্য প্রতিপক্ষকে নির্দেশ দেয়া হলো।

কাউন্সিলের ২১/০৭/২০০৫ইং তারিখের মাসিক সাধারণ অধিবেশনে রায়টি অনুমোদন লাভ করে।

স্বাক্ষরিত/-
(বিচারপতি আবু সাঈদ আহাম্মদ)
চেয়ারম্যান।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(গিয়াস কামাল চৌধুরী)	(আবুল আসাদ)	(আজিজুল হক বান্না)	(কাজী সিরাজউদ্দিন আহমদ)
সদস্য।	সদস্য।	সদস্য।	সদস্য।

www.pathagar.com

মামলা নং-৮/২০০৪

জনাব আবু আশ্রাফ মাহমুদুন্নবী (জাহিদ) ফরিয়াদী
সেক্রেটারী/মোতয়াল্লী,
দেওয়ান রিয়াজউদ্দীন আহমেদ
ওয়াকফ্ এস্টেট, দারোগাবাড়ী, কুমিল্লা।

বনাম

১। জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, প্রধান সম্পাদক, প্রতিপক্ষ
২। ফারহানা শারমিন, সম্পাদক ও প্রকাশক,
সাপ্তাহিক বাংলার আলোড়ন, আরামবাগকুটি, গর্জনখোলা, কুমিল্লা।

জুডিশিয়াল কমিটির উপস্থিত সদস্যবৃন্দ ঃ

১। বিচারপতি আবু সাঈদ আহাম্মদ চেয়ারম্যান
২। মেজর (অবঃ) মনজুর কাদের এম.পি. সদস্য
৩। জনাব আবুল আসাদ ,,
৪। জনাব মঈনুদ্দীন কাদেরী শওকত ,,
৫। জনাব কাজী সিরাজ উদ্দিন আহমেদ ,,
৬। জনাব আজিজুল হক বান্না ,,

ফরিয়াদী ঃ অনুপস্থিত।

প্রতিপক্ষে ঃ জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, প্রধান সম্পাদক, সাপ্তাহিক বাংলার আলোড়ন, কুমিল্লা।

শুনানীর তারিখ ঃ ২৫/০৬/০৫ ও ০৪/০৮/০৫ ইং।
রায়ের তারিখ ঃ ০৪/০৮/২০০৫ ইং।

রায়

অদ্য, ০৪/০৮/০৫ ইং তারিখ মামলাটি শুনানীর দিন ধার্য্য আছে। প্রতিপক্ষ তার ৪(চার) জন স্বাক্ষীসহ হাজিরা দাখিল করেছেন। বাদীপক্ষ হাজিরা দাখিল করেনি এবং কোন পদক্ষেপও নেয়নি। এই মোকদ্দমার Order Sheet বিবেচনায় দেখা যায় যে, আর্জি দাখিলের পর ফরিয়াদী আর কখনও কোন পদক্ষেপ নেয়নি। এমনকি প্রতিপক্ষের জবাবের পর প্রতিউত্তরও দেয়নি। শুনানীর জন্য বিগত ২৫/০৬/০৫ ইং তারিখ ধার্য্য ছিল।

www.pathagar.com

অদ্যও ধার্য্য আছে। এখন সময় বেলা ১১.৩০ মিনিট বাদীপক্ষ কোন প্রকার পদক্ষেপ না নেওয়ার কারণে মামলাটি Dismissed for Default করা হলো।

কাউন্সিলের ১২/০৯/২০০৫ ইং তারিখের মাসিক সাধারণ অধিবেশনে রায়টি অনুমোদন লাভ করে।

স্বাক্ষরিত/-
(বিচারপতি আবু সাঈদ আহাম্মদ)
চেয়ারম্যান।

স্বাক্ষরিত/-
(মেজর (অবঃ) মনজুর কাদের এম.পি)
সদস্য।

স্বাক্ষরিত/-
(আবুল আসাদ)
সদস্য।

স্বাক্ষরিত/-
(কাজী সিরাজ উদ্দিন আহমেদ)
সদস্য।

স্বাক্ষরিত/-
(মঈনুদ্দিন কাদেরী শওকত)
সদস্য।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজুল হক বান্না)
সদস্য।

www.pathagar.com

মামলা নং-১০/২০০৪

জনাব মোঃ কফিল উদ্দিন চৌধুরী — ফরিয়াদী
গ্রাম- কাজিলপুর, ডাকঘর-রানাপিং,
থানা- গোলাপগঞ্জ, জেলা- সিলেট।

বনাম

১। রাবেয়া খাতুন চৌধুরী, সম্পাদক,
২। জনাব আবদুল আহাদ, গোলাপগঞ্জ সংবাদদাতা,
৩। জনাব ইকবাল ছিদ্দিকী, নির্বাহী সম্পাদক, — প্রতিপক্ষ
৪। জনাব এনামুল হক জুবায়ের, বার্তা সম্পাদক,
দৈনিক সিলেটের ডাক,
মধুবন সুপার মার্কেট (৪র্থ তলা), বন্দর বাজার, সিলেট।

জুডিশিয়াল কমিটির উপস্থিত সদস্যবৃন্দ ঃ

১। বিচারপতি আবু সাঈদ আহাম্মদ	চেয়ারম্যান
২। জনাব গিয়াস কামাল চৌধুরী	সদস্য
৩। জনাব আবুল আসাদ	,,
৪। জনাব মঈনুদ্দীন কাদেরী শওকত	,,
৫। জনাব আজিজুল হক বান্না	,,

ফরিয়াদী ঃ অনুপস্থিত।
প্রতিপক্ষে ঃ জনাব ইকবাল সিদ্দিকী, নির্বাহী সম্পাদক, দৈনিক সিলেটের ডাক, সিলেট।

শুনানীর তারিখ ঃ ২৫/০৬/০৫ ও ২৮/০৭/০৫ ইং।
রায়ের তারিখ ঃ ২৮/০৭/২০০৫ ইং।

রায়

অদ্য, ২৮/০৭/০৫ ইং তারিখ মামলাটি শুনানীর দিন ধার্য্য করা হয়েছে। প্রতিপক্ষের ৩নং বিবাদী "দৈনিক সিলেটের ডাক" পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক, জনাব ইকবাল সিদ্দিকী উপস্থিত হয়ে হাজিরা দাখিল করেছেন। ফরিয়াদী এখনও উপস্থিত হয়নি। বিগত ২৫/৬/০৫ইং তারিখে বাদীপক্ষ হাজির ছিল এবং অদ্যকার তারিখ সম্পর্কে অবহিত হয়ে স্বাক্ষর করেছেন। এখন সময় বেলা ১২.০০ টা, বাদীপক্ষ কোন প্রকার পদক্ষেপ নেয়নি। যেহেতু বাদীপক্ষ কোন পদক্ষেপ নেয়নি। সেহেতু মামলাটি Dismissed for Default করা হলো।

www.pathagar.com

কাউন্সিলের ১২/০৯/২০০৫ ইং তারিখের মাসিক সাধারণ অধিবেশনে রায়টি অনুমোদন লাভ করে।

স্বাক্ষরিত/-
(বিচারপতি আবু সাঈদ আহাম্মদ)
চেয়ারম্যান।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(গিয়াস কামাল চৌধুরী)	(আবুল আসাদ)	(মইনুদ্দিন কাদেরী শওকত)	(আজিজুল হক বান্না)
সদস্য।	সদস্য।	দস্য।	সদস্য।

www.pathagar.com

মামলা নং-১/২০০৫

জনাব আয়ান শর্মা — ফরিয়াদী
প্রযত্নে ঃ রেবতী মহাজনের বাড়ী
আমান বাজার,
১নং দক্ষিণ পাহাড়তলী ওয়ার্ড
ডাকঘরঃ ফতেয়াবাদ
থানা ঃ হাট হাজারী
জিলা- চট্টগ্রাম।

বনাম

১। জনাব মতিউর রহমান, সম্পাদক — প্রতিপক্ষ
২। জনাব মাহফুজ আনাম, প্রকাশক
৩। জনাব আবুল মোমেন, আবাসিক সম্পাদক
৪। জনাব মুহম্মদ শামসুল হক, সিনিয়র সাব এডিটর,
৫। জনাব বিশ্বজিৎ চৌধুরী, সহ- সম্পাদক,
দৈনিক প্রথম আলো,
১০৫, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫।
৬। জনাব শহীদুল আলম, সাধারণ সম্পাদক,
চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়ন,
চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব ভবন, জামাল খান, চট্টগ্রাম।

জুডিশিয়াল কমিটির উপস্থিত সদস্যবৃন্দ ঃ

১। বিচারপতি আবু সাঈদ আহাম্মদ — চেয়ারম্যান
২। জনাব গিয়াস কামাল চৌধুরী — সদস্য
৩। জনাব আবুল আসাদ — "
৪। জনাব মঈনুদ্দীন কাদেরী শওকত — "
৫। জনাব আজিজুল হক বান্না — "

ফরিয়াদী ঃ স্বয়ং উপস্থিত।
প্রতিপক্ষে ঃ অনুপস্থিত।
শুনানীর তারিখ ঃ ১১/০৮/০৫ ও ৩১/০৮/০৫ ইং।
রায়ের তারিখ ঃ ২২/০৯/২০০৫ ইং।

বিগত ১১/০৮/০৫ইং তারিখে মামলাটি উভয়পক্ষের উপস্থিতিতে শুনানীর জন্য open করা হয় এবং উভয়পক্ষের সংক্ষিপ্ত নিবেদন শ্রবনান্তে ঐ দিন সময়ের অভাবে উভয়পক্ষের সম্মতিতে ৩১/০৮/০৫ইং তারিখ

www.pathagar.com

পরবর্তী শুনানীর জন্য ধার্য করা হয়। ৩১/০৮/০৫ ইং তারিকে মোকদ্দমাটির ফরিয়াদী তার স্বাক্ষীদের নিয়ে হাজির হন। কিন্তু প্রতিবাদীগন পূর্ব তারিখে হাজির থাকলেও এবং উভয় পক্ষের সম্মতিতে শুনানীর তারিখ ৩১/০৮/০৫ ইং ধার্য করা সত্বেও ঐ দিন প্রতিপক্ষ হাজির ছিল না এবং তাহারা মামলার বিষয়ে কোন স্টেপও নেয় নাই। এমতাবস্থায় মামলাটি ৩১/০৮/০৫ ইং তারিখে একতরফাভাবে শুনানীর জন্য গ্রহণ ও সমাপ্ত করিয়া অত্র রায় প্রদান করা হলো।

রায়

ফরিয়াদী আয়ান শর্মার বিরূদ্ধে প্রতিপক্ষগণ তাহাদের বিগত ০২/০১/০৫ ইং তারিখে "দৈনিক প্রথম আলো" পত্রিকার সহযোগী "আলোকিত চট্টগ্রাম" নামক দৈনিকে "ভুয়া সাংবাদিকদের তৎপরতায় সিইউজের উদ্বেগ"- শিরোনামে নিম্নে বর্ণিত সংবাদটি প্রকাশ করেন।

" সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে আর কোনদিন কোনো অপকর্ম করবো না' -এই অংগীকার করে এবং চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়নের (সিইউজে) কাছে মুচলেকা দিয়ে ছাড়া পেয়েছেন ভুয়া সাংবাদিক বেলাল হোসেন রিয়াজ ও আয়ান শর্মা।

মাদকবিরোধী সংগঠনের কর্মী ও সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে পাহাড়তলী থানার এস.আই. জাহাঙ্গীর কবিরের কাছে ২০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে বেলাল হোসেন রিয়াজ।

পরে জাহাঙ্গীর কবির এই ভুয়া সাংবাদিককে সিইউজে কার্যালয়ে নিয়ে আসেন। এই চাঁদা দাবির পেছনে আয়ান শর্মার জড়িত থাকার ব্যাপারে বেলাল হোসেনের দাবি অনুযায়ী আয়ানকেও সিইউজে কার্যালয়ে ডেকে আনা হয়। সিইউজের পাঠানো প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গত ২৫ ডিসেম্বর এস আই জাহাঙ্গীর কবিরের কাছে ২০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করার পর তিনি কৌশলে ভুয়া সাংবাদিক বেলাল হোসেন রিয়াজকে সিইউজে কার্যালয়ে নিয়ে আসেন। আয়ান শর্মাকেও সেখানে হাজির করা হয়। ধৃত দুই ভুয়া সাংবাদিক অভিভাবকদের উপস্থিতিতে নিজেদের অপরাধ, স্বীকার করে। আয়ান শর্মাও চাঁদাবাজিতে তার জড়িত থাকার কথা স্বীকার করে।

উল্লেখ্য, প্রথম আলোর আঞ্চলিক প্রকাশনা "আলোকিত চট্টগ্রাম" পূর্বকোণ, আজাদীসহ ঢাকা ও চট্টগ্রামের বিভিন্ন অক্ষাত পত্রিকার সাংবাদিক/ফটোগ্রাফার পরিচয় দিয়ে আরো কিছু ধান্দাবাজ নানা কৌশল ও অপকর্মের মাধ্যমে বিভিন্ন মহলকে বিভ্রান্ত করে আসছে। এরা জায়গাজমির বিরোধ নিস্পত্তি, দুর্নীতি, মাদক ব্যবসায় জড়িত থাকায়, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অনিয়ম ইত্যাদি নিয়ে 'নিউজ' করার নামে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহে লিপ্ত বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। অনুসন্ধানে জানা যায়, এরা কেউ আদৌ কোন পত্রিকার সাংবাদিক নয়। এসব তথাকথিত সাংবাদিক সংশ্লিষ্ট মহলের অসচেতনতার সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন পত্রিকার নাম ব্যবহার করে নিজেদেরকে প্রচারবিহীন সাইনবোর্ড সর্বস্ব কিছু পত্রিকার রিপোর্টার, ব্যুরো চীফ ইত্যাদি বলে পরিচয় দিয়ে থাকে।

এমনকি কেউ কেউ নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন পত্রিকার কর্মরত সাংবাদিকদের নামও ব্যবহার করে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। উল্লেখ্য, আয়ান শর্মা এক সময় প্রচারক হিসেবে প্রথম আলোর আঞ্চলিক প্রকাশনা

www.pathagar.com

আলোকিত চট্টগ্রামে মাঝে মধ্যে লেখালেখি করলেও বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ আসার কারনে দীর্ঘদিন থেকে তার লেখা ছাপানো বন্ধ করে দেওয়া হয়। তার সাথে প্রথম আলো আলোকিত চট্টগ্রামের কোন সম্পর্ক নেই।

এদিকে চট্টগ্রামে ভুয়া সাংবাদিকদের অপতৎপরতা বৃদ্ধিতে সিইউজে নেতৃবৃন্দ উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তারা বলেন, সাইনবোর্ড সর্বস্ব পত্রিকার কার্ডধারী কিছু প্রতারক সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে অপকর্ম করছে যা সাংবাদিকতা পেশার জন্য অপমানজনক। এ ব্যাপারে সকলের সচেতনতা কামনা করেছেন তারা।"

উপরোক্ত প্রতিবেদনে বিলাল হোসেন রিয়াজের নাম উল্লেখ থাকিলেও জনাব বিলাল হোসেন রিয়াজ এই মামলার পক্ষ নন।

উপরোক্ত প্রতিবেদনে বিক্ষুব্ধ হইয়া আয়ান শর্মা একা পরের দিনই অর্থাৎ ০৩/০১/২০০৫ ইং তারিখে উক্ত সংবাদকে মিথ্যা ও বানোয়াট বলে দাবী করে একটি লিখিত প্রতিবাদলিপি সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্রে প্রচারের জন্য প্রেরণ করে। প্রতিবাদলিপি প্রকাশ না করার ফলে ০৫/০১/২০০৫ ইং তারিখে প্রেস কাউন্সিলে এই মামলাটি দায়ের করেন।

মামলার নোটিশ প্রাপ্তির পর প্রতিপক্ষ একটি লিখিত জবাব দাখিল করেন। উহার বিপরীতে ফরিয়াদী আয়ান শর্মা একটি লিখিত প্রতিউত্তর দাখিল করেন।

যেহেতু মামলাটি একতরফা শুনানীর জন্য গৃহীত হয়েছে সেহেতু আয়ান শর্মার অন্য স্বাক্ষী উপস্থিত থাকলেও তিনি নিজে একমাত্র স্বাক্ষী হিসাবে তারপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করেন। তাহার বিরূদ্ধে আনীত অভিযোগ যে, "তিনি একজন ভুয়া সাংবাদিক" এর বিরূদ্ধে আয়ান শর্মা বলেন যে, তিনি ভুয়া সাংবাদিক নন। বরং চট্টগ্রাম সরকারী কলেজ থেকে ডিগ্রী পাশ করার পর তিনি সাংবাদিকতা আরম্ভ করেন এবং প্রথম আলোতে নিউজ কন্ট্রিবিউটার হিসাবে কাজ করেন। প্রমানের জন্য তিনি প্রদর্শনী-১ ঃ (যাহা আর্থ নিউজ সোসাইটি, ১৪, পুরানা পল্টন, ঢাকা নামক একটি সংবাদ সংস্থা কর্তৃক তাহাকে প্রদত্ত একটি প্রত্যয়ন পত্র) দাখিল করেন এবং পূর্ব হইতেই সাংবাদিকতার সাথে জড়িত আছেন বলিয়া প্রমান করেন। তিনি '২নং প্রদর্শনীঃ (অপরাধ বার্তা, ৪৫/১-নং, পুরানা পল্টন কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেট, ঢাকা) দ্বারা প্রমান করেন যে, অপরাধ বার্তায় তিনি ব্যুরো প্রধান হিসাবে কাজ করেন। ফরিয়াদী ৩নং প্রদর্শনীঃ (সাপ্তাহিক আলোকিত চট্টগ্রাম কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেট) দ্বারা প্রমান করেন, আলোকিত চট্টগ্রামে তিনি সিনিয়র ষ্টাফ রিপোর্টার হিসাবে কাজ করেন। ৪নং প্রদর্শনীঃ (লেখক সাংবাদিক কর্মশালা সার্টিফিকেট) দ্বারা প্রমান করেন যে, তিনি ১২-১৭ সেপ্টেম্বর ২০০০ সন পর্যন্ত আলোকিত লেখক -সাংবাদিক কর্মশালায় প্রশিক্ষন নেয়। ৫নং প্রদর্শনীঃ (পোট্রেট, ৭ম ফটোগ্রাফিক ওয়ার্কসপ ১৯৯৮ সার্টিফিকেট) দ্বারা তিনি প্রমান করে যে, ২০-২১শে নভেম্বর ১৯৯৮ সনে ফটো জার্নালিষ্ট হিসাবে প্রশিক্ষন নেন। প্রদর্শনী-৬ঃ (বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেট) দ্বারা প্রমান করেন যে ১৮-৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ২০০৪ সন সময়ে তিনি মানবাধিকার কর্মশালায় অংশ গ্রহণ করেন। ৭ নং- প্রদর্শনীঃ (অপরাধ বার্তার পরিচয়পত্র) দ্বারা প্রমান করেন যে ০১-০৯-২০০৪ হইতে ৩১-১২-২০০৪ ইং পর্যন্ত এবং ৭(১) নং- প্রদর্শনীঃ (বাংলাদেশ নিউজ সিন্ডিকেটের পরিচয়পত্র) দ্বারা প্রমান করেন যে ০১-০১-২০০৪ হইতে ৩১-১২-২০০৫ পর্যন্ত ও ৭(২) নং-প্রদর্শনীঃ (জাতীয় সাবাদিক সংস্থার পরিচয়পত্র ০১-০১-০৪ হইতে ৩১-১২-০৫) দ্বারা

www.pathagar.com

প্রমান করেন যে ফরিয়াদী বর্তমানেও বাংলাদেশ নিউজ সিন্ডিকেট এবং জাতীয় সাংবাদিক সংস্থা 'অপরাধ বার্তা' পত্রিকায় সাংবাদিকতা পেশায় নিয়োজিত আছেন। উক্ত প্রদর্শনীগুলোতে অপরাধবার্তা, বাংলাদেশ নিউজ সিন্ডিকেট, জাতীয় সাংবাদিক সংস্থা প্রমান করে যে, এইগুলো প্রেস কার্ড। ৮নং প্রদর্শনীঃ (প্রথম আলো-আলোকিত চট্টগ্রাম) দ্বারা প্রমান করে যে, ফরিয়াদী প্রথম আলোতে প্রথম সংবাদ সংগ্রহ করে ১৬/১০/২০০৪ ইং তারিখে এবং প্রদর্শনী ৮(১) দ্বারা প্রমান করে যে তিনি ২১/১০/২০০৪ ইং তারিখেও প্রথম আলোতে সংবাদ সংগ্রহ করেন। ফরিয়াদী এ ছাড়া আরো দাবী করে যে তিনি প্রথম আলোতে অনেক দিন যাবৎ অনেক সংবাদ সরবরাহ করেছেন।

ফরিয়াদী তাহার বিরূদ্ধে প্রতিবাদীগণ কর্তৃক আনীত অভিযোগ যে তিনি পুলিশের নিকট চাঁদা দাবী করেছিলেন- তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট বলে উল্লেখ করেন। ফরিয়াদী জবানবন্দীতে উল্লেখ করেন যে, ২৫/১২/২০০৪ ইং তারিখে তাহাকে সাংবাদিক ইউনিয়নের অফিসে জোর করে আটকে রাখে এবং জোর করে মিথ্যা কাগজে তার কয়েকটি স্বাক্ষর প্রতিবাদীগণ নেয়। তিনি উহার বিরূদ্ধে প্রদর্শনী-৯ঃ (সাধারণ ডায়েরী) এবং ৯(১)ঃ (সাধারণ ডায়েরী) এর মাধ্যমে স্থানীয় থানায় অবহিত করেন। তিনি কাউন্সিলের নিকট একাধিকবার জোর দিয়ে বলেন, তিনি সাধারন লোক এবং পুলিশের নিকট সাধারণ লোক কর্তৃক কখনও চাঁদা চাওয়ার প্রশ্নই আসে না। তিনি আরো বলেন যে, তিনি একজন সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। তার মা-বাবা দুইজনই ডাক্তার। তিনি অনেকদিন থেকে শিক্ষিত লোক হিসাবে সাংবাদিকতা করিতেছেন। যেহেতু তার কাছে এ পেশা ভাল লাগে। তাই ফরিয়াদী আরো দাবী করেন যে, তিনি প্রতিবাদলিপি প্রথম আলোতে দাখিল করার পরও তারা তাদের পত্রিকায় প্রকাশ করে নাই। ফরিয়াদী প্রথম আলো কর্তৃপক্ষের কর্তৃক উপদেশ অনুসারে স্থানীয় একজন রোগী যার নাম হ্যাপী মজুমদার (একজন কিডনী রোগী) তার সাহায্যের জন্য বিভিন্ন শিল্পীর সমন্বয়ে চিটাগাং যে, একটি কনসার্ট অনুষ্ঠান করেন এবং তাহাতে যে আয় হয় প্রথম আলো কর্তৃপক্ষের জ্ঞাত সারে উক্ত রোগীকে আয়ের সম্পূর্ণ টাকা প্রদান করেন এবং এ ব্যাপারে ভুল বুঝাবুঝির জন্যই প্রথম আলো তাহার বিরূদ্ধে তর্কিত প্রতিবেদনে তাহাকে সমাজে হেয় প্রতিপন্ন এবং ছোট করার জন্য মিথ্যা ও বানোয়াট খবর তাদের কাগজে ছাপিয়ে দিয়েছে। ইহাতে তাহার অপূরনীয় ক্ষতি সাধিত হয়েছে। তাহার প্রতিবাদলিপি প্রথম আলোতে প্রকাশ না করার দরুন ফরিয়াদী অত্র প্রেস কাউন্সিলে মামলা দায়ের করেছেন।

যেহেতু প্রতিপক্ষ কোন স্বাক্ষী দেয় নাই বা কোন পদক্ষেপ নেয় নাই। কেবল একটি জবাব দাখিল করেছেন এবং তাহারা শুনানীর তারিখে অনুপস্থিত থাকে এবং ফরিয়াদীকে কোন জেরা না করায়, ফরিয়াদীর উপরিউক্ত সকল কথা বা মামলার বিষয়বস্তু মৌখিক সাক্ষ্য ও দালিলিক প্রমান (প্রদর্শনী) দ্বারা ফরিয়াদী তাহার মামলাটি প্রতিবাদীদের বিরূদ্ধে প্রমান করতে সক্ষম হয়েছেন বলে কাউন্সিল মনে করে। কোন কোন বিষয় পরিপূর্ণ জানার জন্য কাউন্সিলের সদস্যগন ফরিয়াদীকে জেরা করেন। কিন্তু তাহার দ্বারা ফরিয়াদীর স্বাক্ষ্য ও প্রমানাদীকে খন্ডিত করা যায় নাই। এমতাবস্থায় আমরা একমত পোষন করি, প্রতিবাদীগণ প্রথম আলোর সাপ্লিমেন্টারী আলোকিত চট্টগ্রামে ফরিয়াদীকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য তর্কিত সংবাদটি মিথ্যা ও বানোয়াটভাবে ছেপেছেন এবং প্রতিবাদীদের বিরূদ্ধে ফরিয়াদী মামলাটি প্রমান করিতে সক্ষম হয়েছেন।

www.pathagar.com

অতএব, আদেশ হয় যে প্রতিপক্ষ প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ১২(১) নং ধারায় বিধান অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছে। কাজেই বিবাদীগণকে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করা হলো এবং ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করে দিয়ে মামলাটি নিষ্পত্তি করা হলো।

এ রায় প্রাপ্তীর দুই সপ্তাহের মধ্যে রায়টি "দৈনিক প্রথম আলোর সাপ্লিমেন্টারী আলোকিত চট্টগ্রাম" পত্রিকায় প্রকাশ করে পত্রিকার কপি অত্র কাউন্সিলে প্রেরণ করার জন্য প্রতিপক্ষগণকে নির্দেশ দেয়া হলো। যদি ২ সপ্তাহের মধ্যে এই রায় প্রকাশ করা না হয়, তাহা হইলে কাউন্সিল প্রতিবাদীগনের বিরূদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

কাউন্সিলের ১৬/১০/২০০৫ইং তারিখের মাসিক সাধারণ অধিবেশনে রায়টি অনুমোদন লাভ করে।

স্বাক্ষরিত/-
(বিচারপতি আবু সাঈদ আহাম্মদ)
চেয়ারম্যান।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(গিয়াস কামাল চৌধুরী)	(আবুল আসাদ)	(মইনুদ্দিন কাদেরী শওকত)	(আজিজুল হক বান্না)
সদস্য।	সদস্য।	সদস্য।	সদস্য।

www.pathagar.com

মামলা নং-১২/২০০৪

জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান — ফরিয়াদী
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
গোপালপুর গনপূর্ত উপ-বিভাগ,
টাঙ্গাইল

বনাম

জনাব জাফর আহমেদ — প্রতিপক্ষ
সম্পাদক
দৈনিক মজলুমের কণ্ঠ
লোন অফিস সুপার মার্কেট(২য় তলা),
নিরালার মোড়, টাঙ্গাইল।

জুডিশিয়াল কমিটির উপস্থিত সদস্যবৃন্দ ঃ

১। বিচারপতি আবু সাঈদ আহাম্মদ — চেয়ারম্যান
২। মেজর (অবঃ) মনজুর কাদের এম,পি — সদস্য
৩। জনাব গিয়াস কামাল চৌধুরী — ,,
৪। জনাব আবুল আসাদ — ,,
৫। জনাব কাজী সিরাজউদ্দিন আহমেদ — ,,
৬। জনাব আজিজুল হক বান্না — ,,

ফরিয়াদীপক্ষে ঃ জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন লস্কর, এডভোকেট।
প্রতিপক্ষ ঃ অনুপস্থিত।

শুনানীর তারিখ ঃ ১১/০৮/০৫ ও ০৮/০৯/০৫ ইং।
রায়ের তারিখ ঃ ০৩/১০/২০০৫ ইং।

রায়

এই মোকদ্দমাটিতে প্রতিবাদীপক্ষ কাউন্সিল কর্তৃক নোটিশ প্রাপ্ত হওয়ার পরে একটি লিখিত জবাব ০৮/০২/২০০৫ ইং তারিখে দাখিল করেন। ফরিয়াদী তাহার বিপরীতে লিখিত প্রতিউত্তর ১৭/০৩/২০০৫ ইং তারিখে দাখিল করেন।

১১/০৮/২০০৫ ইং তারিখে শুনানীর জন্য নির্দিষ্ট ছিল। ফরিয়াদী নিজে এবং তাহার ১মা স্ত্রীকে স্বাক্ষী হিসাবে আদালতে হাজিরা দেন। প্রতিবাদীপক্ষ কোন প্রকার পদক্ষেপ নেয় নাই। ফলে মোকদ্দমাটি

www.pathagar.com

একতরফাভাবে শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। বাদী মোখলেছুর রহমান ১ নং স্বাক্ষী হিসাবে স্বাক্ষ্য দেন। এই মোকদ্দমার বিষয়বস্তু এই যে ফরিয়াদীর বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষ "দৈনিক মজলুমের কণ্ঠ", টাঙ্গাইল, তারিখ ২৬/১০/০৪ সংখ্যা ৫৪-তে নিম্নলিখিত বিবরণী ছাপিয়ে দেয়।

"গণপূর্ত বিভাগের ইঞ্জিনিয়ার মোখলেসের কাজ- ৬০ বছর বয়সে যিনি গোপনে প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে ১৮ বছর বয়সী এক যুবতিকে বিয়ে করেছেন"- শিরোনামে- গনপূর্ত বিভাগের প্রকৌশলী ৬০ বছর বয়সে প্রতারনামূলকভাবে ১৮ বছরের এক যুবতীকে গোপনে অবৈধ বিবাহ করেছে এ নিয়ে স্থানীয় গনপূর্ত বিভাগের কর্মচারী এবং জনমনে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। জানা যায়, টাঙ্গাইল গনপূর্ত বিভাগের গোপালপুর উপ-বিভাগের উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী মোঃ মোখলেছুর রহমান(৬০) ১ম শ্রেণীর সরকারী গেজেটেড অফিসার। বৃদ্ধ বয়সে ঘাটাইল থানাধীন নয়নচালা গ্রামের মৃত নশু মিয়ার ১৮ বছরের কন্যা হনুফা বেগমকে প্রতারনামূলক গোপন বিবাহ করে। তাদের বিয়ের বৈধ কোন কাবিননামা নেই। ৬০ বছরের বৃদ্ধ ইঞ্জিনিয়ার মোখলেসুর রহমান চালাকি ও প্রতারনা করে মুন্সীগঞ্জের ভুয়া ঠিকানায় টাঙ্গাইল নোটারী পাবলিকের নিকট একটি এভিড়েভিট করে। পরে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে মুন্সিগঞ্জের ঠিকানায় মোখলেসের কেউ থাকে না। অথচ ঢাকার কচুক্ষেতে ইঞ্জিনিয়ার মোখলেসুর রহমানের ৫ম তলা নিজস্ব বাসা আছে। সে বাসায় তার প্রথম স্ত্রী বসবাস করে। বিবাহের এভিডেভিটের ১নং শর্তে ইঞ্জিনিয়ার মোখলেসুর রহমান তার বয়স ৫০ বছর ২য় শর্তে বিগত ২৪-২-০৪ তারিখ হনুফা বেগমকে মৌলভী দিয়ে বিয়ে পড়ানো হয়েছে বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু কোন মৌলভী দিয়ে বিয়ে পড়ানো হয়েছে তার কোন নাম নেই।

ইতিমধ্যে হনুফা বেগমের গর্ভে একটি পুত্র সন্তান জন্ম হয়েছে। এ নিয়ে জনমনে নানা প্রশ্ন। ৬০ বছরের ইঞ্জিনিয়ার মোখলেসুর রহমান বৃদ্ধ বয়সে ১৮ বছরের যুবতীকে অসামঞ্জস্যপূর্ণ রহস্যজনক অবৈধ বিয়ে করে নারী উপভোগ করেছেন বলে স্থানীয় অভিজ্ঞ মহলের ধারণা।"

ফরিয়াদী প্রতিবাদীর "দৈনিক মজলুমের কণ্ঠ" পত্রিকার এই রিপোর্টে ক্ষুব্ধ হইয়া এবং রিপোর্টটিকে সম্পূর্ণ বানোয়াট ও মিথ্যা বলে অভিহিত করিয়া তাহার মান সম্মানের হানি হয়েছে এবং লোক সমাজে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছে দাবী করিয়া প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ১২ ধারায় এই মোকদ্দমা প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে আনায়ন করে। ফরিয়াদী আরো উল্লেখ করেন যে, তাহার বিরুদ্ধে প্রকাশিত উক্ত মিথ্যা রিপোর্টের বিরুদ্ধে তিনি একটি লিখিত প্রতিবাদলিপি প্রস্তুত করিয়া প্রতিপক্ষের দৈনিক কাগজের অফিসে দাখিল করেন এবং তাহার কাগজে ছাপাইতে অনুরোধ করেন কিন্তু প্রতিবাদলিপিটি উক্ত কাগজে না ছাপানোর কারণে মামলাটির কারণ উদ্ভব হয় এবং মামলাটি দায়ের করে।

ফরিয়াদী তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সমূহ মিথ্যা দাবী করিয়া আদালতের সামনে নিজে স্বাক্ষ্য দেন যে, তাহার ১মা স্ত্রী মোকদ্দমার ২নং স্বাক্ষী মাহবুবা রহমান প্রায়ই অসুস্থ থাকার কারণে তিনি ২য় বিবাহ করেন এবং আরো স্বাক্ষ্য দেন যে তাহার ১মা স্ত্রীর মৌখিক অনুমতিক্রমে ফরিয়াদী ৩নং সাক্ষী হনুফা বেগমকে ২য় স্ত্রী হিসাবে বিবাহ করেন এবং বিবাহের সময় তাহার ২য় স্ত্রীর বয়স ৩০ বছর ছিল। ইতিপূর্বে তাহার আরেকটি বিবাহ হইয়াছিল। সেখান থেকে তালাক দেওয়ার পরে ফরিয়াদী শরিয়ত মত তাহাকে ২৩/০২/২০০৪ ইং তারিখের কাবিন (প্রদর্শনী-১) মূলে ২য় স্ত্রী হনুফা বেগমকে বিয়ে করেন। ফরিয়াদী আরো বলেন যে

www.pathagar.com

ইতিমধ্যে ২য় স্ত্রীর ঘরে ১টি ছেলে ও ১টি মেয়ে সন্তান জন্ম হয়েছে। ১নং স্বাক্ষী ৩নং স্বাক্ষীর সহিত তাহার বিবাহ আইনত হইয়াছে প্রমানের জন্য তাহার বিবাহ যে পড়াইয়াছে তাহার কাজী ৪নং স্বাক্ষী মৌলভী আমির আলীকে কোর্টের সামনে হাজির করেন। ১নং ও ২নং স্বাক্ষী ১১/৮/০৫ ইং তারিখে স্বাক্ষী দেন। ২নং স্বাক্ষী ফরিয়াদীর ১ম স্ত্রী স্বাক্ষ্য দেন যে তাহার অনুমতিক্রমে তাহার স্বামী ২য় বিবাহ করেন এবং তিনি সব সময় অসুস্থ থাকতেন বিধায় ২য় বিবাহ করেন। ৩নং ও ৪নং স্বাক্ষী ০৮/০৯/০৫ ইং তারিখে স্বাক্ষ্য দেন। ৩নং স্বাক্ষী হমুফা বেগম স্বাক্ষ্য দেয় যে, ফরিয়াদীর সঙ্গে তাহার বিবাহের সময় তাহার বয়স ছিল ৩০ বছর এবং ইহার পূর্বে তাহার আরেকটি বিয়ে হয়েছিল। তালাকপ্রাপ্ত হইয়া তিনি ফরিয়াদীকে ২য় বিবাহ করেন। ইতিমধ্যে তাহার ঔরশে ২টি সন্তান যথা- ১টি ছেলে ও ১টি মেয়ে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। ৪নং স্বাক্ষী মৌলভী আমির আলী স্বাক্ষ্য দেন যে তিনি এ বিবাহের কাজী ছিলেন এবং বিবাহ পড়াইয়াছেন। বিবাহ পড়ানোর আগে ১ম স্ত্রী ২য় বিবাহের জন্য মৌখিক সম্মতি দিয়াছিলেন বলিয়া জানিতে পারেন এবং বিবাহ রেজিষ্ট্রি করার সময় ১ম স্বাক্ষী ঐ কথা তাহার নিকট প্রকাশ করেন। ১ম স্বাক্ষীর এই কথাটি ২য় স্বাক্ষী সমর্থন করেন।

উপরোক্ত অবস্থাধীনে এবং ১নং, ২নং, ৩নং, ৪নং স্বাক্ষীর স্বাক্ষ্য যাচাই বাছাই করিয়া দেখা যায় যে, "দৈনিক মজলুমের কণ্ঠ" পত্রিকাটিতে ফরিয়াদীর বিরূদ্ধে যে সমস্ত কথা বা অভিযোগ করা হয়েছে তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট। ৪টি স্বাক্ষীর সমর্থিত স্বাক্ষ্য কাবিন নামা (প্রদর্শনী-১) এবং ১নং স্বাক্ষীর এফিডেভিড (প্রদর্শনী-২) তে প্রকাশ পাইয়াছে যে প্রতিবাদীর অভিযোগসমূহ মিথ্যা ও বানোয়াট এবং ৬০ বছরের বৃদ্ধ প্রতারনার আশ্রয় নিয়া ১৮ বছরের এক যুবতীকে বিবাহ করিয়াছে, বলিয়া কথা সঠিক নহে। বিবাহের সময় ফরিয়াদীর বয়স ৬০ বছর ছিল না তার চেয়ে কম ছিল এবং তাহার ২য় স্ত্রীর বয়স ৩০ বছর ছিল। ফরিয়াদীর মৌখিক ও দালিলিক স্বাক্ষীতে পরিষ্কারভাবে প্রমানিত হয় যে ৩নং স্বাক্ষীর বয়স তাহার ২য় বিবাহের সময় ৩০ বছর ছিল, ১৮ বছর ছিল না এবং এই বিবাহের পূর্বে তাহার অন্য জায়গায় বিবাহ হয়েছিল।

প্রতিপক্ষ এই মোকদ্দমায় জবাব দেওয়া ছাড়া তাহার কাগজে ফরিয়াদীর বিরূদ্ধে আনীত অভিযোগগুলিকে প্রমান করার জন্য কোন পদক্ষেপ নেয় নাই। উপরোক্ত অবস্থাধীনে কাউন্সিল সর্ব সম্মতিক্রমে একমত যে, প্রতিবাদীর অভিযোগগুলি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট এবং ৩নং স্বাক্ষীর সহিত ১নং স্বাক্ষীর বিবাহ আইন ও শরিয়ত সম্মতভাবে হয়েছে এবং আমরা বিশ্বাস করি যে ফরিয়াদী তাহার মোকদ্দমাটি প্রমান করতে সমর্থ হয়েছে। সুতরাং আদেশ হয় যে, ফরিয়াদীর বিরূদ্ধে মিথ্যা সংবাদ পরিবেশনের জন্য প্রতিবাদী "দৈনিক মজলুমের কণ্ঠ" এর সম্পাদক জনাব জাফর আহমেদকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ১২(১)নং ধারার বিধান মোতাবেক তিরস্কার, সতর্ক ও ভর্ৎসনা করা হলো।

আরো আদেশ দেয়া হয় যে, উক্ত আইনে ১২(২) নং ধারা মোতাবেক এ রায় প্রতিবাদী তাহার "দৈনিক মজলুমের কণ্ঠ" নামক সংবাদপত্রে রায়ের সই মুহুরী অনুলিপি প্রাপ্তির ৭(সাত) দিবসের মধ্যে হুবুহু ছাপাইবেন। না ছাপাইলে কাউন্সিল তাহার বিরূদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। আরো আদেশ হয় যে, জেলা প্রশাসক, টাঙ্গাইল উপরোক্ত "দৈনিক মজলুমের কণ্ঠ" কাগজ তাহার জেলায় আছে কিনা ? এবং তাহার প্রকাশ আইনতঃ সঠিক কিনা ? বর্তমানে প্রকাশনা আদেশ চালু কিনা ? প্রকাশনার আইনতঃ অনুমতি আছে কিনা ? ইত্যাদি বিষয়ে, অত্র রায়ের একটি অনুলিপি পাওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া লিখিতভাবে অত্র আদালতকে অভিহিত করিবেন। রায়ের একটি অনুলিপি টাঙ্গাইল, জেলা প্রশাসককে পাঠানো হউক।

www.pathagar.com

কাউন্সিলের ১৬/১০/২০০৫ইং তারিখের মাসিক সাধারণ অধিবেশনে রায়টি অনুমোদন লাভ করে।

স্বাক্ষরিত/-
(বিচারপতি আবু সাঈদ আহাম্মদ)
চেয়ারম্যান।

স্বাক্ষরিত/-
(মেজর (অবঃ) মনজুর কাদের এম.পি)
সদস্য।

স্বাক্ষরিত/-
(আবুল আসাদ)
সদস্য।

স্বাক্ষরিত/-
(কাজী সিরাজ উদ্দিন আহমেদ)
সদস্য।

স্বাক্ষরিত/-
(পিয়াস কামাল চৌধুরী)
সদস্য।

স্বাক্ষরিত/-
(মঈনুদ্দিন কাদেরী শওকত)
সদস্য।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজুল হক বান্না)
সদস্য।

www.pathagar.com

মামলা নং-৯/২০০৪

কর্নেল মোঃ মজিবুর রহমান পি এস সি(অবঃ) — ফরিয়াদী
বি-১১০, লেইন-৮,
নিউ ডি ও এইচ এস, মহাখালী,
ঢাকা-১২০৬।

বনাম

১। জনাব এ, এম, এম, বাহাউদ্দিন সম্পাদক, — প্রতিপক্ষ
২। জনাব আবদুস সামাদ, রিপোর্টার,
৩। চীফ রিপোর্টার,
৪। জনাব এ, এস, এম, বাকী বিল্লাহ, প্রকাশক,
দৈনিক ইনকিলাব,
২/১, আর, কে, মিশন রোড, ঢাকা-১২০৩।

জুডিশিয়াল কমিটির উপস্থিত সদস্যবৃন্দ ঃ

১। বিচারপতি আবু সাঈদ আহাম্মদ — চেয়ারম্যান
২। মেজর (অবঃ) মনজুর কাদের এম.পি. — সদস্য
৩। জনাব গিয়াস কামাল চৌধুরী — ,,
৪। জনাব আবুল আসাদ — ,,
৫। জনাব কাজী সিরাজউদ্দিন আহমেদ — ,,
৬। জনাব মইনুদ্দীন কাদেরী শওকত — ,,

ফরিয়াদী ঃ স্বয়ং উপস্থিত।
প্রতিপক্ষে ঃ মোঃ সহিদুজ্জামান, এডভোকেট।

শুনানীর তারিখ ঃ ০১/০৯/০৫, ২২/০৯/০৫ ও ১১/১০/২০০৫ইং।
রায়ের তারিখ ঃ ১১/১০/২০০৫ ইং।

রায়

এই মোকদ্দমাটি ফরিয়াদী কর্নেল(অবঃ) মোঃ মুজিবুর রহমান দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকার ১৩/০২/২০০২ ইং তারিখের রিপোর্টের বিরুদ্ধে প্রেস কাউন্সিলে দায়ের করেন। মোকদ্দমাটি দায়ের করার পর প্রতিপক্ষ জবাব এবং ফরিয়াদী প্রতিউত্তর দাখিল করেন। মামলাটি চলা অবস্থায় উভয়পক্ষ নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তের উপনীত হন যে, যদি প্রতিপক্ষ দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকায় ফরিয়াদীর দায়েরকৃত মোকদ্দমার অভিযোগের প্রবিাদলিপিটি ছাপিয়ে দেয় তাহলে ফরিয়াদী এই মোকদ্দমাটি চালাবে না।

www.pathagar.com

এমতাবস্থায় প্রতিপক্ষ ১০/১০/২০০৫ ইং তারিখে দৈনিক ইনকিলাবে ১১ পৃষ্ঠায় প্রতিবাদলিপিটি ছাপিয়েছে। অতএব, উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে প্রতিবাদলিপিটি ছাপানোর কারণে মামলাটি নিস্পত্তি করা হইল।

এ রায় প্রাপ্তীর ৭(সাত) দিবসের মধ্যে রায়টি হুবুহু "দৈনিক ইনকিলাব" পত্রিকায় প্রকাশ করে পত্রিকার কপি অত্র কাউন্সিলে প্রেরণ করার জন্য প্রতিপক্ষগণকে নির্দেশ দেয়া হলো।

কাউন্সিলের ১৬/১০/২০০৫ইং তারিখের মাসিক সাধারণ অধিবেশনে রায়টি অনুমোদন লাভ করে।

স্বাক্ষরিত/-
(বিচারপতি আবু সাঈদ আহাম্মদ)
চেয়ারম্যান।

স্বাক্ষরিত/-
(মেজর (অবঃ) মনজুর কাদের এম.পি)
সদস্য।

স্বাক্ষরিত/-
(আবুল আসাদ)
সদস্য।

স্বাক্ষরিত/-
(কাজী সিরাজ উদ্দিন আহমেদ)
সদস্য।

স্বাক্ষরিত/-
(গিয়াস কামাল চৌধুরী)
সদস্য।

স্বাক্ষরিত/-
(মঈনুদ্দিন কাদেরী শওকত)
সদস্য।

www.pathagar.com

মামলা নং-২/২০০৫

জনাব এম, জামাল উদ্দিন — ফরিয়াদী
আমির বিল্ডিং (২য় তলা), বেপারীপাড়া
ডাকঘর- পাঠানতলী, থানা-ডবলমুড়িং,
জিলা- চট্টগ্রাম।

বনাম

১। জনাব মতিউর রহমান, সম্পাদক — প্রতিপক্ষ
২। জনাব মাহফুজুল আনাম, প্রকাশক
৩। জনাব আবুল মোমেন, আবাসিক সম্পাদক
৪। জনাব মুহম্মদ শামসুল হক, সিনিয়র সাব এডিটর,
৫। জনাব বিশ্বজিৎ চৌধুরী, সহ- সম্পাদক,
দৈনিক প্রথম আলো, সি.এ.ভবন
১০৫, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫।

জুডিশিয়াল কমিটির উপস্থিত সদস্যবৃন্দ ঃ

১। বিচারপতি আবু সাঈদ আহাম্মদ — চেয়ারম্যান
২। মেজর (অবঃ) মনজুর কাদের এম.পি. — সদস্য
৩। জনাব গিয়াস কামাল চৌধুরী — ,,
৪। জনাব আবুল আসাদ — ,,
৫। জনাব কাজী সিরাজউদ্দিন আহমেদ — ,,
৬। জনাব মইনুদ্দীন কাদেরী শওকত — ,,

ফরিয়াদী ঃ অনুপস্থিত।
প্রতিপক্ষ ঃ অনুপস্থিত।

শুনানীর তারিখ ঃ ২৩/০৭/০৫, ১১/০৮/০৫, ১৫/০৯/০৫ ও ১১/১০/২০০৫ইং।
প্রত্যাহারের তারিখ ঃ ১১/১০/২০০৫ ইং।

রায়

অত্র মামলায় ফরিয়াদীপক্ষ ইতিপূর্বেও মামলাটি প্রত্যাহার করার দরখাস্ত দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রতিবাদী উপস্থিত না থাকায় প্রত্যাহারের বিষয়ে আদালত সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। এজন্য অদ্য ১১/১০/২০০৫ ইং তারিখ উভয়পক্ষকে হাজির থাকার জন্য নোটিশ জারী করা হয়েছিল। কিন্তু প্রতিপক্ষ অদ্যও হাজির নাই। ফরিয়াদীপক্ষ

www.pathagar.com

কুরিয়ার সার্ভিস যোগে মোকদ্দমাটি প্রত্যাহার করার জন্য অদ্য আরেকটি লিখিত দরখাস্ত পাঠিয়েছেন। উক্ত দরখাস্তে প্রতিবাদীরও লিখিত সম্মতি আছে। এমতাবস্থায় প্রত্যাহারের দরখাস্তটি গ্রহণ করা হইল এবং মোকদ্দমাটি প্রত্যাহার করা হইল বলিয়া সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল।

কাউন্সিলের ১৬/১০/২০০৫ইং তারিখের মাসিক সাধারণ অধিবেশনে প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত অনুমোদন লাভ করে।

স্বাক্ষরিত/-
(বিচারপতি আবু সাঈদ আহাম্মদ)
চেয়ারম্যান।

স্বাক্ষরিত/-
(মেজর (অবঃ) মনজুর কাদের এম.পি)
সদস্য।

স্বাক্ষরিত/-
(আবুল আসাদ)
সদস্য।

স্বাক্ষরিত/-
(কাজী সিরাজ উদ্দিন আহমেদ)
সদস্য।

স্বাক্ষরিত/-
(গিয়াস কামাল চৌধুরী)
সদস্য।

স্বাক্ষরিত/-
(মঈনুদ্দিন কাদেরী শওকত)
সদস্য।

www.pathagar.com

মামলা নং-৬/২০০৫

জনাব রেজাউল করিম ফখরুল — ফরিয়াদী
পিতা- সিদ্দিকুর রহমান
গ্রাম- দত্তরাইল
ডাকঘর-ঢাকাদক্ষিণ
থানা- গোলাপগঞ্জ, জেলা-সিলেট। বনাম

১। জনাব মোঃ আব্দুল আহাদ, সংবাদদাতা — প্রতিপক্ষ
দৈনিক জালালাবাদ
সাং- চৌধুরী, একাডুমা
ডাকঘর-রানাফিং, থানা-গোলাপগঞ্জ, জেলা-সিলেট।
২। জনাব মুকতাবিস-উন-নুর, সম্পাদক
দৈনিক জালালাবাদ,
কুদরত উল্লাহ মার্কেট(৩য় তলা), সিলেট।

জুডিশিয়াল কমিটির উপস্থিত সদস্যবৃন্দ ঃ

১। বিচারপতি আবু সাঈদ আহাম্মদ — চেয়ারম্যান
২। মেজর (অবঃ) মনজুর কাদের এম.পি. — সদস্য
৩। জনাব গিয়াস কামাল চৌধুরী — ,,
৪। জনাব আবুল আসাদ — ,,
৫। জনাব কাজী সিরাজউদ্দিন আহমেদ — ,,
৬। জনাব মইনুদ্দীন কাদেরী শওকত — ,,

ফরিয়াদী ঃ অনুপস্থিত।
প্রতিপক্ষে ঃ জনাব মোঃ আব্দুল আহাদ, সংবাদদাতা, দৈনিক জালালাবাদ।

শুনানীর তারিখ ঃ ২৫/০৮/০৫, ১৫/০৯/০৫ ও ১১/১০/২০০৫ইং।
রায়ের তারিখ ঃ ১১/১০/২০০৫ ইং।

রায়

এই মোকদ্দমায় বাদী রেজাউল করিম ফখরুল, প্রতিবাদী মোঃ আব্দুল আহাদ, সংবাদদাতা ও মুকতাবিস-উন-নুর, সম্পাদক, দৈনিক জালালাবাদ পত্রিকার বিরূদ্ধে প্রেস কাউন্সিলে অত্র মামলা দায়ের করেন। দৈনিক জালালাবাদ পত্রিকায় ১৬/০৫/২০০৫ ইং তারিখের সংখ্যায় " গোলাপগঞ্জ প্রভাবশালীদের ছত্র ছায়ায় মাদক ব্যবসা অব্যাহত"- শিরোনামে সংবাদ ছাপানোর বিরূদ্ধে অত্র মামলা দায়ের করেন। কিন্তু মোকদ্দমা দায়ের করার পর কোন সময়ই অত্র আদালতে ফরিয়াদী হাজির হয় নাই। বিবাদী সব সময় হাজির ছিলেন।

www.pathagar.com

অদ্যও হাজির আছেন। যেহেতু অদ্য ১১/১০/২০০৫ ইং তারিখ শুনানীর দিন ধার্য্য থাকা স্বত্ত্বেও ফরিয়াদী হাজির হন নাই। সেহেতু মামলাটি Dismissed for Default করা হইল।

কাউন্সিলের ১৬/১০/২০০৫ইং তারিখের মাসিক সাধারণ অধিবেশনে রায়টি অনুমোদন লাভ করে।

স্বাক্ষরিত/-
(বিচারপতি আবু সাঈদ আহাম্মদ)
চেয়ারম্যান।

স্বাক্ষরিত/-
(মেজর (অবঃ) মনজুর কাদের এম.পি)
সদস্য।

স্বাক্ষরিত/-
(আবুল আসাদ)
সদস্য।

স্বাক্ষরিত/-
(কাজী সিরাজ উদ্দিন আহমেদ)
সদস্য।

স্বাক্ষরিত/-
(গিয়াস কামাল চৌধুরী)
সদস্য।

স্বাক্ষরিত/-
(মঈনুদ্দিন কাদেরী শওকত)
সদস্য।

www.pathagar.com

জুডিশিয়াল কমিটির কার্যাবলী

প্রতিবেদনাধীন বছরে কাউন্সিলের জুডিশিয়াল কমিটির মোট ২২টি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এসব অধিবেশনে ১৩টি মামলার শুনানী অনুষ্ঠিত হয়েছে। পূর্বের মামলা সহ ৯টি মামলার রায় প্রদান করা হয়েছে এবং বাদীর আবেদনক্রমে ১টি মামলা প্রত্যাহার করা হয়েছে। ৫টি মামলা অনিস্পন্ন রয়েছে।

অধিবেশনসমূহ এবং শুনানীকৃত মামলাসমূহের মাসওয়ারী পরিসংখ্যান নিম্নরূপ ঃ

জানুয়ারী ঃ ১টি

১। ৩০-০১-০৫ইং

মামলা নং-৬/২০০৪
জনাব মুন্সী রুহুল আমীন
৩/২০১, ইস্টার্ন সার্কিট
৩০, সার্কিট হাউজ রোড,
ঢাকা-১০০০।
বনাম
১। জনাব রফিক আহমেদ, সম্পাদক,
২। জনাব তৌহিদুল ইসলাম সাঈদ, প্রতিবেদক,
৩। জনাব স্বপন নন্দী, প্রধান প্রতিবেদক,
পাক্ষিক অপরাধ বিন্দু
৬৪, নিউ সার্কুলার রোড (৩য় তলা)
মগবাজার চৌরাস্তা, ঢাকা-১২১৭।

ফেব্রুয়ারী ঃ ১টি

১। ১০-০২-০৫ইং

মামলা নং-৭/২০০৪
কর্নেল মোঃ মজিবুর রহমান পি এস সি(অবঃ)
বি-১১০, লেইন-৮, নিউ ডি ও এইচ এস,
মহাখালী, ঢাকা-১২০৬।
বনাম
জনাব মোঃ আবদুস সামাদ, সম্পাদক,
সাপ্তাহিক সকলের কণ্ঠ,
আফাজ ভবন (৩য় তলা)
শিববাড়ী, গাজীপুর।

জুন ঃ ৩ টি

১। ১৫-০৬-২০০৫ইং

মামলা নং-৬/২০০৪
জনাব মুন্সী রুহুল আমীন
৩/২০১, ইস্টার্ন সার্কিট

www.pathagar.com

৩০, সার্কিট হাউজ রোড,
ঢাকা-১০০০।

বনাম

১। জনাব রফিক আহমেদ, সম্পাদক,
২। জনাব তৌহিদুল ইসলাম সাঈদ, প্রতিবেদক,
৩। জনাব স্বপন নন্দী, প্রধান প্রতিবেদক,
পাক্ষিক অপরাধ বিন্দু
৬৪, নিউ সার্কুলার রোড (৩য় তলা)
মগবাজার চৌরাস্তা, ঢাকা-১২১৭।

মামলা নং-৭/২০০৪

কর্নেল মোঃ মজিবুর রহমান পি এস সি(অবঃ)
বি-১১০, লেইন-৮, নিউ ডি ও এইচ এস,
মহাখালী, ঢাকা-১২০৬।

বনাম

জনাব মোঃ আবদুস সামাদ, সম্পাদক,
সাপ্তাহিক সকলের কণ্ঠ,
আফাজ ভবন (৩য় তলা)
শিববাড়ী, গাজীপুর।

২। ২৫-০৬-০৫ ইং

মামলা নং-৬/২০০৪

জনাব মুন্সী রুহুল আমীন
৩/২০১, ইস্টার্ন সার্কিট
৩০, সার্কিট হাউজ রোড,
ঢাকা-১০০০।

বনাম

১। জনাব রফিক আহমেদ, সম্পাদক,
২। জনাব তৌহিদুল ইসলাম সাঈদ, প্রতিবেদক,
৩। জনাব স্বপন নন্দী, প্রধান প্রতিবেদক,
পাক্ষিক অপরাধ বিন্দু
৬৪, নিউ সার্কুলার রোড (৩য় তলা)
মগবাজার চৌরাস্তা, ঢাকা-১২১৭।

মামলা নং-৮/২০০৪

জনাব আবু আশ্রাফ মাহমুদুন্নবী (জাহিদ)
সেক্রেটারী/মোতয়াল্লী,

www.pathagar.com

দেওয়ান রিয়াজউদ্দীন আহমেদ
ওয়াকফ্ এস্টেট, দারোগাবাড়ী, কুমিল্লা।

বনাম

১। জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, প্রধান সম্পাদক,
২। ফারহানা শারমিন, সম্পাদক ও প্রকাশক,
সাপ্তাহিক বাংলার আলোড়ন,
আরামবাগকুটি, গর্জনখোলা, কুমিল্লা।

মামলা নং-১০/২০০৪
জনাব মোঃ কফিল উদ্দিন চৌধুরী
গ্রাম- ফাজিলপুর, ডাকঘর-রানাপিং,
থানা- গোলাপগঞ্জ, জেলা- সিলেট।

বনাম

১। রাবেয়া খাতুন চৌধুরী, সম্পাদক,
২। জনাব আবদুল আহাদ, গোলাপগঞ্জ সংবাদদাতা,
৩। জনাব ইকবাল ছিদ্দিকী, নির্বাহী সম্পাদক,
৪। জনাব এনামুল হক জুবায়ের, বার্তা সম্পাদক,
দৈনিক সিলেটের ডাক,
মধুবন সুপার মার্কেট (৪র্থ তলা), বন্দর বাজার, সিলেট।

৩। ২৯-০৬-০৫ইং

মামলা নং-১১/২০০৪
জনাব মোঃ মুনিরুজ্জামান ভুঁইয়া
কেন্দ্রীয় ছাত্র কল্যান সম্পাদক,
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবির,
৪৮/১/এ, পুরানা পল্টন,
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

বনাম

১। জনাব মোহম্মদ আতিকুল্লাহ খান মাসুদ, সম্পাদক
২। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা,
দৈনিক জনকণ্ঠ,
২৪/এ, নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা।

মামলা নং-১২/২০০৪
জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
গোপালপুর গনপূর্ত উপ-বিভাগ, টাঙ্গাইল।

www.pathagar.com

বনাম
জনাব জাফর আহমেদ
সম্পাদক
দৈনিক মজলুমের কণ্ঠ
লোন অফিস সুপার মার্কেট(২য় তলা),
নিরালার মোড়, টাঙ্গাইল।

মামলা নং-১/২০০৫
জনাব আয়ান শর্মা
প্রযত্নে ঃ রেবতী মহাজনের বাড়ী
আমান বাজার,
১নং দক্ষিণ পাহাড়তলী ওয়ার্ড
ডাকঘরঃ ফতেয়াবাদ
থানা ঃ হাট হাজারী
জিলা- চট্টগ্রাম।
বনাম
১। জনাব মতিউর রহমান, সম্পাদক
২। জনাব মাহফুজ আনাম, প্রকাশক
৩। জনাব আবুল মোমেন, আবাসিক সম্পাদক
৪। জনাব মুহম্মদ শামসুল হক, সিনিয়র সাব এডিটর,
৫। জনাব বিশ্বজিৎ চৌধুরী, সহ- সম্পাদক,
দৈনিক প্রথম আলো,
১০৫, কাজী নজরুল ইসলাম এ ভিনিউ
কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫।
৬। জনাব শহীদুল আলম, সাধারণ সম্পাদক,
চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়ন,
চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব ভবন, জামাল খান, চট্টগ্রাম।

জুলাই ঃ ২টি
১। ২৩-০৭-০৫ইং

মামলা নং-২/২০০৫
জনাব এম. জামাল উদ্দিন
আমির বিল্ডিং (২য় তলা), বেপারীপাড়া
ডাকঘর- পাঠানতলী, থানা-ডবলমুড়িং,
জিলা- চট্টগ্রাম।
বনাম
১। জনাব মতিউর রহমান, সম্পাদক

www.pathagar.com

২। জনাব মাহফুজ আনাম, প্রকাশক
৩। জনাব আবুল মোমেন, আবাসিক সম্পাদক
৪। জনাব মুহম্মদ শামসুল হক, সিনিয়র সাব এডিটর,
৫। জনাব বিশ্বজিৎ চৌধুরী, সহ- সম্পাদক,
দৈনিক প্রথম আলো, সি.এ.ভবন
১০৫, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫।

মামলা নং-৩/২০০৫
জনাব মোঃ ফিরোজ সালেহ উদ্দিন আহমেদ
বেলভিউ ডায়াগনস্টিক সেন্টার
১৮৭, উত্তর শাহজাহানপুর, ঢাকা
বনাম
১। জনাব এম, এ, মতিন, সম্পাদক,
২। জনাব মনির উদ্দিন চাষী, চর ফ্যাশন প্রতিনিধি
দৈনিক দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল।
৩। জনাব আবু তালহা তাজিব
প্রযত্নে- মোঃ মাহমুদুল হাসান খোকন
কে. জাহান মার্কেট সদর রোড, ভোলা।
৪। মোসাম্মাৎ তাহমিনা সুলতানা লাভলী
প্রযত্নে- মোঃ মাহমুদুল হাসান খোকন
কে. জাহান মার্কেট সদর রোড, ভোলা।

২। ২৮-০৭-০৫ইং

মামলা নং-৬/২০০৪
জনাব মুন্সী রুহুল আমীন
৩/২০১, ইস্টার্ন সার্কিট
৩০, সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা-১০০০।
বনাম
১। জনাব রফিক আহমেদ, সম্পাদক,
২। জনাব তৌহিদুল ইসলাম সাঈদ, প্রতিবেদক,
৩। জনাব স্বপন নন্দী, প্রধান প্রতিবেদক,
পাক্ষিক অপরাধ বিন্দু
৬৪, নিউ সার্কুলার রোড (৩য় তলা)
মগবাজার চৌরাস্তা, ঢাকা-১২১৭।

www.pathagar.com

মামলা নং-১০/২০০৪

জনাব মোঃ কফিল উদ্দিন চৌধুরী
গ্রাম- ফাজিলপুর, ডাকঘর-রানাপিং,
থানা- গোলাপগঞ্জ, জেলা- সিলেট।

বনাম

১। রাবেয়া খাতুন চৌধুরী, সম্পাদক,
২। জনাব আবদুল আহাদ, গোলাপগঞ্জ সংবাদদাতা,
৩। জনাব ইকবাল ছিদ্দিকী, নির্বাহী সম্পাদক,
৪। জনাব এনামুল হক জুবায়ের, বার্তা সম্পাদক,
দৈনিক সিলেটের ডাক,
মধুবন সুপার মার্কেট (৪র্থ তলা), বন্দর বাজার, সিলেট।

আপীল ঃ ৪টি

১। ০৪-০৮-০৫ইং

মামলা নং-৮/২০০৪

জনাব আবু আশ্রাফ মাহমুদুন্নবী (জাহিদ)
সেক্রেটারী/মোতয়াল্লী,
দেওয়ান রিয়াজউদ্দীন আহমেদ
ওয়াকফ্ এস্টেট, দারোগাবাড়ী, কুমিল্লা।

বনাম

১। জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, প্রধান সম্পাদক,
২। ফারহানা শারমিন, সম্পাদক ও প্রকাশক,
সাপ্তাহিক বাংলার আলোড়ন,
আরামবাগকুটি, গর্জনখোলা, কুমিল্লা।

মামলা নং-৯/২০০৪

কর্নেল মোঃ মজিবুর রহমান পি এস সি(অবঃ)
বি-১১০, লেইন-৮, নিউ ডি ও এইচ এস, মহাখালী,
ঢাকা-১২০৬।

বনাম

১। জনাব এ, এম, এম, বাহাউদ্দিন সম্পাদক,
২। জনাব আবদুস সামাদ, রিপোর্টার,
৩। চীফ রিপোর্টার,
৪। জনাব এ, এস, এম, বাকী বিল্লাহ, প্রকাশক,
দৈনিক ইনকিলাব,
২/১, আর, কে, মিশন রোড, ঢাকা-১২০৩।

www.pathagar.com

২। ১১-০৮-০৫ইং

মামলা নং-১১/২০০৪

জনাব মোঃ মুনিরুজ্জামান ভুঁইয়া
কেন্দ্রীয় ছাত্র কল্যাণ সম্পাদক,
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবির,
৪৮/১/এ, পুরানা পল্টন,
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

বনাম

১। জনাব মোহম্মদ আতিকুল্লাহ খান মাসুদ, সম্পাদক
২। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা,
দৈনিক জনকণ্ঠ,
২৪/এ, নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা।

মামলা নং-১২/২০০৪

জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
গোপালপুর গনপূর্ত উপ-বিভাগ, টাঙ্গাইল।

বনাম

জনাব জাফর আহমেদ
সম্পাদক
দৈনিক মজলুমের কণ্ঠ
লোন অফিস সুপার মার্কেট(২য় তলা),
নিরালার মোড়, টাঙ্গাইল।

মামলা নং-২/২০০৫

জনাব এম. জামাল উদ্দিন
আমির বিল্ডিং (২য় তলা), বেপারীপাড়া
ডাকঘর- পাঠানতলী, থানা-ডবলমুড়িং, জিলা- চট্টগ্রাম।

বনাম

১। জনাব মতিউর রহমান, সম্পাদক
২। জনাব মাহফুজ আনাম, প্রকাশক
৩। জনাব আবুল মোমেন, আবাসিক সম্পাদক
৪। জনাব মুহম্মদ শামসুল হক, সিনিয়র সাব এডিটর,
৫। জনাব বিশ্বজিৎ চৌধুরী, সহ- সম্পাদক,
দৈনিক প্রথম আলো, সি.এ.ভবন
১০৫, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫।

www.pathagar.com

৩। ২৫-০৮-০৫ইং

মামলা নং-৩/২০০৫

জনাব মোঃ ফিরোজ সালেহ উদ্দিন আহমেদ
বেলভিউ ডায়াগনস্টিক সেন্টার
১৮৭, উত্তর শাহজাহানপুর, ঢাকা।

বনাম

১। জনাব এম, এ, মতিন, সম্পাদক,
২। জনাব মনির উদ্দিন চাষী, চর ফ্যাশন প্রতিনিধি
দৈনিক দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল।
৩। জনাব আবু তালহা তাজিব
প্রযত্নে- মোঃ মাহমুদুল হাসান খোকন
কে. জাহান মার্কেট সদর রোড, ভোলা।
৪। মোসাম্মাৎ তাহমিনা সুলতানা লাভলী
প্রযত্নে- মোঃ মাহমুদুল হাসান খোকন
কে. জাহান মার্কেট সদর রোড, ভোলা।

মামলা নং-৪/২০০৫

জনাব মোঃ ফিরোজ সালেহ উদ্দিন আহমেদ
বেলভিউ ডায়াগনস্টিক সেন্টার
১৮৭, উত্তর শাহজাহানপুর, ঢাকা।

বনাম

১। জনাব কাজী নাছির উদ্দিন বাবুল, সম্পাদক,
২। জনাব শিপু ফরাজী, দৈনিক আজকের বার্তা,
বরিশাল।
৩। জনাব আবু তালহা তাজিব
প্রযত্নে- মোঃ মাহমুদুল হাসান খোকন
কে. জাহান মার্কেট সদর রোড, ভোলা।
৪। মোসাম্মাৎ তাহমিনা সুলতানা লাভলী
প্রযত্নে- মোঃ মাহমুদুল হাসান খোকন
কে. জাহান মার্কেট সদর রোড, ভোলা।

মামলা নং-৬/২০০৫

জনাব রেজাউল করিম ফখরুল
পিতা- সিদ্দিকুর রহমান
গ্রাম- দত্তরাইল
ডাকঘর-ঢাকা দক্ষিণ
থানা- গোলাপগঞ্জ, জেলা-সিলেট।

www.pathagar.com

বনাম

১। জনাব মোঃ আব্দুল আহাদ, সংবাদদাতা
দৈনিক জালালাবাদ
সাং- চৌধুরী, একাড়ুমা,
ডাকঘর-রানাফিং, থানা-গোলাপগঞ্জ, জেলা-সিলেট।
২। জনাব মুকতাবিস-উন-নুর, সম্পাদক
দৈনিক জালালাবাদ,
কুদরত উল্লাহ মার্কেট(৩য় তলা), সিলেট।

৪। ৩১-০৮-০৫ ইং

মামলা নং-১/২০০৫
জনাব আয়ান শর্মা
প্রযত্নে ঃ রেবতী মহাজনের বাড়ী
আমান বাজার,
১নং দক্ষিণ পাহাড়তলী ওয়ার্ড
ডাকঘরঃ ফতেয়াবাদ
থানা ঃ হাট হাজারী
জিলা- চট্টগ্রাম।

বনাম

১। জনাব মতিউর রহমান, সম্পাদক
২। জনাব মাহফুজ আনাম, প্রকাশক
৩। জনাব আবুল মোমেন, আবাসিক সম্পাদক
৪। জনাব মুহম্মদ শামসুল হক, সিনিয়র সাব এডিটর,
৫। জনাব বিশ্বজিৎ চৌধুরী, সহ- সম্পাদক,
দৈনিক প্রথম আলো,
১০৫, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫।
৬। জনাব শহীদুল আলম, সাধারণ সম্পাদক,
চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়ন,
চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব ভবন, জামাল খান, চট্টগ্রাম।

সেপ্টেম্বর ঃ ৫টি

১। ০১-০৯-০৫ইং

মামলা নং-৬/২০০৪
জনাব মুন্সী রুহুল আমীন
৩/২০১, ইস্টার্ন সার্কিট
৩০, সার্কিট হাউজ রোড়,
ঢাকা-১০০০।

www.pathagar.com

বনাম

১। জনাব রফিক আহমেদ, সম্পাদক,
২। জনাব তৌহিদুল ইসলাম সাঈদ, প্রতিবেদক,
৩। জনাব স্বপন নন্দী, প্রধান প্রতিবেদক,
পাক্ষিক অপরাধ বিন্দু
৬৪, নিউ সার্কুলার রোড (৩য় তলা)
মগবাজার চৌরাস্তা, ঢাকা-১২১৭।

২। মামলা নং-৯/২০০৪

কর্নেল মোঃ মজিবুর রহমান পি এস সি(অবঃ)
বি-১১০, লেইন-৮, নিউ ডি ও এইচ এস, মহাখালী,
ঢাকা-১২০৬।

বনাম

১। জনাব এ, এম, এম, বাহাউদ্দিন সম্পাদক,
২। জনাব আবদুস সামাদ, রিপোর্টার,
৩। চীফ রিপোর্টার,
৪। জনাব এ, এস, এম, বাকী বিল্লাহ, প্রকাশক,
দৈনিক ইনকিলাব,
২/১, আর, কে, মিশন রোড, ঢাকা-১২০৩।

২। ০৮-০৯-০৫ইং

মামলা নং-১১/২০০৪

জনাব মোঃ মুনিরুজ্জামান ভুঁইয়া
কেন্দ্রীয় ছাত্র কল্যান সম্পাদক,
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবির,
৪৮/১/এ, পুরানা পল্টন,
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

বনাম

১। জনাব মোহম্মদ আতিকুল্লাহ খান মাসুদ, সম্পাদক
২। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা,
দৈনিক জনকণ্ঠ,
২৪/এ, নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা।

মামলা নং-১২/২০০৪

জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
গোপালপুর পনপূর্ত উপ-বিভাগ, টাঙ্গাইল।

বনাম

www.pathagar.com

জনাব জাফর আহমেদ
সম্পাদক
দৈনিক মজলুমের কণ্ঠ
লোন অফিস সুপার মার্কেট(২য় তলা),
নিরালার মোড়, টাঙ্গাইল।

মামলা নং-৩/২০০৫
জনাব মোঃ ফিরোজ সালেহ উদ্দিন আহমেদ
বেলভিউ ডায়াগনস্টিক সেন্টার
১৮৭, উত্তর শাহজাহানপুর, ঢাকা।
বনাম
১। জনাব এম, এ, মতিন, সম্পাদক,
২। জনাব মনির উদ্দিন চাষী, চর ফ্যাশন প্রতিনিধি
দৈনিক দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল।
৩। জনাব আবু তালহা তাজিব
প্রযত্নে- মোঃ মাহমুদুল হাসান খোকন
কে. জাহান মার্কেট সদর রোড, ভোলা।
৪। মোসাম্মাৎ তাহমিনা সুলতানা লাভলী
প্রযত্নে- মোঃ মাহমুদুল হাসান খোকন
কে. জাহান মার্কেট সদর রোড, ভোলা।

মামলা নং-৪/২০০৫
জনাব মোঃ ফিরোজ সালেহ উদ্দিন আহমেদ
বেলভিউ ডায়াগনস্টিক সেন্টার
১৮৭, উত্তর শাহজাহানপুর, ঢাকা।
বনাম
১। জনাব কাজী নাছিরুদ্দিন বাবুল, সম্পাদক,
২। জনাব শিপু ফরাজী, দৈনিক আজকের বার্তা,
বরিশাল।
৩। জনাব আবু তালহা তাজিব
প্রযত্নে- মোঃ মাহমুদুল হাসান খোকন
কে. জাহান মার্কেট সদর রোড, ভোলা।
৪। মোসাম্মাৎ তাহমিনা সুলতানা লাভলী
প্রযত্নে- মোঃ মাহমুদুল হাসান খোকন
কে. জাহান মার্কেট সদর রোড, ভোলা।

www.pathagar.com

৩। ১৫-০৯-০৫ইং

মামলা নং-৬/২০০৪
জনাব মুন্সী রুহুল আমীন
৩/২০১, ইস্টার্ন সার্কিট
৩০, সার্কিট হাউজ রোড,
ঢাকা-১০০০।

বনাম

১। জনাব রফিক আহমেদ, সম্পাদক,
২। জনাব তৌহিদুল ইসলাম সাঈদ, প্রতিবেদক,
৩। জনাব স্বপন নন্দী, প্রধান প্রতিবেদক,
পাক্ষিক অপরাধ বিন্দু
৬৪, নিউ সার্কুলার রোড (৩য় তলা)
মগবাজার চৌরাস্তা, ঢাকা-১২১৭।

মামলা নং-২/২০০৫
জনাব এম. জামাল উদ্দিন
আমির বিল্ডিং (২য় তলা), বেপারীপাড়া
ডাকঘর- পাঠানতলী, থানা-ডবলমুড়িং,
জিলা- চট্টগ্রাম।

বনাম

১। জনাব মতিউর রহমান, সম্পাদক
২। জনাব মাহফুজ আনাম, প্রকাশক
৩। জনাব আবুল মোমেন, আবাসিক সম্পাদক
৪। জনাব মুহম্মদ শামসুল হক, সিনিয়র সাব এডিটর,
৫। জনাব বিশ্বজিৎ চৌধুরী, সহ- সম্পাদক,
দৈনিক প্রথম আলো, সি.এ.ভবন
১০৫, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫।

মামলা নং-৬/২০০৫
জনাব রেজাউল করিম ফখরুল
পিতা- সিদ্দিকুর রহমান
গ্রাম- দত্তরাইল
ডাকঘর-ঢাকাদক্ষিণ
থানা- গোলাপগঞ্জ, জেলা-সিলেট।

বনাম

www.pathagar.com

১। জনাব মোঃ আব্দুল আহাদ, সংবাদদাতা
দৈনিক জালালাবাদ
সাং- চৌধুরী, একাডুমা,
ডাকঘর-রানাফিং, থানা-গোলাপগঞ্জ, জেলা-সিলেট।
২। জনাব মুকতাবিস-উন-নুর, সম্পাদক
দৈনিক জালালাবাদ,
কুদরত উল্লাহ মার্কেট(৩য় তলা), সিলেট।

৪। ২২-০৯-০৫ইং

মামলা নং-৯/২০০৪
কর্নেল মোঃ মজিবুর রহমান পি এস সি(অবঃ)
বি-১১০, লেইন-৮, নিউ ডি ও এইচ এস, মহাখালী,
ঢাকা-১২০৬।
বনাম
১। জনাব এ, এম, এম, বাহাউদ্দিন সম্পাদক,
২। জনাব আবদুস সামাদ, রিপোর্টার,
৩। চীফ রিপোর্টার,
৪। জনাব এ, এস, এম, বাকী বিল্লাহ, প্রকাশক,
দৈনিক ইনকিলাব,
২/১, আর, কে, মিশন রোড, ঢাকা-১২০৩।

৫। ২৫-০৯-০৫ইং

১। মামলা নং-৬/২০০৪
জনাব মুন্সী রুহুল আমীন
৩/২০১, ইস্টার্ন সার্কিট
৩০, সার্কিট হাউজ রোড,
ঢাকা-১০০০।
বনাম
১। জনাব রফিক আহমেদ, সম্পাদক,
২। জনাব তৌহিদুল ইসলাম সাঈদ, প্রতিবেদক,
৩। জনাব স্বপন নন্দী, প্রধান প্রতিবেদক,
পাক্ষিক অপরাধ বিন্দু
৬৪, নিউ সার্কুলার রোড (৩য় তলা)
গবাজার চৌরাস্তা, ঢাকা-১২১৭।

অক্টোবর ঃ ২টি

১। ০৫-১০-০৫ইং

১। মামলা নং-১১/২০০৪
জনাব মোঃ মুনিরুজ্জামান ভুঁইয়া
কেন্দ্রীয় ছাত্র কল্যান সম্পাদক,

www.pathagar.com

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবির,
৪৮/১/এ, পুরানা পল্টন,
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

বনাম

১। জনাব মোহম্মদ আতিকুল্লাহ খান মাসুদ, সম্পাদক
২। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা,
দৈনিক জনকণ্ঠ,
২৪/এ, নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা।

২। **মামলা নং-৩/২০০৫**
জনাব মোঃ ফিরোজ সালেহ উদ্দিন আহমেদ
বেলভিউ ডায়াগনস্টিক সেন্টার
১৮৭, উত্তর শাহজাহানপুর, ঢাকা।

বনাম

১। জনাব এম, এ, মতিন, সম্পাদক,
২। জনাব মনির উদ্দিন চাষী, চর ফ্যাশন প্রতিনিধি
দৈনিক দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল।
৩। জনাব আবু তালহা তাজিব
প্রযত্নে- মোঃ মাহমুদুল হাসান খোকন
কে. জাহান মার্কেট সদর রোড, ভোলা।
৪। মোসাম্মাৎ তাহমিনা সুলতানা লাভলী
প্রযত্নে- মোঃ মাহমুদুল হাসান খোকন
কে. জাহান মার্কেট সদর রোড, ভোলা।

৩। **মামলা নং-৪/২০০৫**
জনাব মোঃ ফিরোজ সালেহ উদ্দিন আহমেদ
বেলভিউ ডায়াগনস্টিক সেন্টার
১৮৭, উত্তর শাহজাহানপুর, ঢাকা।

বনাম

১। জনাব কাজী নাছিরুদ্দিন বাবুল, সম্পাদক,
২। জনাব শিপু ফরাজী, দৈনিক আজকের বার্তা,
বরিশাল।
৩। জনাব আবু তালহা তাজিব
প্রযত্নে- মোঃ মাহমুদুল হাসান খোকন
কে. জাহান মার্কেট সদর রোড, ভোলা।
৪। মোসাম্মাৎ তাহমিনা সুলতানা লাভলী

www.pathagar.com

প্রযত্নে- মোঃ মাহমুদুল হাসান খোকন
কে. জাহান মার্কেট সদর রোড, ভোলা।

২। ১১-১০-০৫ইং

১। মামলা নং-৬/২০০৪
জনাব মুন্সী রুহুল আমীন
৩/২০১, ইস্টার্ন সার্কিট
৩০, সার্কিট হাউজ রোড,
ঢাকা-১০০০।

বনাম

১। জনাব রফিক আহমেদ, সম্পাদক,
২। জনাব তৌহিদুল ইসলাম সাঈদ, প্রতিবেদক,
৩। জনাব স্বপন নন্দী, প্রধান প্রতিবেদক,
পাক্ষিক অপরাধ বিন্দু
৬৪, নিউ সার্কুলার রোড (৩য় তলা)
মগবাজার চৌরাস্তা, ঢাকা-১২১৭।

মামলা নং-৯/২০০৪
কর্নেল মোঃ মজিবুর রহমান পি এস সি(অবঃ)
বি-১১০, লেইন-৮, নিউ ডি ও এইচ এস, মহাখালী,
ঢাকা-১২০৬।

বনাম

১। জনাব এ, এম, এম, বাহাউদ্দিন সম্পাদক,
২। জনাব আবদুস সামাদ, রিপোর্টার,
৩। চীফ রিপোর্টার,
৪। জনাব এ, এস, এম, বাকী বিল্লাহ, প্রকাশক,
দৈনিক ইনকিলাব,
২/১, আর, কে, মিশন রোড, ঢাকা-১২০৩।

মামলা নং-২/২০০৫
জনাব এম. জামাল উদ্দিন
আমির বিল্ডিং (২য় তলা), বেপারীপাড়া
ডাকঘর- পাঠানতলী, থানা-ডবলমুড়িং,
জিলা- চট্টগ্রাম।

বনাম

১। জনাব মতিউর রহমান, সম্পাদক
২। জনাব মাহফুজ আনাম, প্রকাশক

www.pathagar.com

৩। জনাব আবুল মোমেন, আবাসিক সম্পাদক
৪। জনাব মুহম্মদ শামসুল হক, সিনিয়র সাব এডিটর,
৫। জনাব বিশ্বজিৎ চৌধুরী, সহ- সম্পাদক,
দৈনিক প্রথম আলো, সি.এ.ভবন
১০৫, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫।

মামলা নং-৫/২০০৫
সৈয়দ মোঃ জালাল
পরিচালক (প্রশাসন)
হীরাঝিল প্রপার্টি ডেভেলপমেন্ট (প্রাঃ) কোং. লিঃ.
প্লট নং- সি.ই.এন(সি)-১,
প্লাডিয়াম মার্কেট (৫ম তলা),
রোড নং-৯৫, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২।
বনাম
জনাব সামসুদ্দিন আহমেদ,
সম্পাদক ও প্রকাশক
দৈনিক সোনালী কণ্ঠ,
৪৩/১, নয়া পল্টন,
ঢাকা- ১০০০।

মামলা নং-৬/২০০৫
জনাব রেজাউল করিম ফখরুল
পিতা- সিদ্দিকুর রহমান
গ্রাম- দত্তরাইল
ডাকঘর-ঢাকাদক্ষিণ
থানা- গোলাপগঞ্জ, জেলা-সিলেট।
বনাম
১। জনাব মোঃ আব্দুল আহাদ, সংবাদদাতা
দৈনিক জালালাবাদ
সাং- চৌধুরী, একাডুমা,
ডাকঘর-রানাফিং, থানা-গোলাপগঞ্জ, জেলা-সিলেট।
২। জনাব মুকতাবিস-উন-নুর, সম্পাদক
দৈনিক জালালাবাদ,
কুদরত উল্লাহ মার্কেট(৩য় তলা), সিলেট।

www.pathagar.com

নভেম্বর ঃ ২টি

১। ১৫-১১-০৫ইং

মামলা নং-৬/২০০৪

জনাব মুন্সী রুহুল আমীন
৩/২০১, ইস্টার্ন সার্কিট ,
৩০, সার্কিট হাউজ রোড,
ঢাকা-১০০০।

বনাম

১। জনাব রফিক আহমেদ, সম্পাদক,
২। জনাব তৌহিদুল ইসলাম সাঈদ, প্রতিবেদক,
৩। জনাব স্বপন নন্দী, প্রধান প্রতিবেদক,
পাক্ষিক অপরাধ বিন্দু
৬৪, নিউ সার্কুলার রোড (৩য় তলা)
মগবাজার চৌরাস্তা, ঢাকা-১২১৭।

২। মামলা নং-১১/২০০৪

জনাব মোঃ মুনিরুজ্জামান ভুঁইয়া
কেন্দ্রীয় ছাত্র কল্যান সম্পাদক,
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবির,
৪৮/১/এ, পুরানা পল্টন,
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

বনাম

১। জনাব মোহম্মদ আতিকুল্লাহ খান মাসুদ, সম্পাদক
২। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা,
দৈনিক জনকণ্ঠ,
২৪/এ, নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা।

মামলা নং-৩/২০০৫

জনাব মোঃ ফিরোজ সালেহ উদ্দিন আহমেদ
বেলভিউ ডায়াগনস্টিক সেন্টার
১৮৭, উত্তর শাহজাহানপুর, ঢাকা।

বনাম

১। জনাব এম, এ, মতিন, সম্পাদক,
২। জনাব মনির উদ্দিন চাষী, চর ফ্যাশন প্রতিনিধি
দৈনিক দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল।
৩। জনাব আবু তালহা তাজিব
প্রযত্নে- মোঃ মাহমুদুল হাসান খোকন

www.pathagar.com

কে. জাহান মার্কেট সদর রোড, ভোলা।

৪। মোসাম্মাৎ তাহমিনা সুলতানা লাভলী
প্রযত্নে- মোঃ মাহমুদুল হাসান খোকন
কে. জাহান মার্কেট সদর রোড, ভোলা।

মামলা নং-৪/২০০৫

জনাব মোঃ ফিরোজ সালেহ উদ্দিন আহমেদ
বেলভিউ ডায়াগনস্টিক সেন্টার
৮৭, উত্তর শাহজাহানপুর, ঢাকা।

বনাম

১। জনাব কাজী নাছিরুদ্দিন বাবুল, সম্পাদক,
২। জনাব শিপু ফরাজী, দৈনিক আজকের বার্তা,
বরিশাল।
৩। জনাব আবু তালহা তাজিব
প্রযত্নে- মোঃ মাহমুদুল হাসান খোকন
কে. জাহান মার্কেট সদর রোড, ভোলা।
৪। মোসাম্মাৎ তাহমিনা সুলতানা লাভলী
প্রযত্নে- মোঃ মাহমুদুল হাসান খোকন
কে. জাহান মার্কেট সদর রোড, ভোলা।

২। ২৩-১১-০৫ইং

মামলা নং-৬/২০০৪

জনাব মুন্সী রুহুল আমীন
৩/২০১, ইস্টার্ন সার্কিট , ৩০, সার্কিট হাউজ রোড,
ঢাকা-১০০০।

বনাম

১। জনাব রফিক আহমেদ, সম্পাদক,
২। জনাব তৌহিদুল ইসলাম সাঈদ, প্রতিবেদক,
৩। জনাব স্বপন নন্দী, প্রধান প্রতিবেদক,
পাক্ষিক অপরাধ বিন্দু
৬৪, নিউ সার্কুলার রোড (৩য় তলা)
মগবাজার চৌরাস্তা, ঢাকা-১২১৭।

মামলা নং-১১/২০০৪

জনাব মোঃ মুনিরুজ্জামান ভুঁইয়া
কেন্দ্রীয় ছাত্র কল্যান সম্পাদক,
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবির,
৪৮/১/এ, পুরানা পল্টন,

www.pathagar.com

মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

বনাম

১। জনাব মোহম্মদ আতিকুল্লাহ খান মাসুদ, সম্পাদক

২। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা,
দৈনিক জনকণ্ঠ,
২৪/এ, নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা।

মামলা নং-৫/২০০৫

সৈয়দ মোঃ জালাল ,
পরিচালক (প্রশাসন)
হীরাঝিল প্রপার্টি ডেভেলপমেন্ট (প্রাঃ) কোং. লিঃ.
প্লট নং- সি.ই.এন(সি)-১,
প্লাডিয়াম মার্কেট (৫ম তলা),
রোড নং-৯৫, গুলশান-২
ঢাকা-১২১২।

বনাম

জনাব সামসুদ্দিন আহমেদ,
সম্পাদক ও প্রকাশক
দৈনিক সোনালী কণ্ঠ,
৪৩/১, নয়া পল্টন,
ঢাকা- ১০০০।

ডিসেম্বর ঃ ২টি

১। ১৫-১২-০৫ইং

মামলা নং-৩/২০০৫

জনাব মোঃ ফিরোজ সালেহ উদ্দিন আহমেদ
বেলভিউ ডায়াগনস্টিক সেন্টার
১৮৭, উত্তর শাহজাহানপুর, ঢাকা।

বনাম

১। জনাব এম, এ, মতিন, সম্পাদক,

২। জনাব মনির উদ্দিন চাষী, চর ফ্যাশন প্রতিনিধি
দৈনিক দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল।

৩। জনাব আবু তালহা তাজিব
প্রযত্নে- মোঃ মাহমুদুল হাসান খোকন
কে. জাহান মার্কেট সদর রোড, ভোলা।

৪। মোসাম্মাৎ তাহমিনা সুলতানা লাভলী
প্রযত্নে- মোঃ মাহমুদুল হাসান খোকন
কে. জাহান মার্কেট সদর রোড, ভোলা।

www.pathagar.com

মামলা নং-৪/২০০৫

জনাব মোঃ ফিরোজ সালেহ উদ্দিন আহমেদ
বেলভিউ ডায়াগনস্টিক সেন্টার
১৮৭, উত্তর শাহজাহানপুর, ঢাকা।

বনাম

১। জনাব কাজী নাছিরুদ্দিন বাবুল, সম্পাদক,
২। জনাব শিপু ফরাজী, দৈনিক আজকের বার্তা, বরিশাল।
৩। জনাব আবু তালহা তাজিব
প্রযত্নে- মোঃ মাহমুদুল হাসান খোকন
কে. জাহান মার্কেট সদর রোড, ভোলা।
৪। মোসাম্মাৎ তাহমিনা সুলতানা লাভলী
প্রযত্নে- মোঃ মাহমুদুল হাসান খোকন
কে. জাহান মার্কেট সদর রোড, ভোলা।

মামলা নং-৫/২০০৫

সৈয়দ মোঃ জালাল
পরিচালক (প্রশাসন)
হীরাঝিল প্রপার্টি ডেভেলপমেন্ট (প্রাঃ) কোং. লিঃ.
প্লট নং- সি.ই.এন(সি)-১,
প্লাডিয়াম মার্কেট (৫ম তলা),
রোড নং-৯৫, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২।

বনাম

জনাব সামসুদ্দিন আহমেদ,
সম্পাদক ও প্রকাশক
দৈনিক সোনালী কণ্ঠ,
৪৩/১, নয়া পল্টন, ঢাকা- ১০০০।

২। ২৯-১২-০৫ ইং

মামলা নং-৫/২০০৫

সৈয়দ মোঃ জালাল, পরিচালক (প্রশাসন)
হীরাঝিল প্রপার্টি ডেভেলপমেন্ট (প্রাঃ) কোং. লিঃ.
প্লট নং- সি.ই.এন(সি)-১, প্লাডিয়াম মার্কেট (৫ম তলা),
রোড নং-৯৫, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২।

বনাম

জনাব সামসুদ্দিন আহমেদ, সম্পাদক ও প্রকাশক
দৈনিক সোনালী কণ্ঠ, ৪৩/১, নয়া পল্টন, ঢাকা- ১০০০।

www.pathagar.com

প্রেস কাউন্সিল কর্তৃক প্রথম ট্রেনিং প্রোগ্রাম এর বিবরণ

বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের উদ্যোগে বিগত ২৭ থেকে ২৯শে সেপ্টেম্বর ২০০৫ইং ৩ দিন ব্যাপী বিভিন্ন সংবাদপত্রে নিয়োজিত কোর্ট রিপোর্টারদের নিয়ে "মানবাধিকার ও প্রেস কাউন্সিলের আচরণ বিধি" শীর্ষক একটি প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ কোর্সে ঢাকাস্থ বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকা সমূহ হতে মোট ১১ জন কোর্ট রিপোর্টার অংশগ্রহণ করেন। কাউন্সিলের এই প্রচেষ্টা ছিল মূলতঃ কোর্ট রিপোর্টারদের মানবাধিকার এবং প্রেস কাউন্সিলের আচরণ বিধির উপর পেশাগত জ্ঞান, দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধি, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় আইনগত সহায়তা প্রদানে উদ্বুদ্ধ করা। এ বিষয়ের উপর ৩ জন প্রশিক্ষক তাদের জ্ঞানগর্ব আলোচনা করেন। তিন জন প্রশিক্ষক হলে- (১) প্রফেসর ডঃ গোলাম রহমান, চেয়ারম্যান, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, (২) জনাব আবুল আসাদ, সম্পাদক, দৈনিক সংগ্রাম, (৩) জনাব হুমায়ুন কবীর চৌধুরী, কুটনৈতিক রিপোর্টার ও বিশেষ সংবাদদাতা, দি নিউ নেশন।

প্রশিক্ষনার্থী হিসেবে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন পত্রিকার নিম্নবর্ণিত কোর্ট রিপোর্টারগণ প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেন ঃ

১। এ, এস, এম, অলিউল্লাহ নোমান, স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক আমার দেশ।
২। মোহাম্মদ শরিফুল ইসলাম, স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক খবরপত্র।
৩। ওয়াকিল আহমেদ হিরন, স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক আজকের কাগজ।
৪। খোকন বড়ুয়া, স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক নয়া দিগন্ত।
৫। আব্দুর রহমান, স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক ইনকিলাব।
৬। মোঃ শহিদুল ইসলাম, সিনিয়র রিপোর্টার, দৈনিক সংগ্রাম।
৭। এডভোকেট মোঃ মাহবুবুল হক, কোর্ট রিপোর্টার, দৈনিক সংবাদ।
৮। মোঃ নিয়াজ মাহমুদ, স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক মানবজমিন।
৯। আশরাফ-উল- আলম, কোর্ট রিপোর্টার, দৈনিক প্রথম আলো।
১০। মিলটন আনোয়ার, স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক আমাদের সময়।
১১। মমতাজ মৌ, স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক আমাদের সময়।

প্রেস কাউন্সিল কর্তৃক আহুত উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের মাননীয় চেয়ারম্যান বিচারপতি জনাব আবু সাঈদ আহাম্মদ। মাননীয় চেয়ারম্যান তাঁর উদ্বোধনী বক্তব্যে বলেন যে, বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল কর্তৃক আহুত সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণের বিষয় এই প্রথম। এ বিষয়ে কাউন্সিলের কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই। কাউন্সিলের উদ্দেশ্য হলো নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশনের ব্যাপারে আপনাদেরকে কিছু ধ্যান-ধারণা দেওয়া। সেজন্য আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। আমাদের এই প্রচেষ্টায় কিছু ভুল ত্রুটি হতে পারে। আশা করি আপনারা এগুলি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং প্রতিদিন এই প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবেন। এছাড়া তিনি প্রেস কাউন্সিল এর ক্ষমতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন যে, প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ১২(১) ধারায় যে শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে তা শুধুমাত্র সতর্ক, ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করা। এই সীমিত ক্ষমতা দিয়ে কাউন্সিলকে কার্যকর ও গতিশীল করা যাচ্ছে না। যারা এখানে মামলা করতে আসেন তারা কাউন্সিলের এই সতর্ক, ভর্ৎসনা ও তিরস্কারে সন্তুষ্ট নন। তাই কাউন্সিলকে গতিশীল ও কার্যকর করতে প্রেস কাউন্সিলকে আরও কিছু ক্ষমতা দেওয়া প্রয়োজন। এজন্য প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ১২(১) ও ১২(২) ধারা সংশোধন এবং সংযোজনের প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে।

প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করেন প্রেস কাউন্সিলের সচিব লুৎফুন্নেছা বেগম। সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন কাউন্সিলের প্রধান সহকারী আবু সুফিয়ান চৌধুরী।

www.pathagar.com

'মানবাধিকার ও প্রেস কাউন্সিলের আচরণবিধি' বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণরত বিভিন্ন সংবাদপত্রের সাংবাদিকরা'

[illegible]

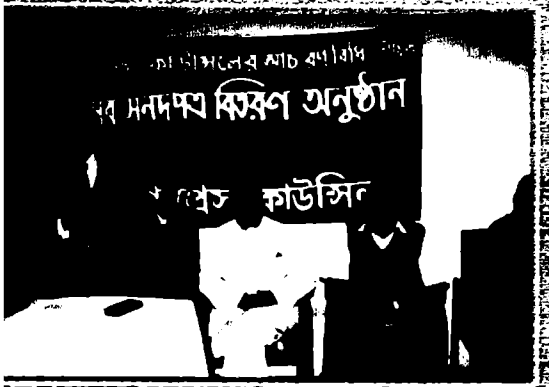

[illegible]

[illegible]

প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের অফিস কক্ষে ২০০৩ [illegible] কয়েকজন বিজ্ঞ সাংবাদিক সদস্য (১) আবুল আসাদ (২) [illegible] (৩) [illegible] (৪) মেজর (অবঃ) মঞ্জুর কাদের এম. পি (৫) [illegible] কে এম মোহসীন (৬) কাজী সিরাজ উদ্দিন আহমদ (৭) [illegible] (৮) মুন্সী আব্দুল মান্নান।

www.pathagar.com

কাউন্সিলের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী

প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ১৪ নং ধারায় Payment to the Council এবং ১৫ নং ধারায় Fund of the Council এবং ১৬ নং ধারায় Budget of the Council সম্পর্কে নিম্ন বিধান আছে।

14. Payment to the Council :

The Government may pay to the Council in each financial year such sums as may be considered necessary for the performance of the functions of the Council under this Act.

15. Fund of the Council :

(1) The Council shall have its own fund, and all such sums as may, from time to time, be paid to it by the Government and all grants and advances made to it by any other authority or person shall be credited to the Fund and all payments by the Council shall be made thereform: Provided that no grant or advance from any foreign source shall be accepted by the Council without the prior approval of the Government.

(2) All moneys belonging to the fund shall be deposited in such banks or invested in such manner as may, subject to the approval of the Government, be decided by the Council.

(3) The Council may spend such sums as it thinks fit for performung its functions under this Act, and such sums shall be treated as expenditure payable out of the fund of the Council.

16. Budget of the Council :

The Council shall prepare, in such form and at such time each year as may be prescribed, a budget in respect of the financial year next ensuing showing the estimated receipts and expenditure and sums which are likely to be required from the Government during that financial year, and forward copies, thereof to the Government for consideration and sanction of the sums shown in the budget to be required from the Government.

প্রকৃতপক্ষে সরকার থেকে প্রাপ্ত বার্ষিক অনুদান ছাড়া কাউন্সিল অন্য কোন উৎস থেকে কোন অর্থ আহরণ করে না।

প্রতিবেদনাধীন বছরে তথা ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরে কাউন্সিলের সরকারী অনুদান ছিল ৩০,০০,০০০/- (ত্রিশ লক্ষ) টাকা।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের বিবরণী

(ক)	আয়	টাকা
১।	সরকারী অনুদান	৩০,০০,০০০/-
(খ)	ব্যয়	টাকা
১।	কর্মকর্তাদের বেতন	৩,৪১,৪৬২/-
২।	কর্মচারীদের বেতন	৫,৮৪,৮২১/-
৩।	ভাতা ও সম্মানী	১০,৭৯,৫৭১/-
৪।	আনুষংগিক ব্যয়	৯,৯৪,৭৪২/-
	মোট	৩০,০০,৫৬৬/-

বিবরণী নিম্নরূপ ঃ

ক্রমিক নং	আয়ের খাত	টাকা	ক্রমিক নং	ব্যয়ের খাত	টাকা
১।	সরকারী অনুদান	৩০,০০,০০০/-	১।	কর্মকর্তাদের বেতন	৳ ৩,৪১,৪৮২/-
			২।	কর্মচারীদের বেতন	৳ ৫,৮৪,৮২১/-
			৩।	সদস্যদের সম্মানী	৳ ১,০৮,০০০/-
			৪।	বাড়ী ভাড়া ভাতা	৳ ৪,৭৪,৬৯১/-
			৫।	চিকিৎসা ভাতা	৳ ৬৬,৬০০/-
			৬।	যাতায়াত ভাতা	৳ ১১,৭২০/-
			৭।	টিফিন ভাতা	৳ ১৫,৩০০/-
			৮।	ধোলাই ভাতা	৳ ২,৪৫০/-
			৯।	উৎসব ও শ্রান্তি-বিনোদন ভাতা	৳ ১,৬৭,০৩৫/-
			১০।	পেনশন ভাতা	৳ ৩০,৫৯৭/-
			১১।	মহার্ঘ্য ভাতা	৳ ৭৮,২৮৫/-
			১২।	ভবিষ্য তহবিলের সুদ	৳ ৩৭,৫১৩/-
			১৩।	অধিকাল ও অন্যান্য ভাতা	৳ ৮৭,৩৬০/-
			১৪।	টেলিফোন ও টেলিগ্রাম	৳ ৬৪,৬৭৮/-
			১৫।	বইপত্র ও সাময়িকী ক্রয়	৳ ১১,০১৭/-

www.pathagar.com

ক্রমিক নং	আয়ের খাত	টাকা	ক্রমিক নং	ব্যয়ের খাত	টাকা
			১৬।	ফটোকপিয়ার ক্রয় ও মেরামত	৳ ৮,৭০৫/-
			১৭।	অফিস ভাড়া	৳ ২,৭৪,০০০/-
			১৮।	বিদ্যুৎ বিল	৳ ২৫,২৩০/-
			১৯।	গাড়ীর জ্বালানী ও রক্ষণাবেক্ষণ	৳ ১৯,৪৬৩/-
			২০।	আসবাবপত্র ক্রয় ও মেরামত	৳ ৪৪,২২৫/-
			২১।	প্রিন্টিং ও বাইন্ডিং	৳ ১,৩১,৯৪৫/-
			২২।	কম্পিউটার রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত	৳ ২০,৯২০/-
			২৩।	গণসংযোগ ও আপ্যায়ন	৳ ২৩,৯১২/-
			২৪।	বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ক্রয় ও মেরামত	৳ ৮,১০০/-
			২৫।	ওয়ার্ল্ড এসোসিয়েশন অব প্রেস কাউন্সিলস এর সম্মেলনে যোগদান ব্যয়	৳ ১,৮৭,৮৬২/-
			২৬।	ভ্রমণ ভাতা	৳ ২২,২৭০/-
			২৭।	সেমিনার/কর্মশালা	৳ ৭৭,০০০/-
			২৮।	ষ্টেশনারী ও বিবিধ	৳ ৭৫,৪১৫/-
	সর্বমোট প্রাপ্তি	**৳ ৩০,০০,০০০/-**		**সর্বমোট পরিশোধ**	**৳ ৩০,০০,৫৬৬/-**

www.pathagar.com

ওয়ার্ল্ড এসোসিয়েশন অফ প্রেস কাউন্সিলস্ (WAPC) এর কার্যক্রম

মহামান্য রাষ্ট্রপতির সাথে ডব্লিউ.এ.পি.সি'র নির্বাহী সদস্য জনাব মইনুদ্দীন কাদেরী_শওকতের সৌজন্য সাক্ষাৎ

প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের সাথে বিশ্ব প্রেস কাউন্সিল নির্বাহী পরিষদ সদস্য মইনুদ্দীন কাদেরী শওকত ১৮ই জুলাই, ২০০৬ খ্রীঃ সোমবার বঙ্গভবনে সাক্ষাত করেন।

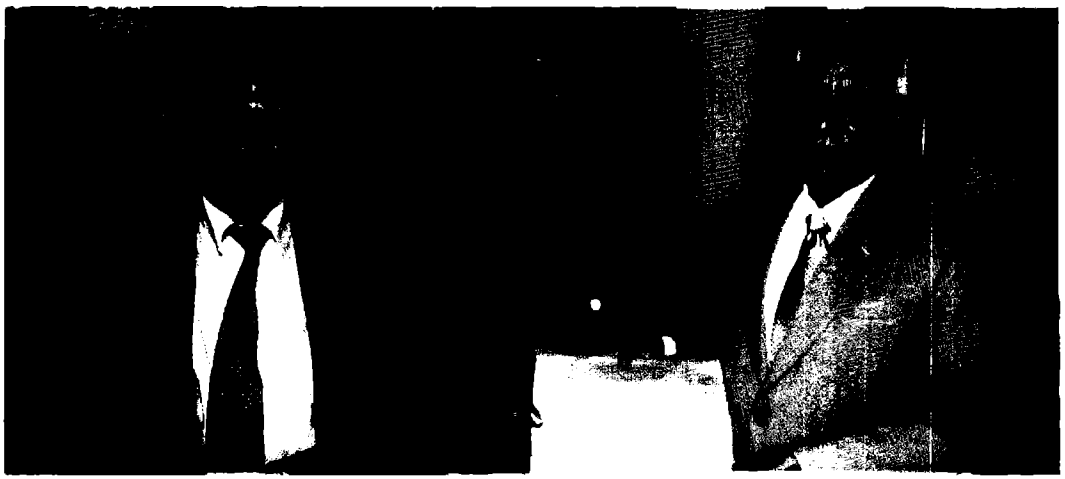

মহামান্য রাষ্ট্রপতির সাথে ডব্লিউ. এ. পি. সি'র নির্বাহী সদস্য জনাব মইনুদ্দীন কাদেরী শওকতের সৌজন্য সাক্ষাৎ

প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ এ উপলক্ষে বলেন, বর্তমানে বাংলাদেশে সংবাদপত্র ও সংবাদ মাধ্যম পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করছে। এই স্বাধীনতা দায়িত্বশীলতার সাথে ভোগ করে অপরের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা এবং পরমতসহিষ্ণুতার মনোভাব প্রসাবে সহায়তা দিতে হবে। প্রেসিডেন্ট বিশ্ব প্রেস কাউন্সিল নির্বাহী পরিষদে নির্বাচিত হওয়ায় মঈনুদ্দীন কাদেরী শওকতকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বা বিশ্বসংস্থায় বাংলাদেশের যেসব নাগরিক নির্বাচিত হয়েছেন তাদেরকে দেশের দূতের মতো কাজ করে জাতির সম্মান সমুন্নত রাখতে হবে।

এ উপলক্ষে প্রেসিডেন্টকে জনাব শওকত বিশ্ব প্রেস কাউন্সিলের সংবিধান ও নির্বাহী পরিষদের তালিকা এবং বিশ্ব প্রেস কাউন্সিল আইনের কতিপয় ধারা সমরূপকরণ ও ২০০৩ সালে বাংলাদেশ 'ল' কমিশন প্রণীত রাইট টু ইনফরমেশন এ্যাক্ট-এর কপি হস্তান্তর করেন। প্রেসিডেন্টের সাথে সাক্ষাতকালে প্রেসিডেন্টের প্রেস সচিব এম মোখলেসুর রহমান চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।

www.pathagar.com

প্রেস কাউন্সিলের মাননীয় চেয়ারম্যান ও সম্মানিত সদস্যদের ওয়ার্ল্ড এসোসিয়েশন অব প্রেস কাউন্সিলস এর কোট পিন প্রদান

বিগত ২৩শে নভেম্বর (২০০৬ খ্রীঃ) বুধবার অপরাহ্নে নিউ ডি.ও.এইচ.এসস্থ বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল অফিসে কাউন্সিলের মাননীয় চেয়ারম্যান বিচারপতি আবু সাঈদ আহাম্মদ, সদস্য জনাব গিয়াস কামাল চৌধুরী, মেজর (অবঃ) মনজুর কাদের এম.পি., জনাব আবুল আসাদ ও জনাব আজিজুল হক বান্নাকে ওয়ার্ল্ড এসোসিয়েশন অব প্রেস কাউন্সিল (ডব্লিউ.এ.পি.সি) এর পক্ষ থেকে কোট পিন প্রদান করা হয়। কোট পিন প্রদান করেন ডব্লিউ এ.পি.সি'র ১১ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাহী পরিষদ সদস্য জনাব মইনুদ্দীন কাদেরী শওকত।

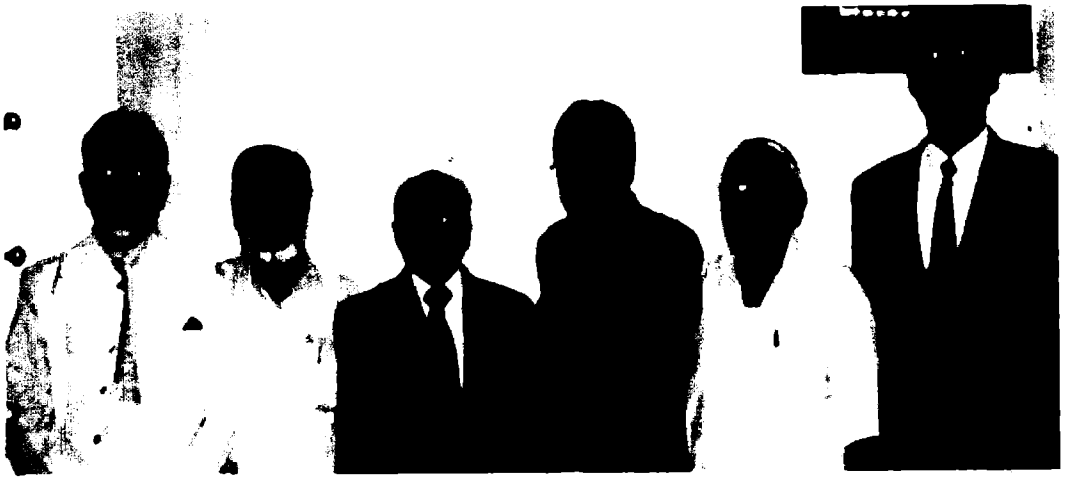

প্রেস কাউন্সিলের মাননীয় চেয়ারম্যান ও সম্মানিত সদস্যদের ওয়ার্ল্ড এসোসিয়েশন অব প্রেস কাউন্সিলস এর কোটপিন প্রদান

এ উপলক্ষে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল চেয়ারম্যান বিচারপতি আবু সাঈদ আহাম্মদ বলেন, ক্ষতিকর-অনৈতিক ও উস্কানিমূলক সংবাদ প্রকাশ হলে বিশ্ব শান্তি বিঘ্নিত হয়। বাংলাদেশ সম্পর্কে বিদেশের বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে মিথ্যা প্রচারনার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এটা আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত সাংবাদিকতা পেশার নীতির পরিপন্থী। বিদেশের কোন সংবাদ মাধ্যমের উচিত নয় মিথ্যা প্রচারণা চালিয়ে স্বাধীন বাংলাশের উপর কোন ধরনের চাপ বা প্রভাব সৃষ্টি করা। ডব্লিউ.এ.পি.সি'র নির্বাহী সদস্য জনাব মইনুদ্দীন কাদেরী শওকত বলেন, সারা পৃথিবীতে সংবাদ মাধ্যমের দায়িত্বশীলতা, জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা,সততা নিশ্চিত করতে ওয়ার্ল্ড এসোসিয়েশন অব প্রেস কাউন্সিলস্ ভূমিকা রাখতে পারে। বাংলাদেশ সম্পর্কে মিথ্যা প্রচারনার প্রতিকারেও ডব্লিউ.এ.পি.সি.'র নির্বাহী সদস্য ভূমিকা রাখতে পারে। যদি বাংলাদেশের রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত এর পক্ষ থেকে কোন কার্যকর উদ্যোগ নেয়া হয়। তিনি বলেন, তথ্য জানার অধিকার জাতিসংঘ সনদে স্বীকৃত বিশ্ববাসীর জন্য একটি অধিকার। জাতিসংঘ সনদের অনুচ্ছেদের ১৯ এর তথ্য-অন্বেষণ, গ্রহণ ও প্রদানের অধিকার স্বীকৃত। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে Right to information Act না থাকায় সাংবাদিকরা তথ্য সংগ্রহ করতে বাধা গ্রস্থ হচ্ছেন। তথ্য জানার অধিকার ছাড়া সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা অর্থহীন।

www.pathagar.com

Press Freedom
A CONTINUING STRUGGLE

BY Moinuddin Quadery Showkat
Member, Executive Council. World Association of Press Councils (WAPC).

This is a lively and impressive agenda is timely. The subject are vital. It is well for the profession of journalism. To be in this setting would be stimulating to me in any case. I also appreciate this opportunity to write on a subject, which is close to my heart for the major portion of my life.

As historians have often observed, history is replete with ironies. To take an example very much on our own doorstep, the growing adversary relationship in Bangladesh between two of our most important institutions, the courts and the press, is an irony of the choicest kind. We have constitution, which guarantees freedom of the press with barring logical restriction in a way unique among nations. Yet the Press Council, which has long been considered among the staunchest defenders of press freedoms, has in recent years, handed down a series of decisions, which important for responsible press rights which many of us believe the Constitution clearly intended to confer. The time has come when we need to ask ourselves what this new trend may mean to our future as democracy.

My purpose today is not only to discuss what I see as the gradual erosion of press freedoms in general; I also want to focus on a new and rapidly developing situatio – namely, the communications technology is creating for the print media some potential new first Amendment problems which are similar to those that we have faced in broadcasting for many years.

I don't believe anyone would argue seriously against the proposition that if a democracy is to function efficiently the public must be informed of the actions of all its governing institution including those of the judicial system. **Jefferson's** familiar words on this subject are even more valid today. He said: "The basis of our government being the opinion of the people, the very first object should be to keep that right; and were it left to me to decide whether we should have a government without newspapers, or newspapers without a government, I should not hesitate a moment to prefer the latter."

www.pathagar.com

Modern technology has made not only newspapers, but magazines and books available to everyone, while radio and television have brought the world into the homes of nearly all Bangladeshi citizens.

The press has no special right of access in Bangladesh to report on conditions, despite the strong public interest in access to that infornation. As in many other countries, in our country also right to information in limited. But we have freedom of speech that is right to express opinion. Freedoms of the journalists also mean their freedom to collect news. In case a journalist confronts impediments in every step while trying to collect news, it becomes difficult for him to do justice to his job. What is difficult to collect is difficult to issue also. In no country of the world the functioning of government, semi-government and private organizations is above criticism. If that is so, their weakness and faults should be mead public and the journalists can do that job better. But the journalists do not have access to all organizations. As a result, it becomes much difficult for them to collect news.

There is legislation in America termed as Freedom of Information Act. This law empowers any person to compel the government and other organizations to supply information. But in many countries including Bangladesh, no such law exists. As a reason, it has been observed that in respect of diplomatic relations, defense and similar other sector, exposure of everything is not always advisable. In case it is done, great catastrophe may befall. The journalists have no right to collect information about such sectors. Main impediment to collection of infomation is Official Secrets Act 1923. This law also forbids photographs and sketches. In Bangladesh, Law Commission Proposed an act as the title "Right to Information Act 2003". The Commission sent this act to Bangladesh Press Council. Press Council's Rules Committee reviewing this act. Writer is a member of this Rules Committee.

Freedom of the press does not mean freedom from responsibility for its exercise. Democratic freedom in Bangladesh and freedom of the press can have meaning only if this background is properly understood. The need for truthful, objective and comprehensive presentation of news from all corners of the world was never more urgent as in the present context. In the very large number of newspapers we studied and the variety of subjects in respect of which the study was carried out, there have been many instances where a report was twisted ....." ellow journalism of one type or another is increasing in this Bangladesh."

www.pathagar.com

Press Councils, Media Councils, ombudsmen and similar bodies established in various countries and regions throughout the world. one of the main object of the Press Councils is to encourage the growth of a sense of responsibility and Public Service among all those engaged in the profession of Journalism. More than 75 Press-Media Councils functioning in the world. The World body of the Press Councils is **The World Association of Press Councils WAPC.** The Executive Council office bearers of WAPC are Mr. Oktay Eksi, (Turkish. WAPC President), Mr.Christopher Conybeare (Honolulu, USA. WAPC Secretary General) Mr. M.Q. Showkat (Bangladesh), Dr.Nitza Shapiro Libai (Israel), Mr. Ismet Kotak (TRNC), Mr. Anthony Ngaiza (Tanzania), Mr. Mitch Odero (Kenya), Mr. Salah Montasser (Egypt), Mr. Mathbar Singh Basnet (Nepal), Mr. Justice G.N. Ray (India), Mr. Aflutun Amashov (Azerbaijan).

The WAPC also acts as an umbrella for many individual who are engaged in activities that promote freedom of expression and an independent media.

Right to information is guaranteed in International law. In article 19 of the Universal Declaration of Human Rights charter, right to seek, receive and impart information guaranteed. we look foreword to achieve the right to information in Bangladesh. Without right to information, Press Freedom is meaningless. we have to Continue Struggle for this right.

Moinuddin Quadery Showkat

www.pathagar.com

প্রেস কাউন্সিল ঃ একটি সমীক্ষা

বাংলাদেশে সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরন এবং সংবাদপত্র ও সংবাদ সংস্থার মান সংরক্ষন ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ১৯৭৪ সালে সাংবিধানিকভাবে জাতীয় সংসদে অনুমোদিত আইন দ্বারা বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল গঠন করা হয়েছিল।

প্রেস কাউন্সিল আইনে বিধৃত অর্থে কাউন্সিলের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী হল ঃ উচ্চ পেশাগত মানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থা ও সাংবাদিকদের জন্য একটি আচরণ বিধি প্রণয়ন করা, সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থা ও সাংবাদিকদের ক্ষেত্রে জনসাধারনের রুচির উচ্চমান সংরক্ষণ নিশ্চিত করা এবং নাগরিক অধিকার ও দায়িত্ববোধ উভয়ের যথাচিত লালন পালন করা, সাংবাদিকতা পেশায় নিযোজিত সকল ব্যক্তির জনস্বার্থ ও জনগুরুত্বপূর্ণ সকল তথ্য সরবরাহ ও বিস্তার রোধে যে কোন সংস্থার বিদেশী উৎস হতে প্রাপ্ত বিষয়সমূহ এইরূপ বিষয় সরকার কর্তৃক বা কোন ব্যক্তি- ব্যক্তিবর্গের সমিতি বা অন্য কোন সংগঠন কর্তৃক আর্থিক সহযোগিতা প্রাপ্তির সকল বিষয় পর্যালোচনা করা।

আইন অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি বা অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ছিলেন ও আছেন। একজন প্রাক্তন প্রধান বিচারপতিও চেয়ারম্যান ছিলেন। কমিটিও গঠিত হয় সংবাদপত্রের সম্পাদক, সাংবাদিক ও মালিকের প্রতিনিধি নিয়ে। এখন যাঁরা সদস্য আছেন তারা অনেকেই সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য বিভিন্ন সময়ে নির্যাতন সহ্য করেছেন এবং তাদের কারো কারো সম্পাদিক পত্রিকার প্রকাশনা অগনতান্ত্রিক সরকার নিশ্চিহ্ন করে রেখেছিল।

প্রেস কাউন্সিলের দায়িত্ব শুধু সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা সংরক্ষণ নয় এই স্বাধীনতার অপব্যবহার রোধ করাও। কার্যতঃ প্রেস কাউন্সিল একটি বিচারিক মাধ্যমের স্বাধীনতার অপব্যবহার রোধ করাও প্রেস কাউন্সিলের অন্যতম দায়িত্ব।

২০০২ সালের ১৫ই জুলাই প্রেস কাউন্সিলের দ্বাদশ কাউন্সিলের প্রথম অধিবেশনে সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতার পরিপন্থি ফৌজদারী কার্যবিধির ৫০১ ও ৫০২ ধারা সংশোধনের প্রস্তাব করেছে। ২০০২ সালের ৪ঠা নভেম্বর অনুষ্ঠিত অধিবেশনে প্রেস কাউন্সিল আইন অনুযায়ী অর্পিত ক্ষমতাবলে পূর্বের ধারাবাহিকতায় সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থা ও সাংবাদিকদের জন্য পূর্ণাঙ্গ আচরণ বিধি অনুমোদন করেছে।

২০০৪ সালের ২৪-২৬ শে অক্টোবর তানজানিয়ায় অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড এসোসিয়েশন অব প্রেস কাউন্সিলস্ (ডব্লিউ এ.পি.সি.) এর ৯ম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের প্রতিনিধি জনাব গিয়াস কামাল চৌধুরী একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন এবং অপর প্রতিনিধি জনাব মইনুদ্দীন কাদেরী শওকত ডব্লিউ এ.পি.সি'র ১১ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাহী পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।

কাউন্সিলের বর্তমান চেয়ারম্যান বিচারপতি আবু সাঈদ আহাম্মদ মহোদয় ২৫শে মে, ২০০৫ সালে দায়িত্ব গ্রহণের পর বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলকে তাঁর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা দিয়ে পূর্বের ধারাবাহিকতায় পরিচালনা করে কাউন্সিলের মর্যাদা বৃদ্ধি ও ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছেন। তাঁর সততা, নিষ্ঠা এবং দায়িত্ব সচেতনতায় প্রেস কাউন্সিল সর্বক্ষেত্রে আরো কার্যকর হতে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল ১৯৭৪ সালে জাতীয় সংসদে গৃহীত আইন (আইন নং ২৫) ধারা প্রতিষ্ঠিত একটি আদালত। এই আইনের ১৩(৩) ধারায় প্রেস কাউন্সিল কর্তৃক পরিচালিত প্রতিটি তদন্ত দণ্ড বিধির ১৯৩ ও ২২৮ ধারার অর্থ মোতাবেক বিচার সংক্রান্ত কার্যধারা বলে বিবেচিত হয়। আইন মানা সকলের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। অকারনে- অন্ধবিদ্বেষে এমন কোন মন্তব্য করা উচিত নয় যাতে আইন ও সীমা লঙ্ঘন হয়। সংশ্লিষ্টদের স্মরণ রাখা অপরিহার্য যে, প্রেস কাউন্সিল একটি আদালত। প্রেস কাউন্সিলের অবমাননা আদালত অবমাননার সামিল ॥

www.pathagar.com

বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল উদ্যোগে চট্টগ্রাম ও রাঙ্গামাটি সার্কিট হাউজে মানবাধিকার ও সাংবাদিকতার নীতিমালা বিষয়ে স্থানীয় সাংবাদিক পেশাজীবী ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে দুটি মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়

২৯শে মার্চ (২০০৬) চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের মাননীয় চেয়ারম্যান বিচারপতি আবু সাঈদ আহাম্মদ "মানবাধিকার ও সাংবাদিকতার নীতিমালা" বিষয়ে মত বিনিময় করছেন। ছবিতে অন্যান্যদের মধ্যে প্রেস কাউন্সিলের সদস্য জনাব নিজাম কামাল চৌধুরী, বিএফইউজে নির্বাহী সদস্য মইনুদ্দীন কাদেরী শওকত, সাবেক এমপি আলহাজ্ব রফিকউল্লাহ চৌধুরীকে দেখা যাচ্ছে।

জাতীয় সাংবাদিক সংস্থার পক্ষ থেকে ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হচ্ছে প্রেস কাউন্সিলের মাননীয় চেয়ারম্যান ও অন্য সদস্যদের।

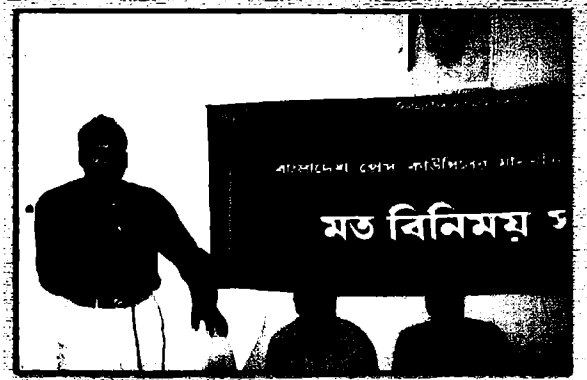

গত ৩০শে মার্চ (২০০৬) রাঙ্গামাটি সার্কিট হাউজে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের মাননীয় চেয়ারম্যান বিচারপতি আবু সাঈদ আহাম্মদ "মানবাধিকার ও সাংবাদিকতার নীতিমালা" বিষয়ে মত বিনিময় এর সময় রাঙ্গামাটি জেলা প্রশাসক জনাব কাজী জুলহাস উদ্দিনকে বক্তৃতা করতে দেখা যাচ্ছে। ছবিতে অন্যান্যের মধ্যে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের সম্মানিত সদস্য ও ডব্লিউ এ.পি.সি. নির্বাহী সদস্য জনাব মইনুদ্দীন কাদেরী শওকতকে দেখা যাচ্ছে।

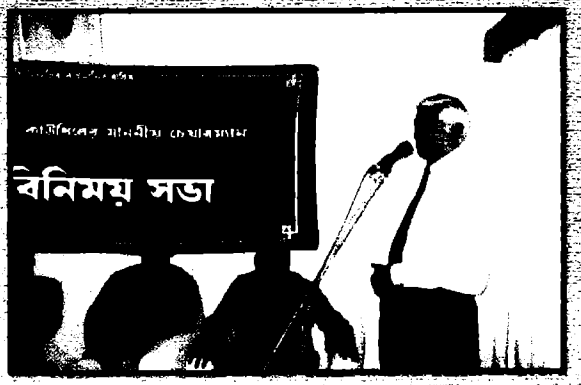

গত ৩০ শে মার্চ (২০০৬) রাঙ্গামাটি সার্কিট হাউজে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের মাননীয় চেয়ারম্যান বিচারপতি আবু সাঈদ আহাম্মদ "মানবাধিকার ও সাংবাদিকতার নীতিমালা" বিষয়ে মত বিনিময় এর সময় বক্তব্য রাখছেন চাকমা রাজার পিতৃব্য নন্দিত রায়। উপবিষ্ট আছেন প্রেস কাউন্সিলের মাননীয় চেয়ারম্যান বিচারপতি জনাব আবু সাঈদ আহাম্মদ, চাকমা রাজা ব্যারিষ্টার দেবাশীষ রায় ও প্রেস কাউন্সিলের সদস্য জনাব

www.pathagar.com

কাউন্সিলের উদ্দেশ্য, কার্যাবলী ও ক্ষমতা

প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ১১ নং ধারায় কাউন্সিলের উপর নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী অর্পণ করেছে ঃ

১। কাউন্সিলের উদ্দেশ্য হইবে বাংলাদেশে প্রেসের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা এবং সংবাদপত্র ও সংবাদ সংস্থাসমূহের মান সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।

২। কাউন্সিল ইহার উদ্দেশ্য জোরদার করার নিমিত্তে নিম্নেবর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করিতে পারিবে, যথাঃ-

(ক) সংবাদপত্র ও সংবাদ সংস্থা সমূহের স্বাধীনতা সংরক্ষণে সহায়তা করা ;

(খ) উচ্চ পেশাগত মানের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ সংবাদপত্র ও সংবাদ সংস্থা এবং সাংবাদিকদের জন্য একটি আচরণ বিধি প্রণয়ন করা ;

(গ) সংবাদপত্র ও সংবাদ সংস্থা এবং সাংবাদিকদের ক্ষেত্রে জনসাধারণের রুচির উচ্চমান সংরক্ষণ নিশ্চিত করা এবং নাগরিক অধিকার ও দায়িত্ববোধ উভয়ের যথোচিত লালন পালন করা ;

(ঘ) সাংবাদিকতা পেশায় নিয়োজিত সকল ব্যক্তিবর্গের মধ্যে দায়িত্ববোধ ও জনসেবার মনোভাব সৃষ্টিতে উৎসাহিত করা ;

(ঙ) জনস্বার্থ ও জনগুরুত্ব সম্পন্ন তথ্য সরবরাহ এবং বিস্তার রোধের সম্ভাবনাময় যে-কোন অবস্থা পর্যালোচনা করা;

(চ) বাংলাদেশের যে-কোন সংবাদপত্র বা সংবাদ সংস্থার বিদেশ উৎস হইতে প্রাপ্ত বিষয় সমূহ, এইরূপ বিষয় সরকার কর্তৃক বা কোন ব্যক্তি, ব্যক্তিবর্গের সমিতি বা অন্য কোন সংগঠন কর্তৃক আনীত সহযোগীতা প্রাপ্তির সকল বিষয় পর্যালোচনা করা;

তবে শর্ত থাকে যে, বৈদেশিক উৎস হইতে বাংলাদেশের যে-কোন সংবাদপত্র বা সংবাদ সংস্থা কর্তৃক সাহায্য প্রাপ্তির কোন বিষয় সম্পর্কে সরকার যেইভাবে উপযুক্ত মনে করিবে, সেইভাবে ব্যবস্থা লওয়া হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই সরকারকে বিরত করিবে না;

(ছ) জাতীয় ও বিদেশী সংবাদপত্রের প্রচার সংখ্যা এবং প্রভাব সম্পর্কে অনুশীলন ও গবেষণা করা;

(জ) সাংবাদিকতা পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের যথাযথ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য সুযোগ সুবিধা প্রদান করা ;

(ঝ) কারিগরী বা অন্যান্য গবেষণার উন্নতি বিধান করা;

(ঞ) সংবাদপত্র প্রযোজনায়, প্রকাশনায় অথবা সংবাদ সংস্থা পরিচালনায় নিয়োজিত সকল শ্রেণীর ব্যক্তিবগের মধ্যে যথাযথ কার্যকর সম্পর্ক উন্নত করা ঃ

www.pathagar.com

তবে শর্ত থাকে যে, এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই ইন্ডস্ট্রিয়াল রিলেশন অধ্যাদেশ, ১৯৬৯ (XXIII of 1969) এর অধীনে বিরোধ সংক্রান্ত কোন কার্যক্রম কাউন্সিলের উপর প্রযোজ্য হইবে না;

(ট) উপর্যুক্ত কার্যাবলী সম্পাদনে প্রাসঙ্গিক বা সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ।

প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ১২ নং ধারায় কাউন্সিলকে নিম্নরূপ ক্ষমতা অর্পণ করেছে ঃ

সতর্ক ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করার ক্ষমতা ঃ- (১) কোন অভিযোগ প্রাপ্ত বা অন্য কোনভাবে পাইয়া, যেইক্ষেত্রে কাউন্সিলের বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, কোন সংবাদপত্র বা সংবাদ সংস্থা সাংবাদিকতা নীতিমালার মান বা জনসাধারণের রুচির বিরূদ্ধে অপরাধ করিয়াছে অথবা কোন সম্পাদক বা কর্মরত সাংবাদিক পেশাগত অসদাচরণ করিয়াছে বা সাংবাদিকতা নীতিমালার বিধি লঙ্ঘন করিয়াছে সেইক্ষেত্রে কাউন্সিল সংশিলষ্ট সংবাদপত্র বা সংবাদ সংস্থা, সম্পাদক বা সাংবাদিককে বক্তব্য পেশের সুযোগ দিয়া এই আইনের অধীনে প্রণীত প্রবিধি মোতাবেক তদন্ত করিতে পারিবে, এবং ইহা যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, ইহার প্রয়োজন আছে, তাহা হইলে কাউন্সিল কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থা, সম্পাদক বা সাংবাদিককে, ক্ষেত্রমত সতর্ক ভর্ৎসনা বা তিরস্কার করিতে পারিবে।

(২) কাউন্সিল যদি এই মত পোষন করে যে, ইহা করা জনস্বার্থে প্রয়োজনীয় ও সমীচীন তাহা হইলে কাউন্সিল সেইরূপ কোন সংবাদপত্র বা সংবাদ সংস্থা, সম্পাদক বা কর্মরত সাংবাদিকের বিরুদ্ধে এই ধারায় প্রচলিত তদন্ত সংক্রান্ত যে-কোন রিপোর্ট কাউন্সিল যে-কোন সংবাদপত্রে অভিযুক্ত সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থা, সম্পাদক বা সাংবাদিকের নাম সহ প্রকাশ করিতে পারিবে।

(৩) কোন আদালতে কোন বিষয় বিচারাধীন থাকিলে সেই বিষয়ে তদন্ত পরিচালনায় উপ-ধারা (১) এর কোন কিছুই কাউন্সিলকে ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে বলিয়া অনুমিত হইবে না।

(৪) উপ-ধারা (১) বা (২) এর অধীন প্রদত্ত কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত, ক্ষেত্রমতে চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই বিষয়ে কোন আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

www.pathagar.com

প্রেস কাউন্সিল আইন, ১৯৭৪

১৯৭৪ এর ২৫ নম্বর আইন

প্রেস কাউন্সিল গঠনের উদ্দেশ্যে আইন

যেহেতু বাংলাদেশে প্রেসের স্বাধীনতা নিশ্চিত করণ এবং সংবাদপত্র ও সংবাদ সংস্থার মান সংরক্ষণ ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে একটি প্রেস কাউন্সিল গঠন করা প্রয়োজনীয় ও সমীচীন ;

সেইহেতু, এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল ঃ-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম**।- এই আইন প্রেস কাউন্সিল আইন, ১৯৭৪ বলিয়া অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই আইনে,-

(ক) "চেয়ারম্যান" অর্থ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান;

(খ) "কাউন্সিল" অর্থ ধারা ৩ এর অধীনে গঠিত প্রেস কাউন্সিল;

(গ) "সম্পাদক" অর্থ যিনি সংবাদপত্রে প্রকাশিতব্য বিষয় নির্বাচনে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেন;

(ঘ) "সদস্য" অর্থ কাউন্সিলের একজন সদস্য;

(ঙ) "সংবাদপত্র" অর্থ গণ সংবাদ বা গণ সংবাদের উপর মন্তব্য সম্বলিত যে-কোন সাময়িকী ধরণের পত্রিকা এবং সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা সরকার সংবাদপত্র হিসাবে ঘোষণা করিতে পারে এইরূপ অন্যান্য শ্রেণীর মুদ্রিত সাময়িকী ধরণের পত্রিকাও সংবাদপত্রের অন্তর্ভূক্ত;

(চ) "নির্ধারিত" অর্থ এই আইনের অধীনে বিধি দ্বারা নির্ধারিত;

(ছ) "কর্মরত সাংবাদিক" অর্থ পূর্ণ-কালীন সাংবাদিক এবং যে কোন সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানে এই হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত, বা সম্পর্কিত এবং সম্পাদক, প্রধান সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখক, সংবাদ সম্পাদক, উপ-সম্পাদক, ফিচার লেখক, প্রতিবেদক, সংবাদদাতা, কপি পরীক্ষক, কার্টুনিষ্ট, সংবাদ চিত্রগ্রাহক, হস্তলিপি বিশারদ ও প্রুফ পাঠক।

৩। **কাউন্সিলের প্রতিষ্ঠা**।- (১) সরকার কর্তৃক সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত তারিখ হইতে অত্র আইনের বিধান মোতাবেক একটি কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হইবে, যাহা প্রেস কাউন্সিল নামে অভিহিত হইবে।

(২) কাউন্সিল একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে, যাহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা সহ একটি সাধারণ

www.pathagar.com

সীলমোহর থাকিবে, এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার, হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহা উক্ত নামে মামলা করিতে পারিবে এবং উহার বিরুদ্ধেও মামলা করা যাইবে।

৪। **কাউন্সিল গঠন**।- (১) একজন চেয়ারম্যান এবং চৌদ্দজন অন্যান্য সদস্যের সমন্বয়ে কাউন্সিল গঠিত হইবে।

(২) চেয়ারম্যান হইবেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের একজন বিচারক হিসাবে নিযুক্ত আছেন বা নিযুক্ত ছিলেন এবং যিনি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হইবেন।

(৩) অন্যান্য সদস্যগণের মধ্যে ;

(ক) চেয়ারম্যান কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে বিজ্ঞপ্তি মোতাবেক কর্মরত সাংবাদিক সমিতি কর্তৃক মনোনীত তিনজন কর্মরত সাংবাদিক ;

(খ) চেয়ারম্যান কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে বিজ্ঞপ্তি মোতাবেক সংবাদপত্র ও সংবাদ সংস্থার সম্পাদক সমিতি কর্তৃক মনোনীত সংবাদপত্র ও সংবাদ সংস্থা সমূহের তিনজন সম্পাদক ;

(গ) চেয়ারম্যান কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে বিজ্ঞপ্তি মোতাবেক সংবাদপত্র ও সংবাদ সংস্থা সমূহের মালিক বা ব্যবস্থাপক সমিতি কর্তৃক মনোনীত সংবাদপত্র ও সংবাদ সংস্থা সমূহের তিন জন মালিক বা ব্যবস্থাপক ;

(ঘ) তিনজন হইবেন শিক্ষা, বিজ্ঞান, কলা, সাহিত্য ও আইন বিষয়ে জ্ঞান বা ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি, যাহারা যথাক্রমে একজন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, একজন বাংলা একাডেমী ও একজন বাংলাদেশ বার কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত হইবেন ; এবং

(ঙ) মাননীয় স্পীকার কর্তৃক মনোনীত জাতীয় সংসদের দুইজন সদস্য ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, অনুচ্ছেদ (ক), (খ) বা (গ)-এর অধীন কোন সমিতিকে মনোনয়ন প্রদানের পূর্বে, চেয়ারম্যান উপযুক্ত মনে করিলে সংশ্লিষ্ট পর্যায়ের ব্যক্তিদের উক্ত সমিতি ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সহিত আলোচনা করিবেন ঃ

আরও শর্ত থাকে যে, কোন কর্মরত সাংবাদিক যিনি কোন সংবাদপত্র বা সংবাদ সংস্থার সম্পাদক অথবা যিনি কোন সংবাদপত্র বা সংবাদ সংস্থার মালিক বা ব্যবস্থাপক, অনুচ্ছেদ (ক)-এর অধীন মনোনয়নের যোগ্য হইবেন ঃ

www.pathagar.com

আরও শর্ত থাকে যে, কোন সম্পাদক, যিনি কোন সংবাদপত্র বা সংবাদ সংস্থার মালিক বা ব্যবস্থাপক, অনুচ্ছেদ (খ) এর অধীনে মনোনয়নের যোগ্য হইবেন না ঃ

আরও শর্ত থাকে যে, কোন সংবাদপত্র বা সংবাদ সংস্থা অথবা সংবাদপত্র বা সংবাদ সংস্থা গোষ্ঠীর স্বার্থের সাথে সংশ্লিষ্ট একাধিক ব্যক্তি অনুচ্ছেদ (ক), অনুচ্ছেদ (খ) বা অনুচ্ছেদ (গ)-এর অধীনে মনোনয়ন যোগ্য হইবেন না।

(৪) যেইক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ (ক), অনুচ্ছেদ (খ), অনুচ্ছেদ (গ) বা অনুচ্ছেদ (ঘ)-এ উল্লিখিত কোন মনোনয়নদানকারী প্রতিষ্ঠান, চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনয়ন প্রদানের জন্য আহবান জানানোর পর, চেয়ারম্যানের নিকট মনোনীতদের নাম প্রেরণে ব্যর্থ হয় অথবা সেইক্ষেত্রে মনোনয়ন দানকারী প্রতিষ্ঠান আপাততঃ বহাল না থাকে, সেইক্ষেত্রে চেয়ারম্যান সংশ্লিষ্ট পর্যায়ের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য সদস্যদের মনোনয়ন দিতে পারেন।

(৫) এই ধারার অধীনে মনোনীত ব্যক্তিগণের নাম সরকারের নিকট প্রেরিত হইবে এবং সরকার কর্তৃক উহা সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপিত হইবে এবং এইরূপ প্রত্যেক মনোনয়ন প্রজ্ঞাপিত হওয়ার তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

৫। **চেয়ারম্যান ও সদস্য পদের মেয়াদ।-(১)** এই ধারায় বর্ণিত ভিন্নরূপ বিধান ব্যতীত চেয়ারম্যান তিন বৎসর পর্যন্ত তাহার পদে বহাল থাকিবেন এবং আরও এক মেয়াদের জন্য তিনি পুণঃ মনোনয়নের যোগ্য হইবেন।

(২) এই ধারায় বর্ণিত ভিন্নরূপ বিধান ব্যতীত প্রত্যেক সদস্যদের কার্যকাল হইবে দুই বৎসর এবং আরও এক মেয়াদের জন্য তিনি পুণঃ মনোনয়নের যোগ্য হইবেন।

(৩) যেইক্ষেত্রে ধারা ৪(৩) এর অনুচ্ছেদ (ক), (খ) বা (গ) এর অধীন সদস্য হিসাবে মনোনীত কোন ব্যক্তি ধারা ১২(১), এর বিধান অনুযায়ী তিরস্কৃত হন, সেইক্ষেত্রে কাউন্সিলে তাঁহার সদস্য পদের অবসান ঘটিবে।

(৪) যেইক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি পদাধিকার বা নিয়োগ বলে কাউন্সিলের সদস্যরূপে মনোনীত হন, সেইক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তির ঐ পদ বা নিয়োগের অবসান ঘটার সাথে সাথে তাঁহার সদস্য পদের অবসান ঘটিবে।

(৫) চেয়ারম্যানের মতে পর্যাপ্ত কারণ ব্যতীত কোন সদস্য যদি কাউন্সিলের পরপর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকেন, তাহা হইলে উক্ত সদস্যের পদটি শূণ্য বলিয়া গণ্য হইবে।

(৬) সরকারের নিকট লিখিত নোটিশ প্রদান করিয়া চেয়ারম্যান পদত্যাগ করিতে পারিবেন এবং চেয়ারম্যানের নিকট লিখিত নোটিশ প্রদান করিয়া অন্য যে-কোন সদস্য পদত্যাগ করিতে পারিবেন, এবং ক্ষেত্রমতে সরকার বা চেয়ারম্যান কর্তৃক, উক্ত পদত্যাগ পত্র গৃহীত হইবার পর, তিনি উক্ত পদে পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।

www.pathagar.com

(৭) উপ-ধারা (২), (৩), (৪) বা (৫) এর অধীনে বা অন্যভাবে সৃষ্ট যে কোন শূণ্যতা, যত শীঘ্র সম্ভব, শূণ্যতা সৃষ্টিকারী সদস্য যে কর্তৃপক্ষের দ্বারা ও যেভাবে মনোনীত হইয়াছিলেন ঠিক সেই কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুরূপভাবে মনোনয়ন দ্বারা পূরণ করিতে হইবে এবং এইরূপে মনোনীত সদস্য, যে সদস্যের জায়গায় তিনি মনোনীত হইয়াছেন সেই সদস্য অবশিষ্ট যে সময় পর্যন্ত কাজ করিতে পারিতেন সেই সময়ের জন্য কার্যভার গ্রহণ করিবেন।

৬। **চেয়ারম্যান এবং সদস্যের চাকুরীর শর্তাবলী**।- (১) চেয়ারম্যান হইবেন পূর্ণ-কালীন অফিসার এবং তিনি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বেতন প্রাপ্য হইবেন।

(২) প্রত্যেক সদস্য কাউন্সিলের সভায় যোগদানের জন্য নির্ধারিত ভাতা বা ফি গ্রহণ করিবেন।

৭। **কমিটি সমূহ**।- কাউন্সিলের কার্য সম্পাদনের সহযোগিতার জন্য কাউন্সিল যেইরূপ প্রয়োজন মনে করিবে সেইরূপ ইহার সদস্যদের মধ্য হইতে একাধিক কমিটি গঠন করিতে পারিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কাউন্সিলের সদস্য বহির্ভূত ব্যক্তিদেরকেও কাউন্সিল উক্ত কমিটির সদস্য হিসাবে সংযোজন করিতে পারিবে।

৮। **কাউন্সিলের সভা**।-(১) এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধির দ্বারা নির্ধারিত সময় ও স্থানে কাউন্সিলের সভা অনুষ্ঠিত হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত প্রবিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত, চেয়ারম্যান সমীচীন মনে করিলে সময় ও স্থান উল্লেখপূর্বক প্রত্যেক সদস্যের বরাবরে নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে কাউন্সিলের সভা আহবান করিতে পারিবেন।

(২) কাউন্সিলের সভায় কোরামের জন্য চেয়ারম্যানসহ কমপক্ষে ছয়জন সদস্যকে সভায় উপস্থিত থাকিতে হইবে।

(৩) কাউন্সিলের সভা চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হইবে এবং চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য সভা সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) কাউন্সিলের সভায় উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে এবং সম সংখ্যক ভোটের ক্ষেত্রে, সভাপতির একটি দ্বিতীয় বা নির্ণয়ক ভোট থাকিবে।

৯। **শূণ্যতা, ইত্যাদি কাউন্সিলের কাজ বা কার্যক্রম অবৈধ করিবে না**।- কাউন্সিলের কোন কোন পদের শূণ্যতা, অথবা কাউন্সিল গঠনের কোন ত্রুটির কারণে কাউন্সিলের কোন কাজ বা কার্যক্রম অবৈধ হইবে না।

১০। **সচিব, ইত্যাদির নিয়োগ**।- এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধির আওতায় নির্ধারিত শর্তে কাউন্সিল ইহার কার্যাদি দক্ষতার সহিত সম্পাদনের জন্য প্রয়োজন মনে করিলে একজন সচিব ও অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

www.pathagar.com

১১। **কাউন্সিলের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী**।- (১) কাউন্সিলের উদ্দেশ্য হইবে বাংলাদেশে প্রেসের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা এবং সংবাদপত্র ও সংবাদ সংস্থা সমূহের মান সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।

(২) কাউন্সিল ইহার উদ্দেশ্য জোরদার করার নিমিত্তে নিম্নেবর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করিতে পারিবে, যথাঃ-

(ক) সংবাদপত্র ও সংবাদ সংস্থা সমূহের স্বাধীনতা সংরক্ষণে সহায়তা করা ;

(খ) উচ্চ পেশাগত মানের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ সংবাদপত্র ও সংবাদ সংস্থা এবং সাংবাদিকদের জন্য একটি আচরণ বিধি প্রণয়ন করা ;

(গ) সংবাদপত্র ও সংবাদ সংস্থা এবং সাংবাদিকদের ক্ষেত্রে জনসাধারণের রুচির উচ্চমান সংরক্ষণ নিশ্চিত করা এবং নাগরিক অধিকার ও দায়িত্ববোধ উভয়ের যথোচিত লালন পালন করা ;

(ঘ) সাংবাদিকতা পেশায় নিয়োজিত সকল ব্যক্তিবর্গের মধ্যে দায়িত্ববোধ ও জনসেবার মনোভাব সৃষ্টিতে উৎসাহিত করা ;

(ঙ) জনস্বার্থ ও জনগুরুত্ব সম্পন্ন তথ্য সরবরাহ এবং বিস্তার রোধের সম্ভাবনাময় যে-কোন অবস্থা পর্যালোচনা করা ;

(চ) বাংলাদেশের যে-কোন সংবাদপত্র বা সংবাদ সংস্থার বিদেশ উৎস হইতে প্রাপ্ত বিষয় সমূহ, এইরূপ বিষয় সরকার কর্তৃক বা কোন ব্যক্তি, ব্যক্তিবর্গের সমিতি বা অন্য কোন সংগঠন কর্তৃক আনীত সহযোগীতা প্রাপ্তির সকল বিষয় পর্যালোচনা করা ;

তবে শর্ত থাকে যে, বৈদেশিক উৎস হইতে বাংলাদেশের যে-কোন সংবাদপত্র বা সংবাদ সংস্থা কর্তৃক সাহায্য প্রাপ্তির কোন বিষয় সম্পর্কে সরকার যেইভাবে উপযুক্ত মনে করিবে, সেইভাবে ব্যবস্থা লওয়া হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই সরকারকে বিরত করিবে না ;

(ছ) জাতীয় ও বিদেশী সংবাদপত্রের প্রচার সংখ্যা এবং প্রভাব সম্পর্কে অনুশীলন ও গবেষণা করা ;

(জ) সাংবাদিকতা পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের যথাযথ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য সুযোগ সুবিধা প্রদান করা ;

(ঝ) কারিগরী বা অন্যান্য গবেষণার উন্নতি বিধান করা ;

(ঞ) সংবাদপত্র প্রযোজনায়, প্রকাশনায় অথবা সংবাদ সংস্থা পরিচালনায় নিয়োজিত সকল শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যথাযথ কার্যকর সম্পর্ক উন্নত করা ;

তবে শর্ত থাকে যে, এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই ইন্ডাষ্ট্রিয়াল রিলেশন অধ্যাদেশ, ১৯৬৯ (XXIII of 1969) এর অধীনে বিরোধ সংক্রান্ত কোন কার্যক্রম কাউন্সিলের উপর প্রযোজ্য হইবে না ;

(ট) উপযুক্ত কার্যাবলী সম্পাদনে প্রাসঙ্গিক বা সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ।

www.pathagar.com

১২। **সতর্ক, ভৎসনা ও তিরস্কার করার ক্ষমতা**।- (১) কোন অভিযোগ প্রাপ্ত বা অন্য কোনভাবে পাইয়া, যেইক্ষেত্রে কাউন্সিলের বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, কোন সংবাদপত্র বা সংবাদ সংস্থা সাংবাদিকতা নীতিমালার মান বা জনসাধারণের রুচির বিরুদ্ধে অপরাধ করিয়াছে অথবা কোন সম্পাদক বা কর্মরত সাংবাদিক পেশাগত অসদাচরণ করিয়াছে বা সাংবাদিকতা নীতিমালার বিধি লঙ্ঘন করিয়াছে সেইক্ষেত্রে কাউন্সিল সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্র বা সংবাদ সংস্থা, সম্পাদক বা সাংবাদিকদে বক্তব্য পেশের সুযোগ দিয়া এই আইনের অধীনে প্রণীত প্রবিধি মোতাবেক তদন্ত করিতে পারিবে, এবং ইহা যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, ইহার প্রয়োজন আছে, তাহা হইলে কাউন্সিল কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থা, সম্পাদক বা সাংবাদিককে ক্ষেত্রমতে সতর্ক, ভৎসনা বা তিরস্কার করিতে পারিবে।

(২) কাউন্সিল যদি এই মত পোষণ করে যে, ইহা করা জনস্বার্থে প্রয়োজনীয় ও সমীচীন তাহা হইলে কাউন্সিল সেইরূপ কোন সংবাদপত্র বা সংবাদ সংস্থা, সম্পাদক বা কর্মরত সাংবাদিকের বিরুদ্ধে এই ধারায় প্রচলিত তদন্ত সংক্রান্ত যে-কোন রিপোর্ট কাউন্সিল যে-কোন সংবাদপত্রে অভিযুক্ত সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থা, সম্পাদক বা সাংবাদিকের নাম সহ প্রকাশ করিতে পারিবে।

(৩) কোন আদালতে কোন বিষয় বিচারাধীন থাকিলে সেই বিষয়ে তদন্ত পরিচালনায় উপ-ধারা (১) এর কোন কিছুই কাউন্সিলকে ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে বলিয়া অনুমিত হইবে না।

(৪) উপ-ধারা (১) বা (২) এর অধীন প্রদত্ত কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত, ক্ষেত্রমতে চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই বিষয়ে কোন আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

১৩। **কাউন্সিলের সাধারণ ক্ষমতা**।- (১) এই আইনের অধীন কাউন্সিলের কার্যাবলী সম্পাদন বা কোন তদন্ত পরিচালনার উদ্দেশ্যে, কাউন্সিলের সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপী নিম্নোক্ত বিষয়ে সেইরূপ ক্ষমতা থাকিবে, যেইরূপ ক্ষমতা দেওয়ানী কার্যবিধি, ১৯০৮ (V এর 1908) এর অধীন কোন মোকদ্দমা বিচারকালে দেওয়ানী আদালত প্রয়োগ করিয়া থাকে, যথা ঃ-

(ক) ব্যক্তিদের উপস্থিতির জন্য সমন প্রদান এবং শপথ গ্রহণকারীরা তাহাদের জবানবন্দী গ্রহণ ;

(খ) দলিলাদির উদ্‌ঘাটন ও দাখিল করণ সংক্রান্ত ;

(গ) হলফনামার মাধ্যমে সাক্ষ্য গ্রহণ ;

(ঘ) কোন আদালত বা অফিস হইতে সরকারী নথি বা ইহার অনুলিপি সরবরাহ বিধিমত তলব সংক্রান্ত ;

(ঙ) সাক্ষীগনের জেরা এবং দলিলাদি পরীক্ষা করার জন্য কমিশন নিয়োগ সংক্রান্ত ;

(চ) নির্ধারিত অন্য যে-কোন বিষয়।

www.pathagar.com

(২) উপ-ধারা (১)-এর কোন কিছুই সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থা, সম্পাদক বা সাংবাদিককে ঐ সংবাদপত্রে প্রকাশিত বা ঐ সংবাদ সংস্থা, সম্পাদক বা সাংবাদিক কর্তৃক গৃহীত বা প্রতিবেদিত কোন সংবাদ বা তথ্যের উৎস ব্যক্ত করিতে বাধ্য করে বলিয়া গণ্য হইবে না।

(৩) কাউন্সিল কর্তৃক পরিচালিত প্রতিটি তদন্ত দন্ড বিধি, ১৯৬০ (১৯৬০-এর XLV) ১৯৩ ও ২২৮ ধারার অর্থ মোতাবেক বিচার সংক্রান্ত কার্যধারা বলিয়া বিবেচিত হইবে।

১৪। **কাউন্সিলকে অর্থ প্রদান**।- এই আইনের অধীন কাউন্সিলের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সরকার প্রত্যেক আর্থিক বৎসরে কাউন্সিলকে প্রদান করিবে।

১৫। **কাউন্সিলের তহবিল**।- (১) কাউন্সিলের নিজস্ব তহবিল থাকিবে, এবং সরকার কর্তৃক সময় সময় কাউন্সিলকে প্রদত্ত সকল অর্থ এবং অন্য কোন কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তি কর্তৃক কাউন্সিলকে প্রদত্ত সকল মঞ্জুরী এবং অগ্রিম কাউন্সিলের তহবিলে জমা করিতে হইবে এবং এই তহবিল হইতে কাউন্সিলের সকল ব্যয় নির্বাহ করিতে হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকারের পূর্ব অনুমোদন ব্যতীরেকে কোন বৈদেশিক উৎস হইতে কাউন্সিল কর্তৃক কোন মঞ্জুরী বা অগ্রিম গ্রহণ করা যাইবে না।

(২) তহবিলের সমুদয় অর্থ সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে, কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত ব্যাংকে জমা বা উপায়ে বিনিয়োগ করা যাইবে।

(৩) এই আইনের অধীন কাউন্সিলের কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য কাউন্সিল যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ অর্থ ব্যয় করিতে পারিবে, এবং এই অর্থ কাউন্সিলের তহবিল হইতে ব্যয়যোগ্য বলিয়া ধরা হইবে।

১৬। **কাউন্সিলের বাজেট**।- কাউন্সিল নির্ধারিত ছকে ও সময়ে, প্রতি বৎসর পরবর্তী আর্থিক বৎসরের বাজেট প্রণয়ন করিবে; বাজেটে প্রাক্কলিত অর্থ প্রাপ্তি ও ব্যয় এবং ঐ আর্থিক বৎসরে সরকারের নিকট হইতে সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থ দেখাইতে হইবে, এবং বাজেটে প্রদর্শিত সরকারের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ অর্থ বিবেচনা ও বরাদ্দ করিবার জন্য বাজেটের অনুলিপি সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

১৭। **বার্ষিক রিপোর্ট**।- কাউন্সিল প্রতি বৎসরে একবার, নির্ধারিত ছকে ও সময়ে, পূর্ববর্তী বৎসরের ইহার কার্যক্রমের একটি সার-সংক্ষেপ সম্বলিত বার্ষিক রিপোর্ট প্রণয়ন ও ইহার অনুলিপি সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে এবং সরকার ইহা সংসদে উপস্থাপন করিবে।

১৮। **হিসাব ও নিরীক্ষা**।- কাউন্সিলের হিসাব নির্ধারিত নিয়মে পরিচালিত হইবে এবং বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃক উহা নিরীক্ষিত হইবে।

www.pathagar.com

১৯। **কাউন্সিলের আদেশ, ইত্যাদি প্রমাণীকরণ।**- কাউন্সিলের সকল আদেশ ও সিদ্ধান্ত, চেয়ারম্যান বা চেয়ারম্যান কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য যে-কোন সদস্যের স্বাক্ষর দ্বারা প্রমাণীকৃত হইবে এবং কাউন্সিল কর্তৃক জারীকৃত অন্যান্য দলিলাদি, সচিব বা সচিব কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য যে-কোন অফিসারের স্বাক্ষর দ্বারা প্রমাণীকৃত হইবে।

২০। **কতিপয় কর্মের রক্ষণাবেক্ষণ।**- (১) এই আইনের অধীন সরল বিশ্বাসের কৃত বা ঈপ্সিত কোন কাজের জন্য কাউন্সিল বা ইহার কোন সদস্য বা কাউন্সিলের নির্দেশ ভারপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

(২) কাউন্সিলের কর্তৃত্বাধীনে কোন সংবাদপত্রে কোন বিষয় প্রকাশনার জন্য সেই সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে কোন মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

২১। **সরকারী কর্মচারী।**- কাউন্সিলের চেয়ারম্যান, সদস্য, অফিসার এবং অন্যান্য কর্মচারীগণ দন্ডবিধি (১৮৬০ এর ৪৫) এর ধারা-২১ এ বিধৃত অর্থে সরকারী কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবেন।

২২। **অবসায়ন।**- সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহের অবসায়ন সংক্রান্ত কোন বিধান কাউন্সিলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না এবং সরকারের আদেশ ও সরকার কর্তৃক নির্দেশিত পন্থা ব্যতিরেকে কাউন্সিল অবসায়ন করা যাইবে না।

২৩। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৪। **প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।**- কাউন্সিল এই আইন ও তদধীনে প্রণীত বিধির সহিত অসংগতিপূর্ণ পদে এবং এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে প্রয়োজনীয় ও সমীচীন সকল বিষয়ে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

www.pathagar.com

THE PRESS COUNCIL ACT, 1974

ACT NO. XXV OF 1974
An Act to establish a Press Council

WHEREAS it is expedient to establish a Press Council for the purpose of preserving the freedom of the Press and maintaining and improving the standard of newspapers and news agencies in Bangladesh :

It is hereby enacted as follows :-

1. **Short tittle** : This Act may be called the Press Council Act, 1974.

2. **Definitions** : In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or contest, -

(a) "Chairman" means the Chairman of the Council ;

(b) "Council" means the Press Council established under section 3 ;

(c) "Editor" means the person who controls the selection of the matter that is published in a newspaper;

(d) "Member" means a member of the Council;

(e) "Newspaper" means any periodical work containing public news of comments on public news and includes such other class of printed periodical work as the Government may, by notification in the official Gazette, declare to be newspaper;

(f) "Prescribed" means prescribed by rules made under this Act ;

(g) "Working journalist" means a person who is a whole-time journalist and is employed as such in, or in relation to, any newspaper establishment and includes an editor, a leader writer, news editor, sub-editor, feature writer, reporter, correspondent, copy tester, cartoonist, news photographer, caligraphidst and proof-reader.

3. **Establishment of the Council** : (1) With effect from such date as the Government may, by notification in the official Gazette, appoint there shall be established, in accordance with the provisions of this Act, a Council to be called the Press Council.

www.pathagar.com

(2) The Council shall be a body corporate having perpetual succession and a common seal with power, subject to the provision of this Act, to acquire, hold and dispose of property, both movable and immovable, and shall by the said name sue and be sued.

4. **Composition of the Council** : (1) The Council shall consist of a Chairman and fourteen other members.

(2) The Chairman shall be a person who is *or has been ** a judge of the Supreme Court of Bangladesh and shall be nominated by the President of Bangladesh.

(3) of the other members, -

(a) three shall be working journalists nominated by such association of working journalists as the Chairman may notify in this behalf ;

(b) three shall be editors of newspapers and news agencies nominated by such association of editors of newspapers and news agencies as the Chairman may notify in this behalf ;

(c) three shall be persons who own or manage newspapers and news agencies nominated by such association of owners or managers of newspapers and news agencies as the Chairman may notify in this behalf;

(d) three shall be persons having special knowledge or practical experience in respect of education, science, art, literature and law of whom respectively one shall be nominated by the University Grants Commission, one by the Bangla Academy and one by the Bangladesh Bar Council; and

(e) two shall be members of Parliament nominated by the Speaker.

Provided that before notifying any association under clause (a), clause (b) or clause (c), the Chairman shall consult such associations of persons of the category concerned and such individuals or interest concerned as he thinks fit :

---

* Amended vide Ordinance No. XLIX of 1986 Dated 6.7.86 inserting the words "or has been".

** Amended vide Ordinance No. XIX of 1991 Dated 26.2.91 omitting the words "or is qualified to be appointed".

www.pathagar.com

Provided further that working journalist who is an editor of any newspaper or news agency or who owns or manages any newspaper or news agency shall be eligible for nomination under clause (a) :-

Provided further that no editor who owns or manages any newspaper or news agency shall be eligible for nomination under clause (b) :-

Provided further that not more that one person having interest in any newspaper or news agency or group of newspapers of news agencies shall be eligible for nomination under clause (a), clause (b) or clause (c).

(4) Where any nominating body referred to in clause (a), clause (b), clause (c) or clause (d) fails to send the names of its nominees to the Chairman when invited by him to do so or where a nominating body does not exist for the time being, the Chairman may nominate members to represent the category concerned.

(5) The name of persons nominated under this section shall be forwarded to the Government and shall be notified by the Government in the official gazette and every such nomination shall take effect from the date on which it is so notified.

5. **Term of office of Chairman and members** :

(1) Save as otherwise provided in this section, the Chairman shall hold office for a period of three years and shall be eligible for re-nomination for one further term.

(2) Save as otherwise provided in this section, a member shall hold officer for a period of two years and shall be eligible for re-nomination for one further term.

(3) Where a person nominated as a member under clause (a), clause (b) or clause (c) of sub-section (3) of section 4 is censured under the provisions of sub-section (1) of section 12, he shall cease to be member of the Council.

(4) Where a person is nominated to be a member of the Council by virtue of his holding an office or appointment, he shall cease to be such member as soon he cease to hold that office or appointment.

www.pathagar.com

(5) A member shall be deemed to have vacated his seat if he absents himself without excuse, sufficient in the opinion of the Chairman, from three consecutive meetings of the Council.

(6) The Chairman may resign his office by giving notice in writing to the Government and any other member may resign his office by giving notice in writing to the Chairman, and upon such resignation being accepted by the Government or the Chairman, as the case may be, he shall be deemed to have vacated his office.

(7) Any vacancy arising under sub-section (2), sub-section (3), sub-section (4) or sub-section (5) or otherwise shall be filled, as soon as may be by nomination made by the same authority by which and in the same manner in which the member vacating office was nominated and the member so nominated shall hold office for the remaining period for which the member in whose place he is nominated would have held office.

6. **Conditions of service of Chairman and members** : (1) The Chairman shall be a whole-time officer and shall be paid such salary as the Government may determine.

(2) A member shall receive such allowances or fees for attending the meetings of the Council as may be prescribed.

7. **Committees** : The Council may constitute from amongst its members such committees as it may deem necessary to assist it in the discharge of its functions :

Provided that the Council may co-opt as members of such committees persons who are not members of the Council.

8. **Meetings of the Council** : (1) The Council shall meet as such times and places as may be provided by regulations made under this Act :
Provided that, until such regulations are made, the Chairman may summon a meeting of the Council at such time and place as he may deem expedient by notice addressed to each member.

(2) To constitute a quorum at a meeting of the Council, not less than six members, including the Chairman, shall be present.

www.pathagar.com

(3) The meeting of the Council shall be presided over by the Chairman, and, in the absence of the Chairman, by a member nominated by the Chairman.

(4) All questions at a meeting of the Council shall be decided by a majority of the members present and voting, and, in the case of equality of votes, the person presiding shall have a second or casting vote.

9. **Vacancies, etc, not to invalidate acts or proceedings of the Council** : No act or proceeding of the Council shall be invalid merely on the ground of the existence of any vacancy in, or any defect in the constitution of, the Council.

10. **Appointment of Secretary, etc** : The Council may appoint a Secretary and such other employees as it considers necessary for the efficient performance of its functions on such terms and conditions as may be determined by regulations made under this Act.

11. **Object and functions of the Council** : (1) The object of the Council shall be to preserve the freedom of the Press and to maintain and improve the standard of newspapers and news agencies in Bangladesh.

(2) The Council may, in furtherance of its object, perform the following functions, namely :

(a) to help newspapers and news agencies to maintain their freedom ;

(b) to build up a code of conduct for newspapers and news agencies and journalists in accordance with high professional standard :

(c) to ensure on the part of newspapers and news agencies and journalists the maintenance of a high standard of public taste and to foster a due sense of both the rights and responsibilities of citizenship.

(d) to encourage the growth of a sense of responsibility and public service among all those engaged in the profession of journalism;

(e) to keep under review any development likely to restrict the supply and dissemination of information of public interest and importance ;

www.pathagar.com

(f) to keep under review cases of assistance received by any newspaper or news agency in Bangladesh from any foreign source including such cases as are referred to it by the Government or are brought to its notice by any individual, association of persons or any other organization.

Provided that nothing in this clause shall preclude the Government from dealing with, in any manner it deems fit, any case of assistance received by a newspaper or news agency in Bangladesh from any foreign source ;

(g) to undertake studies and research of national and foreign newspapers, their circulation and impact;

(h) to provide facilities for proper education and training of persons in the profession of journalism;

(i) to promote technical or other research;

(j) to promote a proper functional relationship among all classes of persons engaged in the production or publication of newspapers or in the running of news agencies:

Provided that nothing in this clause shall be deemed to confer on the Council any function in regard to disputes to which the Industrial Relations Ordinance, 1969 (XXIII of 1969), applies;

(k) to do such other acts as may be incidental or conducive to the discharge of the above functions.

12. **Power to warn, admonish and censure** : (1) Where, on receipt of a complaint made to it or otherwise, the Council has reason to believe that a newspaper of news agency has offended against the standard of journalistic ethics or public taste or that an editor or a working journalist has committed any professional misconduct or a breach of the code of journalistic ethics, the Council may, after giving the newspaper or news agency, the editor or journalist concerned an opportunity of being heard, hold and inquiry in such manner as may be provided by regulations made under this Act, and if it is satisfied that it is necessary so to do, it may, for reasons to be recorded in writing, warn, admonish or censure the newspaper, the news agency, the editor of the journalist, as the case may be.

www.pathagar.com

(2) If the Council is of the opinion that it is necessary or expedient in the public interest so to do, it may require any newspaper to publish therein, in such manner as the Council thinks fit, any report relating to any inquiry under this section against a newspaper or news agency, and editor or a journalist working therein, including the name of such newspaper, news agency, editor or journalist.

(3) Nothing in sub-section (1) shall be deemed to empower the Council to hold an inquiry into any matter in respect of which any proceeding is pending in a court of law.

(4) The decision of the Council under sub-section (1) or sub-section (2), as the case may be, shall be final and shall not be questioned in any court of law.

General powers of the Council : (1) For the purpose of performing its functions or holding any inquiry under this Act, the Council shall have the same powers throughout Bangladesh as are vested in a civil court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908 (V of 1908), in respect of the following matters, namely:-

(a) summoning and enforcing the attendance of persons and examining them on oath;

(b) requiring the discovery and production of documents;

(c) receiving evidence on affidavit ;

(d) requisitioning any public record or copies thereof from any court or office ;

(e) issuing commissions for the examination of witnesses of documents ;

(f) any other matter which may be prescribed.

(2) Nothing in sub-section (1) shall be deemed to compel any newspaper, news agency, editor or journalist to disclose the source of any news or information published by that newspaper or received or reported by that news agency, editor or journalist.

(3) Every inquiry held by the Council shall be deemed to be a judicial proceeding within the meaning of section 193 and 228 of the Penal Code (XLV of 1960).

www.pathagar.com

14. **Payments to the Council** : The Government may pay to the Council in each financial year such sums as may be considered necessary for the performance of the functions of the Council under this Act.

15. **Fund of the Council** : (1) The Council shall have its own fund, and all such sums as may, from time to time, be paid to it by the Government and all grants and advances made to it by any other authority or person shall be credited to the fund and all payments by the Council shall be made therefrom:

Provided that no grant or advance from any foreign source shall be accepted by the Council without the prior approval of the Government.

(2) All moneys belonging to the fund shall be deposited in such banks or invested in such manner as may, subject to the approval of the Government, be decided by the Council.

(3) The Council may spend such sums as it thinks fit for performing its functions under this Act, and such sums shall be treated as expenditure payable out of the fund of the Council.

16. **Budget of the Council** : The Council shall prepare, in such form and at such time each year as may be prescribed, a budget in respect of the financial year next ensuing showing the estimated receipts and expenditure and sums which are likely to be required from the Government during that financial year, and forward copies thereof to the Government for consideration and sanction of the sums shown in the budget to be required from the Government.

17. **Annual Report** : The Council shall prepare once every year, in such form and at such time as may be prescribed, an annual report giving a summary of its activities during the previous year and copies thereof shall be forwarded to the Government and the Government shall cause the same to be laid before Parliament.

18. **Accounts and audit** : The Accounts of the Council shall be maintained in such manner as may be prescribed and shall be audited by the Comptroller and Auditor-General of Bangladesh.

19. **Authentication of orders, etc. of the Council** :- All order and decisions of the Council shall be authenticated by the signature of the Chairman or

www.pathagar.com

any other member authorized by the Chairman in this behalf and other instruments issued by the Council shall be authenticated by the signature of the Secretary of any other officer of the Council authorized by the Secretary in this behalf.

20. **Protection of certain actions** : (1) No suit or other legal proceeding shall be against the Council or any member thereof or any person acting under the direction of the Council in respect of anything which is in good faith done or intended to be done under this Act.

(2) No suit or other legal proceeding shall lie against any newspaper in respect of the publication of any matter therein under the authority of the Council.

21. **Public servants** : The Chairman, member, officers and other employees of the Council shall deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Penal Code (XLV of 1860)

22. **Winding up** : No provisions of law relating to the winding up of bodies corporate shall apply to the Council and the Council shall not be would up except by orders of the Government and in such manner as the Government may direct.

23. **Power to make rules** : The Government may, by notification in the official Gazette, make rules to carry out the purpose of this Act.

24. **Power to make regulations** : The Council may make regulations, not inconsistent with this Act and the rules made thereunder, to provide for all matters not provided for by rules and for which provisions are necessary or expedient for carrying out the purposes of this Act.

www.pathagar.com

THE PRESS COUNCIL (AMENDMENT) ORDINANCE, 1986

Ordinance No, XLILX of 1986

AN

Ordinance

to amend the Press Council Act, 1974

WHEREAS it is expedient to amend the Press Council Act, 1974 (XXV of 1974), for the purpose hereinafter appearing ;

NOW, THEREFORE, in pursuance of the Proclamation of the 24th march, 1982 and in exercise of all powers enabling him in that behalf, the President is pleased to make and promulgate the following Ordinance :-

1. **Short title and commencement**, - (1) This Ordinance may be called the Press Council (Amendment) Ordinance, 1986.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 14th day of June, 1986.

2. **Amendment of section 4, Act XXV of 1974** - In the Press Council Act, 1974 (XXV of 1974), in section 4 (2) , after the words and comma "who is," the words and comma " or has been," shall be inserted.

HM ERSHAD, NDC, PAC
LIEUTENANT GENERAL,
President

DHAKA
The 6th July, 1986

MD. ABUL BASHAR BHUYAN
Deputy Secretary

www.pathagar.com

THE PRESS COUNCIL (AMENDMENT) ORDINANCE, 1991
অধ্যাদেশ নং-১৯, ১৯৯১

Press Council Act, 1974 এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত

অধ্যাদেশ

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে Press Council Act, 1974 (XXV of 1974) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়,

এবং যেহেতু সংসদ ভাংগিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির নিকট ইহা সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মাণ হইয়াছে যে, আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে ;

সেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৩(১) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিলেন ঃ-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনামা ঃ- এই অধ্যাদেশ The Press Council (Amendment) Ordinance, 1991 নামে অভিহিত হইবে।

২। Act XXV of 1974 এর সংশোধন Press Council Act, 1974 (XXV of 1974) এর section 4 এর subsection (2) এ or is qualified to be appointed শব্দগুলি ও কমা বিলুপ্ত হইবে।

ঢাকা ঃ ২৫ শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯১ইং / ১২ই ফাল্গুণ ১৩৯৭ বাং

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ
অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি

মুহাম্মদ আবুল বাশার ভূঁইয়া
উপ-সচিব

www.pathagar.com

বাংলাদেশের সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থা এবং সাংবাদিকের জন্য অনুসরণীয় আচরণ বিধি, ১৯৯৩ (২০০২ সাল সংশোধিত)

প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ১১ঃ(বি)ঃ ধারা অনুযায়ী প্রণীত সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থা এবং সাংবাদিকের জন্য অনুসরণীয় আচরণ বিধি ঃ

১। জাতিসত্তা বিনাশী এবং দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, রাষ্ট্রীয় অখন্ডতা ও সংবিধান বিরোধী বা পরিপন্থী কোন সংবাদ অথবা ভাষ্য প্রকাশ না করা ;

২। মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও অর্জনকে সমুন্নত রাখা এবং এর বিরুদ্ধে প্রচারণা থেকে বিরত থাকা ;

৩। জনগণকে আকর্ষণ করে অথবা তাঁদের উপর প্রভাব ফেলে এমন বিষয়ে জনগণকে অবহিত রাখা একজন সাংবাদিকের দায়িত্ব। জনগণের তথা সংবাদপত্রের পাঠকগণের ব্যক্তিগত অধিকার ও সংবেদনশীলতার প্রতি পূর্ণ সম্মানবোধসহ সংবাদ ও সংবাদভাষ্য রচনা ও প্রকাশ করা ;

৪। সংবাদপত্র ও সাংবাদিকের প্রাপ্ত তথ্যাবলীর সত্যতা ও নির্ভুলতা নিশ্চিত করা ;

৫। বিশ্বাসযোগ্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য কোনরূপ শাস্তির ঝুঁকি ছাড়াই জনস্বার্থে প্রকাশ করা। এ ধরনের জনস্বার্থে প্রকাশিত সংবাদ যদি সৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে থাকে এবং প্রাপ্ত তথ্য যৌক্তিকভাবে বিশ্বাসযোগ্য বিবেচিত হয়, তবে এ ধরনের প্রকাশিত সংবাদ থেকে উদ্ভূত প্রতিকূল পরিণতি থেকে সাংবাদিককে রেহাই দেওয়া ;

৬। গুজব ও অসমর্থিত প্রতিবেদন প্রকাশের পূর্বে সেগুলোকে চিহ্নিত করা এবং যদি এসব প্রকাশ করা অনুচিৎ বিবেচিত হয় তবে সেগুলি প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকা ;

৭। যে সকল সংবাদের বিষয়বস্তু অসাধু এবং ভিত্তিহীন অথবা যেগুলোর প্রকাশনায় বিশ্বাস ভংগের আশংকা আছে সে সকল সংবাদ প্রকাশ না করা ;

৮। সংবাদপত্র ও সাংবাদিক বিতর্কিত বিষয়ে নিজস্ব মতামত জোরালোভাবে ব্যক্ত করার অধিকার রাখেন, কিন্তু এরূপ করতে গিয়ে ঃ

(ক) সত্য ঘটনা এবং মতামতকে পরিচ্ছন্নভাবে প্রকাশ করা ;

(খ) পাঠককে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে কোন ঘটনাকে বিকৃত না করা ;

(গ) মূলভাষ্যে অথবা শিরোনামে কোন সংবাদকে বিকৃত না করা বা অসাধুভাবে চিহ্নিত না করা ;

(ঘ) মূল সংবাদের উপর মতামত পরিচ্ছন্নভাবে তুলে ধরা।

www.pathagar.com

৯। কুৎসামূলক বা জনস্বার্থ পরিপন্থী না হলে, বাহ্যত ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থবিরোধী হলেও যথাযথ কর্তৃপক্ষ স্বাক্ষরিত যে কোন বিজ্ঞাপন সংবাদপত্রে প্রকাশের অধিকার সম্পাদকের আছে। কিন্তু এরূপ বিজ্ঞাপনের প্রতিবাদ করা হলে সম্পাদককে তা বিনা খরচে মুদ্রণের ব্যবস্থা করা ;

১০। ব্যক্তি অথবা সম্প্রদায়বিশেষ সম্পর্কে তাদের বর্ণ, গোত্র, জাতীয়তা, ধর্ম অথবা দেশগত বিষয় নিয়ে অবজ্ঞা বা মর্যাদা হানিকর বিষয় প্রকাশ না করা। জাতীয় ঐক্য সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে সাম্প্রদায়িকতাকে কঠোরভাবে নিরুৎসাহিত করা ;

১১। ব্যক্তি বিশেষ, সংস্থা, প্রতিষ্ঠান অথবা কোন জনগোষ্ঠী বা বিশেষ শ্রেণীর মানুষ সম্পর্কে তাদের স্বার্থ ও সুনামের ক্ষতিকর কোন কিছু যদি সংবাদপত্র প্রকাশ করে তবে পক্ষপাতহীনতা ও সততার সাথে সংবাদপত্র বা সাংবাদিকের উচিত ক্ষতিকর ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান/সংস্থাকে দ্রুত এবং সংগত সময়ের মধ্যে প্রতিবাদ বা উত্তর দেয়ার সুযোগ প্রদান ;

১২। প্রকাশিত সংবাদ যদি ক্ষতিকর হয় বা বস্তুনিষ্ঠ না হয় তবে তা অবিলম্বে প্রত্যাহার, সংশোধন বা ব্যখ্যা করা এবং ক্ষেত্র বিশেষে ক্ষমা প্রার্থনা করা ;

১৩। জনগণকে আকর্ষণ করে অথচ জনস্বার্থ পরিপন্থী চাঞ্চল্যকর মুখরোচক কাহিনীর মাধ্যমে পত্রিকা কাটতির স্বার্থে রুচিহীন ও অশ্লীল সংবাদ ও অনুরূপ ছবি পরিবেশন না করা ;

১৪। অপরাধ ও দূর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে সংবাদপত্রের যুক্তিসঙ্গত পন্থা অবলম্বন করা ;

১৫। অন্যান্য গণমাধ্যমের তুলনায় সংবাদপত্রের প্রভাবের ব্যাপ্তি ও স্থায়িত্ব তুলনামূলকভাবে বেশী। এ কারণে যে সাংবাদিক সংবাদপত্রের জন্য লিখবেন তার সূত্রের বিশ্বাসযোগ্যতা ও সংবাদের সত্যতা সম্পর্কে বিশেষভাবে সাবধান থাকা এবং ঝুঁকি এড়ানোর জন্য সূত্রসমূহ সংরক্ষণ করা ;

১৬। কোন অপরাধের ঘটনা বিচারাধীন থাকাকালীন সব পর্যায়ে তার খবর ছাপানো এবং মামলা বিষয়ক প্রকৃত চিত্র উদঘাটনের জন্য আদালতের চূড়ান্ত রায় প্রকাশ করা সংবাদপত্রের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। তবে বিচারাধীন মামলার রায়কে প্রভাবিত করতে পারে, এমন কোন মন্তব্য বা মতামত প্রকাশ থেকে চূড়ান্ত ঘোষণার আগ পর্যন্ত সাংবাদিককে বিরত থাকা ;

১৭। সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত পক্ষ বা পক্ষ সমূহের প্রতিবাদ সংবাদপত্রটিতে সমগুরুত্ব দিয়ে দ্রুত ছাপানো এবং সম্পাদক প্রতিবাদলিপির সম্পাদনা কালে এর চরিত্র পরিবর্তন না করা ;

১৮। সম্পাদকীয়ের কোন ভুল তথ্যের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ যদি প্রতিবাদ করে, তবে সম্পাদকের নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে একই পাতায় ভুল সংশোধন করে দুঃখ প্রকাশ করা ;

১৯। বিদ্বেষপূর্ণ খবর প্রকাশ না করা ;

www.pathagar.com

২০। সম্পাদক কর্তৃক সংবাদপত্রের সকল প্রকাশনার পরিপূর্ণ দায়িত্ব স্বীকার করা ;

২১। কোন দুর্নীতি বা কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে আর্থিক বা অন্য কোন অভিযোগ সংক্রান্ত প্রতিবেদন তৈরী করার ক্ষেত্রে প্রতিবেদকের উচিৎ ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে সাধ্যমত নিশ্চিত হওয়া এবং প্রতিবেদককে অবশ্যই খবরের ন্যায্যতা প্রতিপন্ন করার মত যথেষ্ট তথ্য যোগাড় করা ;

২২। প্রতিবাদ হয়নি এমন দায়িত্বহীন প্রকাশনা খবরের উৎস হতে পারে, তবে পূণঃমুদ্রণ করা হয়েছে নিছক এই অজুহাতে কোন সাংবাদিক কোন সাংবাদিকের কোন খবর সম্পর্কে দায়িত্ব না এড়ানো;

২৩। সমাজের নৈতিক মূল্যবোধের অধঃপতন তুলে ধরা সাংবাদিকের দায়িত্ব, তবে নারী-পুরুষঘটিত অথবা কোন নারী সংক্রান্ত প্রতিবেদন/ছবি প্রকাশের ক্ষেত্রে একজন সাংবাদিকের অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করা ;

২৪। কোন ব্যক্তি সংবাদপত্র, গণমাধ্যম, প্রতিষ্ঠানে সাংবাদিকরূপে চাকুরী গ্রহণ কালে আচরণবিধির পরিশিষ্টে উল্লেখিত শপথনামা 'ক' সম্পাদকের সামনে পাঠ ও স্বাক্ষর দান করতে বাধ্য থাকা ;

২৫। প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ১১(বি) ধারা অনুযায়ী সংবাদপত্র প্রকাশক আচরণবিধির পরিশিষ্টে উল্লেখিত শপথনামা 'খ' পাঠ ও স্বাক্ষর করতে বাধ্য থাকা ;

www.pathagar.com

সাংবাদিকের শপথনামা

আমি.....পিতা.....

পূর্ণ ঠিকানাঃ.....

দৈনিক/সাপ্তাহিক/পাক্ষিক/মাসিক.....পত্রিকার.....

পদে নিযুক্ত হয়ে শপথ করছি যে,

১। আমি দ্বিধাহীন সততার সংগে সংবাদ-এর প্রতিবেদন, ভাষ্য ও বিশ্লেষণ প্রণয়ন করবো ;

২। আমি স্বেচ্ছায় কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গোপন করবো না এবং সত্যকে বিকৃত করবো না ;

৩। আমি সর্বাবস্থায় সংবাদ উৎসের গোপনীয়তা সংরক্ষণ করবো ;

৪। আমি সর্বাবস্থায় নিজের পেশাগত সহমর্মিতা ও সৌভ্রাতৃত্ব রক্ষা করবো ;

৫। আমি কখনও কারও কাছ থেকে অবৈধ সুবিধা গ্রহণ করবো না অথবা বিচার বিবেচনাকে প্রভাবিত করতে পারে এরূপ ব্যক্তিগত স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়কে প্রশ্রয় দেব না ;

৬। আমি সংবাদ, সংবাদচিত্র এবং দলিলাদি সংগ্রহে সর্বক্ষেত্রে সততা অবলম্বন করবো ;

৭। আমি জনসমক্ষে প্রকাশের জন্য কোন সাক্ষাৎকার গ্রহণের পূর্বে সাংবাদিক হিসাবে আত্মপরিচয় প্রদান করবো ;

৮। আমি দায়িত্ব পালনকালে পেশাগত নৈতিকতা, সততা ও সম্মানবোধের প্রতি ব্রতী থাকব;

৯। আমি সাংবাদিকদের আচরণ বিধি মেনে চলতে বাধ্য থাকব।

তারিখ ঃ

সাংবাদিকের স্বাক্ষর

সম্পাদকের স্বাক্ষর

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট-'খ'

পত্রিকার প্রকাশকদের শপথনামা

আমি..... পিতা.....

পূর্ণ ঠিকানা.....

দৈনিক/ সাপ্তাহিক/ পাক্ষিক/ মাসিক.....

..... পত্রিকার প্রকাশক।

আমি প্রেস কাউন্সিল কর্তৃক প্রণীত সংবাদপত্র ও সংবাদ সংস্থা সমূহের জন্য অনুসরনীয় আচরণবিধি মেনে চলব এবং আমার প্রতিষ্ঠানে যেন তা সকলেই মেনে চলে তার নিশ্চয়তা বিধান করবো।

তারিখ ঃ

প্রকাশকের স্বাক্ষর

সম্পাদকের স্বাক্ষর

www.pathagar.com

Code of Conduct 1993(2002 as amended) for the Newspapers, News Agencies

1. Not t0 publish any news or publication detrimental to National Integrity, Independence, sovereignty, Oneness of State and Constitution of Bangladesh.

2. The War of Liberation and its spirit and ideals must be sustained and upheld, and any publication repugnant to it to be stopped.

3. It is the responsibility of a journalist to keep people informed of issues which influence or attract them. News and commentaries are to be prepared and published showing full respect to the sensitivity and individual rights of newspaper readers as well as the people.

4. Truth and accuracy of information available are to be ensured as far as possible.

5. Information received from reliable sources may be published in the public interest induced by honest intention and if facts presented therein are considered trustworthy by logical consideration, then a journalist is to be absolved from any adverse consequence for publication of such news.

6. Unconfirmed reports or reports based on rumours shall be verified before publication and if found unreasonable on verification, be withheld from publication.

7. News items Whose contents are distorted and baseless or whose publication hinges on breach of trust not to be published.

8. Newspapers and journalists having the right to express their views on controversial issues and in doing so :

   a. All events should be truthfully reported and views be clearly expressed.

   b. No report of an event be distorted to influence the readers.

   c. No news shall be distorted or slanted maliciously either in the main commentary or in the headline.

   d. Views on main news shall be presented clearly and fairly.

www.pathagar.com

9. The editor having the right to publish any advertisement signed by proper authorities in his/her newspaper even if it is apparently against any individual interest should not be slanderous or prejudicial to public interest. If protest is made with regard to such an advertisement, the editor shall print and publish it without any cost.

10. Newspapers shall refrain from publishing news which is contemptuous or disrespectful to caste, creed, nationality and religion of any individual or the community or the country. For upholding national unity, communal prejudices and feelings of hatred and malice be discouraged.

11. If a newspaper publishes any news which prejudices the interest and good name of an individual, agency, institution or group of people or any special category of people, then the newspaper concerned should provide opportunity to the aggrieved persons or institutions to publish their protest or state their point of view on the matter within a reasonable period of time.

12. If the published news is damaging or improper, then withdrawal, corrigendum or explanation be made and in special cases, apology should be tendered.

13. For the increase of circulation of newspaper no vulgar, derogatory, ghastly news and picture though attractive to the people, be published.

14. Newspapers should adopt reasonable measures with a view to resisting crime and corruption.

15. As extent and durability of the influence of newspapers is greater than that of other media, a journalist writing for newspaper shall particularly be cautious about the credibility and truthfulness of sources and shall also preserve his source material in order to avoid risks.

16. It is the responsibility of the newspapers to publish news relating to case under trial and to publish the final judgment of the court to reveal the actual picture of issues relating to trial. But a journalist shall refrain from publishing such comment or opinion as is likely to influence an under-trial case, until the final verdict is announced.

www.pathagar.com

17. Rejoinder of the aggrieved party or parties directly involved with a news published in a newspaper shall be quickly published in the same newspaper on such page as would easily draw the attention of the readers. The editor, while editing the rejoinder shall not change its basic character.

18. If an aggrieved party sends a rejoinder for the damage done to him by an editorial, it shall be the obligation of the editor to publish the corrigendum on the same page and also express regrets.

19. Malicious news should not be published.

20. The editor is to accept full responsibility for all publications in the newspaper.

21. A reporter while reporting a case of financial or other kind of irregularity shall, to the best of his ability, verify the facts in his report and shall incorporate adequate material to prove the truth of the matter reported.

22. Any irresponsible publication to which no objection was taken cannot be source of news but a journalist cannot shirk his responsibility on the ground of reprinting the same.

23. It is a responsibility of a journalist to highlight any news which projects degeneration of moral values in the society but it is also the moral responsibility of a journalist to maintain strict precaution in publishing news / photo involving man-woman relationship or any report relating to woman.

24. Any person who will join in a service of newspaper or new agency or any media of news shall be bound to take oath and sign in presence of the editor as per form "Ka" as attached with this Code of Conduct.

25. Any publisher of a newspaper shall take oath and sign under section 11(2)(b) of the Press Council Act, as per form "Kha" as attached with this Code of Conduct.

www.pathagar.com

Form " Ka "

Form of Oath for the Journalist

I ..... s/o .....

Full Address..... .....

appointed as .....in

Daily/Weekly.....Newspaper/news agency do hereby take the oath that :

1. I shall report and interpret news with unfaltering honesty.
2. I shall not suppress any important fact or distort any truth either through error or intentional lapses.
3. In all circumstances, I shall maintain secrecy of the source of news.
4. In all circumstances I shall uphold professional sanctity and protect the honour of fraternity and never take unfair advantage of fellow members.
5. I shall never accept any undue favour nor allow personal interest to influence my sense of judgement.
6. I shall maintain honesty in all spheres to gather news, pictures and documents.
7. I shall disclose my identity as representative of Press before obtaining any interview for publication.
8. I shall always make efforts to enjoy full public confidence through my conduct in the interest of integrity and dignity of my profession.
9. I shall abide by the code of conduct prescribed for newspapers, news agencies and journalists.

Date :

Signature of Journalist

Signature of Editor

www.pathagar.com

Form "Kha "

Form of Oath for the Publisher of Newspapers

I .....s/o .....
Full Address..... ....
Daily/Weekly/Fortnightly/Monthly.....
.....Publisher.

I hereby solemnly affirm that I shall abide by the Code of Conduct formulated by the Bangladesh Press Council for newspapers, news agencies and journalists and I shall ensure compliance of the same by everyone employed in my organization.

Date :

Signature of Publisher

Signature of Editor

www.pathagar.com

প্রেস কাউন্সিলে অভিযোগ দায়ের করার নিয়মাবলী

প্রেস কাউন্সিল রেগুলেশনের নিম্নবর্ণিত বিধি অনুযায়ী যে কোন সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থা, সম্পাদক অথবা কর্মরত সাংবাদিকের বিরুদ্ধে সাদা কাগজে সচিব, প্রেস কাউন্সিলকে সম্বোধন করে অভিযোগ দায়ের করা যায় ঃ

৮ ঃ ১ ঃ এ যে সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থা, সম্পাদক অথবা কর্মরত সাংবাদিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হবে তার বা তাহাদের নাম ও ঠিকানা দিতে হবে। অভিযুক্ত সংবাদ বা নিবন্ধ বা সম্পাদকীয় বা প্রতিবেদনের মূল পেপার এবং অভিযোগের সমর্থনে যথাসম্ভব সংশ্লিষ্ট দলিলপত্র দিতে হবে।

৮ ঃ ১ ঃ বি অভিযুক্ত সংবাদ প্রভৃতি কিভাবে আপত্তিজনক বলে ফরিয়াদী বিবেচনা করেন তান বর্ণনা দিতে হবে।

৮ ঃ ১ ঃ সি ফরিয়াদীর বিবেচনায় প্রকাশিত আপত্তিজনক খবর প্রভৃতি সম্পর্কে সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থা, সম্পাদক এবং কর্মরত সাংবাদিককে কোন প্রতিবাদ পাঠানো হয়েছে কিনা, সেই প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়েছে কিনা, তা দরখাস্তে লিখতে হবে। প্রতিবাদ পাঠানো না হলে কেন পাঠানো হয়নি তার ব্যখ্যা দিতে হবে।

৮ ঃ ২ অভিযোগ দায়ের করার সময় আবেদনপত্রের পাদটীকায় নিম্নলিখিত ঘোষণাগুলো থাকতে হবে ;

(১) ফরিয়াদী তার জানা এবং বিশ্বাস মতে কাউন্সিল সমীপে সংশ্লিষ্ট সর্বপ্রকার সত্য ঘটনা পেশ করেছেন এবং অভিযোগের বর্ণিত কোন বিষয়ে অন্য কোন আদালতে কোন প্রকার মামলা চালু নেই।

(২) কাউন্সিলে তদন্ত চলাকালীন সময়ে অভিযোগের কোন বিষয়ে অন্য কোন আদালতের বিষয়বস্তুতে পরিণত হলে কালক্ষেপ না করে ফরিয়াদী তা কাউন্সিলকে অবহিত করবেন।

৮ ঃ ২ঃ ৩ কাউন্সিলে অভিযোগ দায়ের করার সময় ফরিয়াদীকে বিবাদীর সমসংখ্যক অভিযোগপত্রের অতিরিক্ত অনুলিপি দিতে হবে।

প্রেস কাউন্সিল একটি কোয়াছি জুডিশিয়াল প্রতিষ্ঠান। অন্য কাউকেও সম্বোধন করে লিখিত আবেদনপত্র/চিঠি/অভিযোগ ইত্যাদির অনুলিপি কাউন্সিলের বিজ্ঞ চেয়ারম্যান সমীপে প্রেরণ করে প্রেস কাউন্সিলে মামলা দায়ের করা যায় না।

অতিরিক্ত তথ্য জানার জন্য প্রয়োজনবোধে অফিস চলাকালীন সময়ে সচিবের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা যেতে পারে।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল চেয়ারম্যান সমীপে

(ক) নাম ঃ ----------

পিতার নাম ঃ ----------

বর্তমান ঠিকানা ঃ ----------

ফরিয়াদী

বনাম

(খ) সম্পাদকের নাম ঃ ----------

সংবাদপত্রের নাম ঃ ----------

ঠিকানা ঃ ----------

প্রতিপক্ষ

বিষয় ঃ মাসিক/পাক্ষিক/সাপ্তাহিক/দৈনিক ---------- পত্রিকার/ সংবাদপত্রের ঃ ---- ------ ---------- তারিখে সংখ্যা " ----------

" শিরোনামের সংবাদ/সম্পাদকীয়/নিবন্ধ/ প্রতিবেদন/ বিজ্ঞাপন/ অভিমত-এর মাধ্যমে আপত্তিজনক/অসত্য /কাল্পনিক/ বানোয়াট তথ্য প্রকাশ করার বিরুদ্ধে বিচার প্রার্থনা।

১। ---------- থেকে প্রকাশিত মাসিক/পাক্ষিক/সাপ্তাহিক/দৈনিক ---------- পত্রিকায়/সংবাদপত্রে উপরোক্ত শিরোনামের সংবাদ/সম্পাদকীয় নিবন্ধ/প্রতিবেদন/বিজ্ঞাপন/অভিমত প্রকাশের মাধ্যমে আমাকে জনসমক্ষে সামাজিক/রাজনৈতিক/ধর্মীয়ভাবে হেয় প্রতিপন্ন/ব্ল্যাকমেল করার অপচেষ্টা করা হয়েছে। অভিযুক্ত সংবাদ/সম্পাদকীয় নিবন্ধ/প্রতিবেদন/বিজ্ঞাপন/অভিমত-এর মূল পেপার এবং অভিযোগের সমর্থনে প্রয়োজনীয় দলিলপত্র এই সঙ্গে সংযুক্ত করা গেল। এই বিষয়ে আমার/আমাদের বক্তব্য নিম্নরূপ ঃ

(ক) (খ) (গ)

২। আমার বক্তব্যের প্রেক্ষিতে আমি নিবেদন করি যে, প্রকাশিত সংবাদ/সম্পাদকীয় নিবন্ধ/ প্রতিবেদন /বিজ্ঞাপন/অভিমত আমার ভাবমূর্তি নষ্ট করেছে। বিশেষভাবে নিম্নবর্ণিত অংশ সমূহ আমাকে আঘাত করেছে ঃ

৩। এ আপত্তিজনক সংবাদ/সম্পাদকীয়/নিবন্ধ/প্রতিবেদন/বিজ্ঞাপন/অভিমত ছাপানোর বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্র/সংবাদ সংস্থার সম্পাদক মহোদয়ের কাছে আমি (ক) প্রতিবাদ পাঠিয়েছি। সম্পাদক আমার প্রতিবাদ মোটেও ছাপেনি/আংশিক/বিকৃত আকারে/আরো নতুন কিছু যোগ করে ছেপেছেন। তাতে অভিযোগের কারণ প্রশমিত না হয়ে বরং প্রভাবিত হয়েচে। (খ) কোন প্রতিবাদ এইজন্য পাঠাইনি যে, ----------।

৪। আমি ---------- ফরিয়াদী, অঙ্গীকার করছি যে ঃ

(ক) আমার জ্ঞান, বিশ্বাস ও অবগতিতে কাউন্সিল সমীপে সংশ্লিষ্ট সর্বপ্রকার সত্য ঘটনা পেশ করছি এবং অভিযোগে বর্ণিত কোন বিষয়ে অন্য আদালতে কোন প্রকার মামলা চালু নেই।

(খ) কাউন্সিলে তদন্ত চলাকালীন সময়ে অভিযোগের কোন বিষয় অন্য কোন আদালতের বিষয়বস্তুতে পরিণত হলে কালক্ষেপন না করে আমি তা কাউন্সিলকে অবহিত করব।

৫। এ মামলার প্রতিপক্ষের সমসংখ্যক অভিযোগপত্রের অতিরিক্ত অনুলিপি এ সঙ্গে সংযুক্ত করে দিলাম।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল
বাড়ী নং-৪৯৭, রোড নং-৩৩, নিউ ডি, ও, এইচ, এস
মহাখালী, ঢাকা-১২০৬